ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ১৫

পাণ্ডব গোয়েন্দা

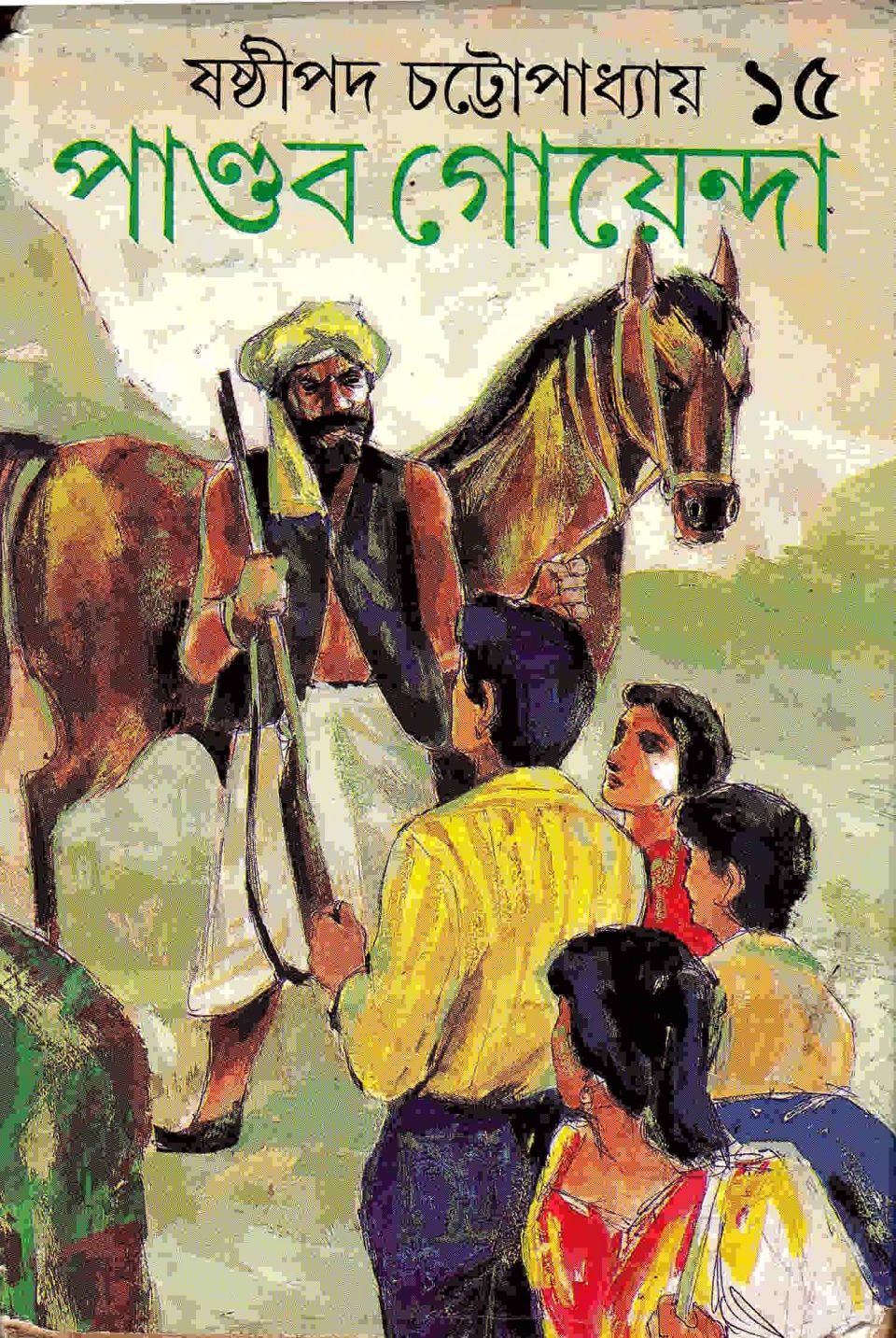

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.08.08 01:36:21 +06'00'

এই লেখকের অন্যান্য বই

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৭
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৮
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৯
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১০
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১১
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১২
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৩
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৪
সোনার গণপতি হিরের চোখ
দেবদাসী-তীর্থ

www.boiRboi.blogspot.com

A.S.B

পাবলিক লাইব্রেরী
ভবেশচন্দ্র
খুলনা

ভাইজাগ। নামটার মধ্যেই কেমন যেন একটা রহস্য ও রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে। একটু যেন ভয়-ভয় ভাব। অথচ বিশাখাপত্তনমের মধ্যে আছে দিগন্তবিস্তৃত সুনীল জলরাশির হাতছানি। কিন্তু ভাইজাগ? বুকের ভেতরটা যেন ঢিপ করে ওঠে। কী গম্ভীর! হেমন্তের এই অলস দুপুরে বাবলু 'ওয়ালম্যাপ'টার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবছিল তাই।

এমন সময় বিলু এল। বাবলুর দিকে এক পলক তাকিয়েই অবাক বিস্ময়ে বলল, "কী ব্যাপার রে! হঠাৎ এমন ম্যাপ খুলে বসলি যে?"

বাবলু বিলুর দিকে তাকিয়ে দেখল বটে, কিন্তু কিছুই না বলে আরও গম্ভীর হয়ে আবার মানচিত্রে মনোনিবেশ করল।

বিলু বলল, "তুই কি ভূগোলের মাস্টারমশাই হয়ে গেলি? অমন করে দেখছিস কী?"

"ভাইজাগ।"

"তার মানে ওয়ালটেয়ার! বিশাখাপত্তনম?"

"ঠিক তাই।" বলে আরও গভীরভাবে মানচিত্রে মনোনিবেশ করে হঠাৎ বিশেষ একটি জায়গার ওপর আঙুল রেখে বলল, "এই হল কোট্টাভালসা। আর এই হচ্ছে গিয়ে সিমিলিগুডা। অর্থাৎ ভারতীয় ব্রডগেজ রেলপথের উচ্চতম স্টেশন। ৩২৬৮ ফুট।"

বিলু বলল, "তা তো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী? রহস্যময় কিছু?"

বাবলু বলল, "পরে বলব। এই দ্যাখ, এই যে দেখছিস এই অঞ্চলটা, এই হচ্ছে অন্ধ্রের উটি। অর্থাৎ কিনা আরাকুভ্যালি। মনোরম প্রাকৃতিক

সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। এর কাছেই হচ্ছে সেই রহস্যময় গুহা।"

"রহস্যময় গুহা!"

"হ্যাঁ রহস্যময় গুহা। বোরাগুহালু বা বোররা কেভ্‌স।"

"তুই কিন্তু ওই গুহার চেয়েও রহস্যময় হয়ে যাচ্ছিস বাবলু। কী তুই বলতে চাইছিস স্পষ্ট করে বল। তুই কি দেশভ্রমণে যাবি? না গণ্ডগোল কিছু বেধেছে কোথাও?"

"ধর, দুটোই যদি হয়?" বলে মানচিত্রের কাছ থেকে সরে এসে সোফার ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে বাবলু একদৃষ্টে চেয়ে রইল বিলুর মুখের দিকে।

বিলু হেসে বলল, "অত গম্ভীর হোস না বাবলু। হলটা কী তোর? এমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? কিছু-না-কিছু বলবি তো?"

বাবলু বলল, "কী যে বলব আর কীভাবে বলব, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।"

"তবু বলই না শুনি?"

"আজকের কাগজে পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলামের একটা সংবাদ কি চোখে পড়েছে তোর?"

"খবরের কাগজের ওইসব ছাইপাঁশ খবর পড়ে দেখার ধৈর্যও আমার নেই।"

"এটা কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দার বিলুর উপযুক্ত কথা হল না! সভ্য দেশের কোনও সভ্য নাগরিক যদি আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সংবাদকে অবহেলা করে, বা খবরের কাগজের পাতায় চোখ না বোলায়, তা হলে তার কালচার সম্পর্কে একটু সন্দেহ জাগে।"

বিলু বলল, "কথাটা ঠিক। তবে কিনা কাগজ আমি পড়ি, প্রথম পাতার খবরগুলোর ওপর একটু চোখ বুলিয়েই রেখে দিই।"

"অনেকেই তাই করে। তবু গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে সব দিকেই কড়া নজর রাখতে হয়।" বলে সেদিনের কাগজের মার্কিং করা একটা পৃষ্ঠা মেলে ধরল বিলুর সামনে।

বিলু দেখল একটি বিশেষ সংবাদের নীচে লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা। ও জানে, বাবলুর একটা খাতা আছে। তাতে

www.boiRboi.blogspot.com

খবরের কাগজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাটিং ও সেঁটে রেখেছে আঠা দিয়ে। এমনকী তার তলায় লিখেও রেখেছে কোন কাগজের কত তারিখের কাটিং সেটা। যাই হোক, বিলু সংবাদের প্রতি মনোনিবেশ করল। সংবাদে আছে, 'বিশাখাপত্তনমের বন্দর এলাকায় ফিশারি হারবারের কাছে বিচ রোডে গিরিজাশঙ্কর বসু নামে জনৈক ব্যবসায়ী পথ দুর্ঘটনায় নিহত হন। পুলিশের সন্দেহ এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, হত্যার উদ্দেশ্যেই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটি ঘটানো হয়েছে। এই ব্যাপারে ভিক্টর মরগ্যান নামে একজনকে গ্রেফতার করা হলে লোকটি পুলিশ হেফাজত থেকেই সবার চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে যায়। এর ফলে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। কেননা এই ভিক্টর মরগ্যান এমনই একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী, যাকে বেশ কিছুদিন আগে লসন্‌স-বে অঞ্চলে অবৈধ কার্যকলাপের জন্য পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে অবশ্য জামিনে ছাড়াও পায় লোকটি। লোকটিকে ডলফিন নোজ পয়েন্ট এবং বন্দর এলাকার বহু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নিয়মবহির্ভূতভাবে ঘোরাফেরা এবং ছবি তোলার অপরাধে পুলিশ দু-একবার সতর্কও করে দেয়। পুলিশের সন্দেহ, লোকটি আন্তর্জাতিক কুচক্রের সঙ্গে জড়িত। মাদকদ্রব্যের চোরাচালানেও লোকটির সহযোগিতা আছে।'

বিলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? এইরকম কত হচ্ছে, কত হবে।"

"ঠিক কথা। তবে কিনা এই গিরিজাশঙ্কর আমাদের বিশেষ পরিচিত। ইনি বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসেওছেন। এঁর মেয়ে দীপাদিকে বছর দুই আগে ভাইজাগ থেকেই কিডন্যাপ করা হয়েছিল। পরে অবশ্য আরাকুভ্যালির কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁকে।"

"এইবার মনে পড়েছে। দীপাদিকে যদিও দেখিনি, তবু তোর মুখে ঘটনার কথা শুনেছি।"

"তা হলেই বুঝতে পারছিস, বিষয়টা নিয়ে কেন আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি?"

বিলু ঘাড় নাড়ল। বলল, "এই ব্যাপারে দীপাদি কি আমাদের সাহায্য

চেয়েছেন ?"

"এখনও চাননি। তবে চাইবেনই। আগে আকস্মিক বিপদের ঘোরটা কাটিয়ে উঠুন, তারপরে তো !"

বিলু বলল, "তুই কখন জানতে পারলি ব্যাপারটা ? সকালে মর্নিং ওয়াকের সময় কিছু বলিসনি তো ?"

"তখনও আমি জানতাম না। পরে দুপুরবেলা কাগজটা খুঁটিয়ে পড়তে গিয়েই চোখে পড়ল।"

"তোর মা কোথায় ? পঞ্চু ?"

"পঞ্চু ছাদে আছে। আর মা গেছেন বাচ্চু, বিচ্ছুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে।" বলেই হাঁক দিল বাবলু, "পঞ্চু !"

বাবলুর ডাকে ছাদ থেকে নেমে এসে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল পঞ্চু।

বিলু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা, এই গিরিজাশঙ্করই যে দীপাদির বাবা, এ-ব্যাপারে তুই শিওর ?"

"অবশ্যই। ভাইজাগ থেকে কোরাপুট, জেপুর, এমনকী কিরণডুল পর্যন্ত ঘন-ঘন যাতায়াত ছিল ভদ্রলোকের। তা ছাড়া বুঝতে পারছিস না, একই জায়গায় দু-দুটি ঘটনা ও দুর্ঘটনা কী গভীর চক্রান্তের প্রমাণ দিচ্ছে। দীপাদির কিডন্যাপ হওয়া এবং গিরিজাশঙ্করবাবুর রহস্যময় মৃত্যু, দুটোই কিন্তু একই সূত্রে গাঁথা। তা ছাড়া ওই ভিক্টর মরগ্যান লোকটিও অত্যন্ত কুখ্যাত। ওই অঞ্চলের সন্ত্রাস সে। এই ঘটনার পরে লোকটির গ্রেফতার হওয়া এবং তারপরই তার অন্তর্ধান অপরাধ জগতে আর-এক অশনি-সংকেত। এখন দীপাদির অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ। আমার মনে হয় নাউ শি ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার।"

"তুই ঠিকই বলেছিস বাবলু। এর পরই ওরা হামলা চালাবে দীপাদির ওপর।"

"এবং সেটা আমরা কিছুতেই হতে দেব না। সেইজন্যই আমি ম্যাপ খুলে জায়গাটার প্রাকৃতিক অবস্থানগুলো বেশ ভাল করে বুঝে নিচ্ছিলাম। বাবার মুখে শুনেছি বোরাগুহার কাছে গভীর জঙ্গলে ওই ভিক্টর মরগ্যানের গোপন আস্তানা। সেটা আমাদের খুঁজে বের করতেই

www.boiRboi.blogspot.com

হবে। সে যে কী ভীষণ জঙ্গল, তা কল্পনাও করতে পারবি না তুই ! মোট ৫২টি টানেল আছে এই রেলপথে। শুধু শুঙ্গাভরাপুকোটা ও বোরাগুহার মধ্যেই ৩৮টি টানেল। তা হলেই বুঝে দ্যাখ, এর প্রাকৃতিক অবস্থানটা কেমন।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে সেই সময় বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

বাবলু আড়চোখে একবার বিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "দ্যাখ তো, কে ? মনে হচ্ছে দীপাদি।"

বিলু দরজা খুলে বাইরে বেরোবার আগেই ভৌ-ভৌ করে ছুটে গেল পঞ্চু।

লাল রঙের একটি মারুতি গাড়ি থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বিলু পঞ্চুকে আশ্বস্ত করলে ভদ্রলোক বললেন, "এটা কি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি ?"

"হ্যাঁ, কাকে চাই ?"

"বাবলু আছে ?"

"ভেতরে আসুন।"

ভদ্রলোক ভেতরে এলে বাবলু ভদ্রলোককে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বলল, "ভবানীপুর থেকে হাওড়ার এই গলিতে ঠিকানা খুঁজে আসতে অসুবিধে হয়নি তো আপনার ? কোথা দিয়ে এলেন, দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে নিশ্চয়ই ?"

"আমি যে ভবানীপুর থেকে আসছি, তুমি কী করে জানলে ?"

"আপনি না এলে আজ বিকেলে আমরাই হয়তো যেতাম আপনাদের ওখানে।"

ভদ্রলোক একটা চিঠি বের করে বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, "খুকুমা এই চিঠিটা তোমাদের দিয়েছেন।"

"আপনি দয়ালবাবু তো ?"

"হ্যাঁ। তোমাকে এখনই একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "এখনই যাওয়া অসম্ভব ! বাড়িতে কেউ নেই। মা না আসা পর্যন্ত...।"

"গাড়িতেই যাবে-আসবে।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু গেলে তো আমি একা যাব না, আমরা সবাই যাব। ঘর দেখবে কে? বাড়ি একেবারে ফাঁকা রেখে কোথাও যাওয়া যায় না।" বলে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল বাবলু। চিঠিতে কয়েক ছত্রে যা লেখা ছিল তা হল এই: "স্নেহের বাবলু, আমার কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই? আমার খুব বিপদ। একবার যদি এই অসহায় দিদিটির পাশে এসে দাঁড়াও, তা হলে খুব উপকার হয়। পারলে দয়ালকাকার সঙ্গে এখনই চলে এসো। আমার বাবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটি দুর্ঘটনা নয়, খুন।"—ইতি দীপাদি।

বাবলু চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর দয়ালবাবুকে বলল, "আপনি দীপাদিদের বাড়িতে কতদিন আছেন?"

"তা ধরো না কেন, বছর দুই হল। এক গাড়ি দুর্ঘটনায় ওদের ড্রাইভার জগদীশ মারা যাওয়ার পর থেকেই আমি আছি।"

"জগদীশদা কি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, তখনই তো খুকুমাকে কিডন্যাপ করেছিল ওরা। তারপর ওখানকার বাড়ি বিক্রি করে পাকাপাকিভাবে চলে এল কলকাতায়।"

"এখন আপনিই ওঁদের ড্রাইভার?"

"শুধু তাই নয়, এখন আমি ওদের পরিবারেরও একজন বলতে পারো।"

বাবলু বলল, "আমরাও জানতাম না ব্যাপারটা। আজকেরই কাগজে সংবাদটা পড়ে আলোচনা করছিলাম। ওঁর ডেডবডির—।"

"সৎকার হয়ে গেছে। পরশুর ব্যাপার এটা। আজকের কাগজে বেরিয়েছে। আমরা তো আজই সকালের বিমানে এখানে এসেছি।"

"ও-বাড়ির ফোন নম্বরটা কত?"

দয়ালবাবু ফোন নম্বর দিলে বাবলু বলল, "আপনি যান। আমি দীপাদির সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিচ্ছি।"

দয়ালবাবু চলে গেলেন।

আর সেই মুহূর্তে বাবলু ফোন ধরার আগেই সশব্দে বেজে উঠল

www.boiRboi.blogspot.com

টেলিফোনটা। বাবলু রিসিভার তুলে হ্যালো করতেই বাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যালো বাবলু! শোন, আমি আজই রাত্রে বাড়ি ফিরছি। ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। আজকের কাগজটা দেখেছিস?"

"গিরিজাবাবুর খুন হওয়ার ব্যাপারটা তো?"

"হ্যাঁ, এই ব্যাপারে দীপা হয়তো তোদের সাহায্য চাইতে পারে। আমি না যাওয়া পর্যন্ত তোরা যেন কোনওরকম ঝুঁকি নিস না। তার কারণ ওই ভিক্টর মরগ্যান নামে লোকটি অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। আমার মুখে সব কথা শুনে তারপর যা হয় করবি।"

"কিন্তু বাবা...।"

"কোনও কিন্তু নয়, আমার যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

বাবলু ফোন রাখল।

বিলু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাচ্চু, বিচ্ছুকে নিয়ে মা এলেন। এসেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার! এমন থমথমে মুখ কেন? কিছু হয়নি তো?"

বাবলু বলল, "বাবা এইমাত্র ফোন করেছিলেন। আজ রাত্রেই উনি আসছেন।"

মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "সে কী! হঠাৎ অসময়ে যে? শরীর খারাপ হয়নি তো?"

"না না, সেসব কিছু নয়। তবে গিরিজাশঙ্করবাবু একটি পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ভাইজাগে। মনে হচ্ছে খুন। দীপাদিও একটু আগে দয়ালকাকা নামে একজনকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তুমি না থাকায় যেতে পারিনি।"

মা বললেন, "হায় কপাল! ঠাকুরবাড়ি থেকে পুজো দিয়ে এসে কী শুনছি? জয় মা ভবতারিণী, সবার মঙ্গল করো মা।"

বাবলু বলল, "তুমি মুখ-হাত ধুয়ে বিশ্রাম নাও। এই ব্যাপারে আমাদের হয়তো জড়িয়ে পড়তে হবে। তবে বাবা না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই করছি না।"

মা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বাচ্চু, বিচ্ছুর মুখে কথা নেই। ওরা চুপচাপ বসে পড়ল একপাশে।

বিলু বলল, "ভোম্বলকে তো একটা খবর দিতে হয় তা হলে ?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।" বলেই তাকাল পঞ্চুর দিকে, "পঞ্চু !"

পঞ্চু বলল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।" তারপরই উধাও।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

একটু পরেই পঞ্চুর সঙ্গে ঘরে ঢুকল ভোম্বল, "হঠাৎ এমন জরুরি তলব যে ? ব্যাপারটা কী ? কী হয়েছে বাবলু ?"

বিলু বলল, "হয়নি। হতে চলেছে।"

"তার মানে ?"

"ভাইজাগ।"

"ভাইজাগ এখানে আসে কোত্থেকে ? অবশ্য যদি আমাকে ভাই বলিস আর জেগে উঠতে বলিস, তা হলে আলাদা কথা। তবে আমরা তো জেগেই আছি। আবার নতুন করে জাগব কী ?"

"ভাই-জাগ নয়, ভাইজাগ। অর্থাৎ ভিজেগাপটম বা বিশাখাপত্তনম।"

"ওরে বাবা ! ও তো পোর্ট-এরিয়া। সেখানে আবার কোন রহস্য দানা বাঁধল ?"

বাবলু বলল, "ধীরে বন্ধু, ধীরে। এসেছিস, একটু বোস। চা-টা খা। তারপর মিত্তিরদের বাগানে চল, সব বলছি।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমরা তা হলে বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি ?"

"বেশি দেরি করিস না কিন্তু...।"

"না না। যাব আর আসব।"

মা তখন মুখ-হাত ধুয়ে এসে বাবলু, বিলু আর ভোম্বলকে ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন। একসময় পঞ্চু নিজের মনেই ডেকে উঠল একবার, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

মিত্তিরদের বাগানে নয়। আসর বসল বাচ্চু, বিচ্ছুদের ছাদে। তার কারণ ওদের মা আবার ওদের হাতে ঘরের দায়িত্ব দিয়ে কোথায় যেন গেছেন, পাশের বাড়ির বউদির সঙ্গে।

www.boiRboi.blogspot.com

বাচ্চু ফোনে সেই কথাটা বাবলুকে জানাতেই ওরা সবাই চলল বাচ্চু, বিচ্ছুদের বাড়ি।

ওদের ছাদটা এত বড় যে, সেখানে বসেও দিব্যি জটলা করা যায়। যদিও ওদের কাছে মিত্তিরদের বাগানের কোনও বিকল্প নেই, তবু এ জায়গাটাও মন্দ নয়। ওরা ছাদে উঠে সকলে গোল হয়ে বসলে মাঝখানে বসল পঞ্চু। বাচ্চু আর বিচ্ছু, দু'বোনে এক কেটলি গরম কফি আর নোনতা বিস্কুট কিছু নিয়ে এসে রাখল সেখানে।

বাবলু খেতে-খেতেই সব কথা খুলে বলল সকলকে।

ভোম্বল বলল, "এখন তা হলে আমাদের উচিত সর্বাগ্রে দীপাদির সঙ্গে একটু পরামর্শ করা।"

বিলু বলল, "না না, পরামর্শ নয়। পরামর্শ কেন করব ? দীপাদির কাছ থেকে এইটুকুই শুধু জানব, উনি এটাকে খুন বলে মনে করছেন কেন ? আর খুনের মোটিভই বা কী ?"

বিচ্ছু বলল, "শুধু উনি কেন ? ওখানকার পুলিশও তো তাই অনুমান করছে। সেইজন্যই তো ভিক্টর মরগ্যানকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।"

বাবলু বলল, "ঠিক। তাই জানতে হবে কেন উনি খুন হলেন ? কীভাবে হলেন ? শত্রুপক্ষের সঙ্গে ওঁর বিরোধের কারণটাই বা কী ? তা ছাড়া যে জায়গার পাট ছেড়ে ওঁরা চলে এসেছেন সেই জায়গায় গিরিজাশঙ্করবাবু আবার কী কারণে এবং কেন গিয়েছিলেন ? এ-সবই জিজ্ঞেস করব আমার বাবার সঙ্গে আলোচনার পর। বাবা কেন যে এত ভয় পেলেন, বা তিনি না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন, তা কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না !"

বিলু বলল, "মনে হয় উনি ভিক্টরের ব্যাপারেই আতঙ্কিত।"

"হয়তো তাই।"

বাচ্চু বলল, "বাবা ছাড়া দীপাদির সংসারে আছেনটা কে ?"

"কেউ না। মা মারা গেছেন সাত বছর আগে। এখন বাবাও গেলেন। দীপাদি এখন একা।"

"ওই দয়ালকাকা কি ওঁর পরিবারের কেউ ?"

"জানি না। তবে মনে হয় খুব বিশ্বাসী।"

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী (স্থাপিত-১৮৯৭)

"ভবানীপুরের বাড়িটা নিশ্চয়ই নিজেদের ?"

"অবশ্যই। কোটিপতি লোক ওঁরা। অগাধ সম্পত্তির মালিক।"

"আমরা কিন্তু দীপাদিকে দেখিওনি কখনও। তোমার মুখেই যা গল্প শুনেছি।"

"আমিও দেখেছি মাত্র দু' বার। একবার এক বিয়েবাড়িতে, আর-একবার উনি ওঁর বাবার সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। আসলে ওঁর বাবা গিরিজাশঙ্করবাবু আমার বাবা দুর্গাপুরে যে কোম্পানিতে চাকরি করেন, সেই কোম্পানির একজন অংশীদার ছিলেন। ফলে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ একটা ছিলই। সেই সূত্রেই আলাপ। উনি বেশ কয়েকবার ওঁর বাবার মারফত ওঁদের বাড়িতে যেতেও বলেছিলেন আমাকে, কিন্তু যাওয়া হয়নি।"

ভোম্বল বলল, "তা হঠাৎ করে এই দুঃসময়ে আমাদের কথাটাই বা মনে হল কেন ওঁর ?"

"আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ওঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও আমরা তো কারও অপরিচিত নই।"

"আমাদের কাছ থেকে উনি কী ধরনের সাহায্য আশা করেন ?"

"সেটা ওঁর সঙ্গে কথা না বলে তো জানা যাবে না। তবে এটা ঠিক, খুব শিগ্‌গির আমাদের একটা ভয়ঙ্কর অভিযানের জন্য তৈরি হতে হবে। কেননা, গিরিজাবাবুর মৃত্যুতেই কিন্তু এই ঘটনার যবনিকা নয়। নাটক জমবে এখন দীপাদিকে নিয়ে। ওরা যতই বোকা হোক, দীপাদির ওপর ছোবল বসাতে আমরা কিছুতেই দেব না। তার প্রধান কারণ দীপাদি আমাদের সাহায্যপ্রার্থী।"

বিলু বলল, "এখন শুধু তোর বাবার বাড়ি আসার অপেক্ষা !"

দেখতে-দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল। বাচ্চু, বিচ্ছু গেল শাঁখে ফুঁ দিতে। একটু পরে ওর মা ফিরে এলে ওরা সবাই চলে গেল যে যার ঘরে।

www.boiRboi.blogspot.com

॥ ২ ॥

সন্ধের পরই বাবলুর বাবা বাড়ি এলেন। তবে অন্যদিনের মতো অতটা হাসিমুখে নয়, একটু যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। আসবার সময় বর্ধমানে নেমে অনেক সীতাভোগ, মিহিদানাও নিয়ে এসেছেন বাড়ির জন্য।

বাবলুর মা বললেন, "হঠাৎ কী হল ? এমন করে চলে এলে যে ?"

"বাবলু কিছু বলেনি তোমাকে ?"

"বলেছে। তোমার সেই গিরিজাশঙ্করবাবু নাকি খুন হয়েছেন।"

"নাকি নয়, সত্যিই হয়েছেন। ওঁর মেয়ে দীপা হয়তো এই ব্যাপারে বাবলুদের সাহায্য চাইবে। তাই কয়েকটা বিষয়ে ওদের একটু সতর্ক করে দিতে চাই।"

"সেরকম কোনও ভয়ের ব্যাপার যদি থাকে, তা হলে আমার মতে সে-কাজের দায়িত্ব ওদের না নেওয়াই ভাল।"

"ভয়ের ব্যাপার অবশ্যই আছে। তবুও গিরিজাশঙ্কর আমাদের বন্ধু-লোক। যদিও তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, তবুও আমার একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তিনি। তাই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারছি না। তার ওপর মেয়েটা একা পড়ে গেল। ওর এই বিপদে আমাদের সবাইকেই ওর পাশে গিয়ে একটু দাঁড়াতে হবে তো !"

"তবে তোমরা বাপ-ছেলেতে যা ভাল বোঝো করো। আমি এসবের মধ্যে নেই।" বলে স্টোভে চায়ের জল বসিয়ে রাতের খাওয়ার আয়োজন করতে লাগলেন মা।

বাবলুর বাবা পোশাক বদলে অনেকক্ষণ ধরে পঞ্চুকে আদর করে চা খেতে-খেতে বাবলুকে কাছে বসিয়ে বললেন, "দ্যাখ বাবলু, একটা কথা বলে রাখি, এই যে গিরিজাবাবু খুন হলেন, মানুষ হিসেবে এঁর কিন্তু তুলনা নেই। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় উনি প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তবে কিনা ব্যবসায়ী লোক। অপরাধ জগতের লোকেদের সঙ্গে ওঠাবসা ওঁর অবশ্যই ছিল। আর সবসময়েই যে সৎ উপায়ে সব কিছু করেছেন, তা নয়, দু' নম্বরি ব্যাপারও কিছু ছিল বইকী তাঁর। তবে সেটা আমাদের

আলোচ্য বিষয় নয়। একসময় উনি আমাদের কোম্পানির একজন অংশীদারও ছিলেন। পরে ডিড অব এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে সেই অংশের মালিকানা উনি আমাকেই দেন। ওঁর অবদানেই আজ আমি এই কোম্পানির একজন ডিরেক্টর।"

বাবলু ঘাড় হেঁট করে সব শুনল।

বাবা বললেন, "আরও বলি শোন, ভাইজাগে যাওয়ার আগে উনি তোদের নামে লক্ষাধিক টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট ওঁর মেয়ের কাছে রেখে গেছেন।"

"কারণ ?"

"উনি জানতেন উনি খুন হবেন।"

"সে কী ! জেনেশুনেও উনি গেলেন ?"

"না গিয়ে উপায় ছিল না। একদিকে ভিক্টর মরগ্যান, অপরদিকে মাইক পান্থালু, এই উভয় শত্রুর গ্রাস থেকে ওঁর ব্যবসাকে পরিচালনা করতে উনি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন।"

"কিন্তু বাবা, ওঁর কি টাকার অভাব ছিল ? তা সত্ত্বেও কেন উনি অর্থের লোভে ঝুঁকি নিচ্ছিলেন নিজের জীবনের ? তা ছাড়া অত টাকা ওঁর খাবেটা কে ?"

"কেন ! মেয়েটা তো আছে। তা ছাড়া উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়লে মেয়েটাও তো তাঁর ব্যবসায়ের হাল ধরতে পারত !"

"দরকারটা কী ছিল ?"

"হয়তো কিছুই ছিল না। তবে কিনা একজনের সাজানো বাগানে অন্যে এসে ফুল ছিঁড়বে, এ কি কেউ সহ্য করতে পারে ? ভিক্টর মরগ্যান চেয়েছিল গিরিজাশঙ্করকে ব্ল্যাকমেল করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে, আর মাইক পান্থালু চেয়েছিল ভয় দেখিয়ে এবং হত্যার হুমকি দিয়ে ওঁর সব কিছু জবর দখল করতে। কিছুটা করেওছে।"

বাবলু বলল, "কী এমন সম্পত্তি, যার জন্য ওদের এত লোভ ?"

"ওঁর সম্পত্তি বলতে তো শুধু বাড়ি, গাড়ি আর ব্যাঙ্কের টাকা নয়।"

"তা হলে ?"

"ওঁর আসল প্রপার্টি হচ্ছে ওঁর বিজনেস। ভাইজাগের একটি

www.boiRboi.blogspot.com

বিলাসবহুল সিনেমা হলের মালিক উনি। জগদম্বার কাছে লোভনীয় একটি বাড়ি। বাড়ির নীচের দোকান থেকে যা আয় হয় তা ধারণারও বাইরে। এ ছাড়াও ওঁর মূল ব্যবসার প্রসঙ্গে বলি এবার। তার আগে বলি অন্ধ্রের এই সুবিস্তীর্ণ এলাকাটির কথা। তুই তো জানিস, ভিজেগাপটম থেকেই ভাইজাগ, ভাইজাগের আগে নাম ছিল ওয়ালটেয়ার। আসলে সবই এক। শহরের আপ-ল্যান্ডের নাম হচ্ছে ওয়ালটেয়ার আর লো-ল্যান্ডের নাম ভাইজাগ। বিশাখাপত্তনমের বিশাখ শব্দের অর্থ হল কার্ত্তিক। দক্ষিণ ভারতে পত্তনম হচ্ছে নগর। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের নামেই এই শহর। বহুকাল আগে অন্ধ্রের এক রাজা বারাণসী যাওয়ার পথে এইখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানে একটি বিশাখ বা কার্ত্তিকের মন্দিরও তৈরি করে দেন। অবশ্য সেই মন্দিরের অস্তিত্বও এখন আর নেই। কেননা সেটি এখন সমুদ্রের গর্ভে। যাই হোক, এই নগর একসময় কলিঙ্গরাজার অধিকারভুক্ত ছিল। তারপর বাহমনী বংশের দ্বিতীয় মহম্মদের রাজত্বের সময় মুসলমানদের অধিকারে আসে। তারও পরে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থানটি অধিগ্রহণ করেন। এই শহরের মাঝখান দিয়ে পূর্বঘাট পাহাড়ের লম্বা সারি দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের শেষপর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। এই পর্বতমালার পশ্চিম দিকটা জেপুরের অন্তর্গত। শহরের উত্তরপ্রান্তেও পাহাড়ের সারি। এটি হল নিমগিরি শৈলমালা। নিমগিরির সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটি হল পাঁচ হাজার ফিট। এই পর্বতমালার ঢালু জায়গা দিয়ে কয়েকটি ছোট-ছোট নদী সমুদ্রে মিশেছে। এবং কয়েকটি ইন্দ্রাবতী, শবীর, সিল্লর প্রভৃতি নদীর সঙ্গে মিশে মহানদী ও গোদাবরীতে বিলীন হয়েছে। মহানদীর প্রধানতম শাখা তেল নদীর জন্মই বিশাখাপত্তনম জেলায়। এইখানকার জঙ্গলে আশ্‌না, গুগগুল, আমলকি ও হরীতকীর ফলন খুব। ভাইজাগ বন্দর থেকে আমলকি ও হরীতকী রপ্তানির একজন বড় ব্যাপারি ছিলেন গিরিজাশঙ্করবাবু। তা ছাড়া হাতির দাঁতের কাজ, মোষের শিং-এর কাজ করা জিনিস বিক্রিরও দোকান ছিল তাঁর। শজারুর কাঁটার ছোটখাটো ব্যবহারোপযোগী জিনিসও বিক্রি করতেন। কোরাপুটের জঙ্গলের ইজারা নিয়ে দামি-দামি কাঠও রপ্তানি করতেন

বিভিন্ন অঞ্চলে। চন্দনকাঠের ব্যাপারিও ছিলেন তিনি। তবে তাঁর সবচেয়ে রমরমা লাভের ব্যবসা ছিল মাছের। ফিশারি হারবারে ওঁর দশ-বারোটা লঞ্চ বাঁধা থাকত সব সময়। ওঁর অধীনে বেশ কয়েকজন ধীবর সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত ছিল।"

"এখন তারা নেই?"

"মাইক পান্থালু তাদের ভয় দেখিয়ে বশ করে গিরিজাশঙ্করের প্রায় সবক'টি লঞ্চকেই অধিগ্রহণ করেছে।"

"এ তো অন্যায় কথা।"

"ন্যায়-অন্যায় জানি না। তবে এক দেশের লোক আর এক দেশে গিয়ে এইভাবে পয়সা লুটে বিত্তবান হলে সেখানকার লোভী দুষ্কৃতীদের চোখ টাটাবেই। গিরিজাশঙ্কর তাদেরই বলি হয়েছেন। অথচ এই ব্যবসাও ওঁর একদিনের নয়। ভিক্টর মরগ্যান এবং মাইক পান্থালুর আবির্ভাবের আগে ওখানে ব্যবসা করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি গিরিজাবাবুর। এখন এই দুই প্রতিপক্ষের ভয়ে কেনই-বা উনি ওঁর হক ছেড়ে চলে আসবেন? তবে দীপাকে কিডন্যাপ করার পর উনি অবশ্য মেয়ের মুখ চেয়ে তার নিরাপত্তার জন্য চলে আসেন কলকাতায়। কিন্তু ব্যবসার প্রয়োজনে ওঁকে তো যেতেই হত সেখানে। সম্প্রতি পান্থালু ওঁকে এই বলে শাসিয়েছিল যে, যদি উনি অবিলম্বে পোর্ট এরিয়া থেকে ওঁর ব্যবসার জাল না গোটান, তা হলে সে তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হবে।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারটা উনি কি ওখানকার পুলিশকে জানিয়েছিলেন?"

"বিলক্ষণ। তবে কিনা মাইক ও তার দলবল অপরাধ জগতের অন্ধকারে এমনভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে যে, পুলিশের রাতের ঘুম কেড়ে নেয় তারা। আর এই পান্থালু, একটা নৃশংস প্রকৃতির দুষ্কৃতী। এখনও পর্যন্ত ওর খুনের রেকর্ড ব্রেক করতে পারেনি কেউ।"

"বলেন কী!"

"লোকটা অতি নির্মম এবং নিষ্ঠুরভাবে নরহত্যা করে।"

বাবলু বলল, "তা করে করুক। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এই,

www.boiRboi.blogspot.com

গিরিজাশঙ্করবাবু মৃত্যু আসন্ন জেনেও মরবার আগে আমাদের নামে অত টাকা রেখে গেলেন কেন? আমরা তো ওই দূর দেশে গিয়ে ওঁর সম্পত্তি রক্ষা করতে পারব না!"

"তা ঠিক। তবে উনি চেয়েছিলেন তোরা ওই দুই মহাপাতককে তোদের বুদ্ধির ফাঁদে ফেলে যেভাবেই হোক যদি পুলিশের খপ্পরে ফেলতে পারিস! তবেই তাঁর আত্মার শান্তি।"

"এই শান্তিতে ওঁর লাভ?"

"মেয়েটা তখন নিরঙ্কুশভাবে ওঁর ব্যবসার দায়িত্ব নিতে পারবে।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এখন তা হলে আমাদের কী করা উচিত?"

মা এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা সব শুনছিলেন। বললেন, "এখন তোমাদের এইসব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমনো উচিত?"

বাবা বললেন, "কী যে বলব তোদের, কিছু তো ভেবে পাচ্ছি না! এমনিতে ভাইজাগ অত্যন্ত পিসফুল জায়গা। তোরা বেড়াতে যাওয়ার ছলে সেখানে গেলে কোনও কিছুই টের পাবি না। কিন্তু আলোর নীচেই তো অন্ধকার থাকে? ওইসব চক্রে পড়ে গেলেই বিপদ!"

"আমরা কালই সকালবেলা দীপাদিদের ওখানে যাচ্ছি। দীপাদিকে ফোন করলে নিশ্চয়ই উনি দয়ালবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

"নিশ্চয়ই দেবে। তোরা আগে দীপার সঙ্গে আলোচনা কর। তারপরে ঠিক কর কীভাবে কী করবি।"

বাবলু খাওয়ার আগে মুখ-হাত ধোওয়ার জন্য বাথরুমে ঢুকল।

পঞ্চুও শিরদাঁড়া টান করে গিয়ে বসল ওর জন্য পেতে রাখা নির্দিষ্ট আসনে।

বাবা এসেছেন বলে মা আজ সযত্নে অনেক কিছুই রান্না করেছেন। তার সঙ্গে বাবার নিয়ে আসা সীতাভোগ, মিহিদানা তো ছিলই।

ওদের খাওয়াদাওয়ার পাট যখন চুকল, রাত্রি তখন দশটা। রাত দশটা বাবলুর কাছে মোটেই বেশি রাত নয়, তবু আজ কেন কে জানে দু' চোখ

জুড়ে ঘুম নেমে আসতে লাগল। তাই পঞ্চুকে ঘরে ডেকে দরজায় খিল দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল বাবলু। শোওয়ামাত্রই ঘুম। এমন ঘুম যে, পরদিন সকালের আগে তা আর ভাঙল না।

যেহেতু ঘুম ভাঙল দেরিতে, তাই মর্নিং ওয়াকেও যাওয়া হল না। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এসে ফিরে গেছে কিনা কে জানে? ওদের বারবার বলে দেওয়া সত্ত্বেও বাবলু ঘুমোলে ওরা কেউ কিছুতেই ডাকে না বাবলুকে।

যাই হোক, বাবলু মুখ-হাত ধুয়ে এসে প্রথমেই ফোনে ডাকল সকলকে। তারপর ডায়াল ঘুরিয়ে দীপাদিকে। দীপাদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কে, বাবলু! কাল তুমি এলে না যে?"

বাবলু বলল, "আমি নয়, আমরা। তা ছাড়া দয়ালবাবুকে তো বলেই দিয়েছি বাড়িতে কেউ নেই। অতএব এই অবস্থায় যাওয়া আমাদের অসম্ভব।"

"আজ কি আসছ তোমরা?"

"অবশ্য। যদি দয়ালবাবুকে গাড়িটা দিয়ে একবার পাঠিয়ে দেন তো খুব ভাল হয়।"

"কখন পাঠাব, বলো?"

"পারলে এখনই।"

"জাস্ট এ মিনিট। দয়ালকাকা এখনই যাচ্ছেন। তোমরা তৈরি থেকো, কেমন?"

"আমরা সবাই তৈরি।"

ফোন রেখে বাবলু যখন চায়ে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছে, তখন এক-এক করে সবাই এল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই!

ওদের দেখে বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ভোরবেলা তোরা আমাকে ডাকিসনি কেন রে?"

বিলু বলল, "আজ আমরা মর্নিং ওয়াকে কেউই আসিনি।"

"কেন?"

www.boiRboi.blogspot.com

"আমরা জানতাম, এই ব্যাপারটা নিয়ে সারারাত ধরে তুই খুব বেশি মাথা ঘামাবি, ফলে ভোরে তোর ঘুম ভাঙবে না। তাই—"

"যদি ভাঙত?"

"তা হলে তুই নিজেই গিয়ে আমাদের ডাকতিস।"

বাবলু হেসে বলল, "তোরা খুব চালাক হয়ে গেছিস, না? যাক, এবার আসল কথায় আসি। দীপাদির এই কেসটা আমরা নিচ্ছি।"

"তোর বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছিস এ-ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ। দুষ্কৃতীদের সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণাও হয়ে গেছে আমার।"

"কীরকম?"

"সেটা পরে বলব। এখন দীপাদির মুখ থেকে কিছু শুনি। দয়ালবাবু এখনই হয়তো গাড়ি নিয়ে এসে পড়বেন। উনি এলেই আমরা ওঁর সঙ্গে চলে যাব। ফিরতে কিন্তু দেরি হবে। বাড়িতে বলে এসেছিস?"

"অবশ্যই।"

এমন সময় মা সকলের জন্য প্লেট-ভর্তি করে সীতাভোগ, মিহিদানা আর পাড়ার দোকানের গরম শিঙাড়া নিয়ে এসে খেতে দিলেন।

ভোম্বল তো দারুণ খুশি। সীতাভোগ আর মিহিদানা পেয়ে সে আনন্দের উল্লাসে এমন একটা হাঁক দিয়ে উঠল যে, পঞ্চুও গাঁক করে উঠল আচমকা তার পেটের পিলেটা চমকে যাওয়ায়। তারপর সে কী হাসি সকলের!

বাবলু যদিও একটু আগে চা খেয়েছিল, তবুও চা-পর্বটা আর-একবার হল।

বিলু বলল, "তোর বাবা কোথায় রে বাবলু?"

"উনি বাজারে গেছেন।"

বলতে-বলতেই এসে পড়লেন বাবা। সেইসঙ্গে দয়ালবাবুও হাজির হলেন গাড়ি নিয়ে।

বাবলু বাবার দিকে তাকাতেই বাবা বললেন, "আমি এখন যাচ্ছি না। তোরা যা। আমি গেলে তোদের গোয়েন্দাগিরির অসুবিধে হবে।"

বাবলু বলল, "মোটেই না। এখন তো আমরা গোয়েন্দাগিরি করছি না। শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করব।"

"সেইজন্যই তো যাব না আমি। দীপাকে বলিস পরে আমি সময়মতো দেখা করব।"

বাবলুরা আর দেরি না করে পঞ্চুকে নিয়ে রওনা হল দয়ালবাবুর সঙ্গে।

সত্যি, দ্বিতীয় হুগলি সেতুটা হওয়ার পর কী সুবিধেই যে হয়েছে! কত অল্প সময়ের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল ভবানীপুরে।

দীপাদিদের মস্ত বাড়ি। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, একমাত্র দীপাদি ছাড়া এই বাড়িতে থাকবার মতো আর কেউই নেই। ঠাকুর, কাজের লোক আর দয়ালবাবু আছেন অবশ্য। কিন্তু তাঁরা তো নিজের লোক নন।

দীপাদি বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওরা যেতেই সিঁড়ির কাছে এসে আদর করে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন ওদের। সেই দীপাদি, যাঁর মুখের দিকে একবার তাকালে মনে হয় বারবার তাকাই। এখন মনে হল সেই মুখে যেন বিষাদের ধূসর যবনিকা। তবুও দীপাদি মুখে হাসি এনে বললেন, "এসো ভাই, এসো, সবাই এসো। শুনেছ তো সব?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। খবরের কাগজ পড়েই যা জানবার জেনেছি। তা দীপাদি, ব্যাপারটা কী? ওঁকে সত্যিই কি খুন করা হয়েছে?"

দীপাদি ওদের ঘরের ভেতরে সোফায় বসিয়ে নিজেও একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে বসলেন। তারপর দু' হাতের বুড়ো আঙুলে কপালটা একটু টিপে ধরে বললেন, "খুন যে করা হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

"খুনি তো ধরাও পড়েছিল। কিন্তু...।"

"কার কথা বলছ তুমি? ভিক্টর মরগ্যান!"

"হ্যাঁ, সে তো এখন পলাতক।"

"ভিক্টর আমাদের পুরনো দুশমন। এখনও আমাদের ঘোর শত্রু সে। কিন্তু ভিক্টর আমার বাবাকে খুন করেনি।"

"তা হলে কে সেই খুনি? মাইক পাস্থালু?"

চমকে উঠলেন দীপাদি। বললেন, "ও নাম তুমি কী করে জানলে?"

www.boiRboi.blogspot.com

"বাবার মুখে শুনেছি। আপনাদের ব্যাপারে কিছু-কিছু উনি বলেওছেন আমাকে। আপনি কি মাইক পাস্থালুকেই সন্দেহ করছেন?"

"না। মাইকও নয়। সে আর-এক রহস্যময় শত্রু। তার নাম কেউ জানে না। তার চেহারা কেউ দ্যাখেনি। কী তার মোটিভ, তাও জানা নেই কারও। তবু সে আছে। সে থাকবে। কেউ কিছুই করতে পারবে না তার। তার জন্যই দরকার আমার তোমাকে। শুধু তোমাকে নয়, তোমাদের। একমাত্র তোমরা ছাড়া তার রহস্য কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।"

বিচ্ছু বলল, "তবু বলুন না, সে কে?"

"কী করে জানব? জানলে কি রহস্য আর রহস্য থাকত? সে হল ভাইজাগের আতঙ্ক। আরাকুর বিভীষিকা।"

"তার সঙ্গে আপনাদের কতদিনের শত্রুতা?"

"যাকে চোখেও দেখিনি কখনও, তার সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্কটা আসে কোত্থেকে?"

"তা হলে?"

"মাইক আর ভিক্টর, এরা দু'জনেই আমাদের চিরশত্রু। ওদের জন্যই আজ আমরা সুন্দরী বিশাখা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছি। ওরা দু'জনেই ভেতরে-ভেতরে দু'দিক থেকে আমাকে আর আমার বাবাকে খুন করবার মতলব এঁটেছিল। তাই আমরাও সতর্ক ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, বাবাকে প্রাণ দিতে হল এমন একজনের হাতে, যার নেশাই হল খুন করা।"

বাবলু বলল, "কোনও উদ্দেশ্য না নিয়েই?"

"হ্যাঁ।"

"এরকম আবার হয় নাকি?"

"তোমাদের এই কলকাতায় স্টোনম্যান কি তা হলে কল্পনা?"

এর উত্তরে কী যে বলবে বাবলু, কিছুই ভেবে পেল না। এই যে স্টোনম্যান কত নিরীহ ফুটপাথবাসীকে, পথচারীকে অমানুষিকভাবে হত্যা করল, তা ভাবলেও গা যেন শিউরে ওঠে। গিরিজাশঙ্করবাবুও কি তা হলে সেইরকম কারও হাতে খুন হলেন? বাবলু বলল, "এবার বুঝতে

পেরেছি দীপাদি আপনি কী বলতে চাইছেন।"

"পারাই স্বাভাবিক। তার কারণ তোমরা তো সাধারণ ছেলেমেয়ে নও।"

"এখন আপনি বলুন আমরা আপনার কোন কাজে লাগতে পারি ?"

ততক্ষণে অনেক ভাল-ভাল খাবার এসে গেছে ওদের জন্য।

দীপাদি বললেন, "আগে খেয়ে নাও, পরে কথা। অনেক বেলা হয়েছে। অতদূর থেকে এসেছ তোমরা !"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোনও কথা না বলে বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেল।

অত খাবার পেয়ে পঞ্চু তো দারুণ খুশি। কী যে করবে, কোনটা যে আগে খাবে, কিছুই ঠিক করতে পারল না সে।

দীপাদি বললেন, "শোনো বাবলু! আমার বাবা তাঁর ব্যবসায়ের মাধ্যমে কোটি-কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। তাই আজ আমি কিছুমাত্র না করেও কয়েক কোটি টাকার মালিক। এই যে দেখছ এই বিশাল প্রাসাদ, এখানে থাকবার মতো কেউ নেই। এত যে আমার টাকা, তা সারাজীবন ভোগ করেও শেষ করতে পারব না। তবুও কেউ আমাদের ব্ল্যাকমেল করে বা ঠকিয়ে সব কিছু যে মেরে নেবে, তাও তো হতে দেওয়া যায় না ! তাই আমার সর্বশক্তি দিয়ে ওদের গলার টুঁটি আমি টিপে ধরতে চাই।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে আমরা সবসময়ই আপনার পাশে আছি দীপাদি।"

"থ্যাঙ্কস। প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে-দিয়ে ওরা আমাদের কই মাছের মতো জিইয়ে রেখেছিল এতদিন। কিন্তু ঘটনা হল, না পেরেছে ওরা আমাদের প্রাণে মারতে, না পেরেছি আমরা ওদের কিছু করতে। তবে একবার ওরা আমাকে বাগে পেয়েছিল।"

"কীরকম ?"

"কোনও এক ছুটির দিনে একবার আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে 'বোরা কেভ্‌স' দেখব বলে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। তখন আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন জগদীশদা নামে একজন। তা

www.boiRboi.blogspot.com

ভিক্টরের লোকেরা কীভাবে যেন খবর পেয়ে নির্জন পার্বত্য পথে আমাদের গতিরোধ করে রিভলভার দেখিয়ে সবাইকে নামিয়ে নিল গাড়ি থেকে। তারপর আমাদের গাড়িটাকে গায়ের জোরে ড্রাইভারসুদ্ধু ফেলে দিল পাহাড় থেকে। জগদীশদা মারা গেলেন। ওরা আমাদের সবাইকে মুখ-হাত বেঁধে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গেল। আমার সেই বান্ধবীরা আজও নিখোঁজ। ওরা আমাকে অন্য একটি গুহায় নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে ট্রাস্টি হ্যান্ডওভার করার কিছু কোর্টের কাগজপত্তরে সই করতে বলল। কিন্তু আমি সই করা তো দূরের কথা, উলটে দলা পাকিয়ে ফেলে দিলাম কাগজগুলো। ওরা তখন আমাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করল। সৌভাগ্যক্রমে সেইসময় একজন ফরেস্ট গার্ডের তৎপরতায় পুলিশ এসে উদ্ধার করে আমাকে।"

বাবলু বলল, "ওরা যে ভিক্টর মরগ্যানেরই লোক, তা আপনি কী করে জানলেন ?"

"ভিক্টরের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। তা ছাড়া ওর কণ্ঠস্বর আমি চিনতাম। তবে আমি যে ওকে চিনতে পেরেছি সে-কথা কিন্তু একবারও সেখানে প্রকাশ করিনি।"

"খুব ভাল করেছেন। ইউ আর সো লাকি দীপাদি, না হলে ওইরকম অবস্থায় আপনার পক্ষে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল। আপনার দৃঢ়তা আপনার সম্পত্তি রক্ষা করেছে এবং আপনার ভাগ্য রক্ষা করেছে আপনাকে।"

"এর পরই বাবা আমাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে আমরা খুবই শান্তিতে ছিলাম, তবুও আমার মন বসাতে পারিনি এখানকার পরিবেশে।"

বাবলু বলল, "কেন ? এত শান্তির জায়গাতেও মন বসাতে পারলেন না কী কারণে ?"

"শান্তির জায়গা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাহাড় ও সমুদ্রে ঘেরা বিশাখার সেই রমণীয় সৌন্দর্য এখানে কোথায় ?"

বিলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। আপনারা এখানে কতদিন আছেন ?"

"কলকাতা আমার জন্মভূমি। মাঝে কয়েক বছরের জন্য ভাইজাগে

গিয়েছিলাম, আবার ফিরে এলাম। যাই হোক, তোমাদের এখানে ডাকিয়ে আনার মধ্যে আমার একটাই উদ্দেশ্য, তোমরা আমার বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করো। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান তোমরা করেছ, এখন চিনিয়ে দাও কে সেই কালো রাতের আগন্তুক ? কার নিষ্ঠুরতার বলি হলেন আমার বাবা ? কার আক্রমণে প্রাণ হারাচ্ছে অসহায় অনেক মানুষ ?"

বাবলু বলল, "আমরা পারবই— এমন কথা বলছি না। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা।"

"পারতে তোমাদের হবেই।"

"কিন্তু দীপাদি, আমাদের ক্ষমতা যে সীমিত।"

"তা হোক, তবু তোমরা তোমরাই।"

বিলু বলল, "বেশ। এটার ব্যাপারে তো আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু ওই ভিক্টর মরগ্যান আর মাইক পান্থালুর কী হবে ?"

"ভিক্টর আর মাইকের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। এবং সে-ব্যাপারেও হয়তো তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমার।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "আমরা সবসময়ই আপনার পাশে থাকব দীপাদি।"

বাবলু বলল, "আপনি কীভাবে কী করবেন ?"

দীপাদি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "সামনে পেলে ওদের আমি চিবিয়ে খাব। তাই আমার সর্বশক্তি দিয়ে ওদের টুঁটি আমি টিপে ধরতে চাই।"

"এই ব্যবস্থাটা আগে করেননি কেন ?"

"ভুল করেছি। এখন আমি নিজে হাতে গুলি করে মারব ওদের। আমার রিভলভার আছে। লাইসেন্সও আছে।"

বাবলু বলল, "থাকলেও কি নিজের ইচ্ছেয় কিছু করা যায় ?"

"কেন যাবে না ? আত্মরক্ষার জন্যও তো ওটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর সেইজন্যই তো ওটাকে রাখা। তা ছাড়া ওই ধরনের দুষ্কৃতীকে ঘায়েল করতে পারলে জেল-জরিমানা দূরের কথা, সরকারের কাছ থেকে ইনামও মিলবে।"

বাবলু সহাস্যে বলল, "বলেন কী !"

www.boiRboi.blogspot.com

"তোমরা জানো মাইক পান্থালুর মাথার দাম কত ?"

"কত ?"

"এক লক্ষ টাকা। যে-কেউ জীবিত অথবা মৃত পান্থালুর সন্ধান দিতে পারবে, অন্ধ্র পুলিশ তাকেই এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে।"

"এইরকম ঘোষণার কথা জানতাম না তো! ঘোষণাটা কতদিন হয়েছে ?"

"তা ধরো না কেন, বছর দুই।"

বাবলু দূরের দিকে তাকিয়ে একটু উদাসভাবে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "এইবার আসল কথায় আসা যাক। আচ্ছা দীপাদি, আপনার বাবা খুন হয়েছেন এইরকম ধারণাটা আপনার হল কেন ? উনি তো দুর্ঘটনাতেও প্রাণ হারিয়ে থাকতে পারেন ?"

"এই কথাটা কিন্তু তুমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলে আমাকে। যাই হোক, তবু শোনো—ওঁর ডেডবডি আমি দেখেছিলাম। তাতেই বুঝেছিলাম ওঁকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। লোহার রড জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল মাথায়। মুখ একেবারে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও তাই বলছে। তারপর যে-কোনও উপায়েই হোক, ওঁর মরদেহ রাস্তায় ফেলে তার ওপর দিয়ে...। আর বলতে পারছি না ভাই। বাবা...।"

"থাক। আর বলতে হবে না। এতেই বুঝে নিয়েছি যা বোঝার। আমরা তা হলে কাজ শুরু করব কবে থেকে ?"

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।" বলে দীপাদি কী যেন মনে পড়ায় পাশের ঘরে চলে গেলেন। তারপর একটি সিলকরা খাম নিয়ে এসে বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, "এতে কী আছে জানো ?"

"আপনার বাবার দেওয়া প্রীতি উপহার। অনেক টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট। তাই না ?"

বিস্মিত দীপাদি বললেন, "স্ট্রেঞ্জ ! এটা তো তোমাদের জানবার কথা নয়।"

"স্বাভাবিক। তবে কিনা আমরা জেনেছি। সম্ভবত আপনার বাবা ভাইজাগে যাওয়ার আগে আমার বাবাকে ফোনে কিংবা দেখা করে

জানিয়েছিলেন এই টাকার কথাটা। তিনি হয়তো তাঁর এবারের যাত্রায় নিজের জীবনহানির আশঙ্কা করেছিলেন। তাই এই ব্যবস্থাটা করে গিয়েছিলেন এইজন্য যে, যদি তিনি মারা যান তা হলে আমরা যেন তাঁর আততায়ীকে খুঁজে বের করি এবং তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিই।"

"হবে। সেইজন্যই হয়তো আমাকেও বলে গিয়েছিলেন তাঁর কোনওরকম ক্ষতি হলে আমি যেন তোমাদের শরণ নিই। উনি বারবার বলে গেছেন তোমাদের কথা। তোমরা অসামান্য বাবলু। তোমাদের মধ্যে একটা অন্য ধরনের শক্তি আছে। তাই বলি কী, তোমরা এগিয়ে এসো। আমার বাবার দেওয়া এই সামান্য উপহারটা তোমরা আলাদা রেখে দাও। আমি তোমাদের সবরকম খরচখরচা বহন করব। তোমরা তৈরি থেকো, তোমাদের যাওয়ার টিকিট, থাকার ব্যবস্থা সব কিছু ঠিক করে আমি নিজে যাব তোমাদের বাড়ি।"

বাবলু বলল, "আপনি কেন? দয়ালবাবুকেই পাঠাবেন। তা ছাড়া আপনি নিজেও কিন্তু খুব একটা নিরাপদ নন।"

"কেন?"

"যে-কোনও মুহূর্তে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে। আপনি ওদের চোরাগোপ্তা আক্রমণের ভয় করছেন না?"

"না। তার কারণ এই জায়গাটার নাম কলকাতা। আমার জন্মভূমি, আমার স্বদেশ। আমার—।"

"ওরা কিন্তু দুর্বৃত্ত। এমনও হতে পারে, ওরা হয়তো এই শহরেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে।"

"ওদের অত সাহস হবে না বাবলু যে, ভাইজাগ থেকে উড়ে এসে কলকাতায় আশ্রয় নেবে বা আমার কোনও ক্ষতি করবে।"

"না করলেই ভাল। ঠিক আছে, আমরা তা হলে আসি? আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, কেমন?"

"আচ্ছা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল। দয়ালবাবু ওদের গাড়ি করেই পৌঁছে দিয়ে এলেন যার যার বাড়িতে।

www.boiRboi.blogspot.com

॥ ৩ ॥

আবার অভিযান। কিন্তু এবারের এই অভিযানের একটা অন্যরকমের প্রস্তুতি আছে। কেননা রহস্য এখানে ত্রিমুখী। দু'জন অপরাধী চিহ্নিত। একজন ধোঁয়াশার অন্তরালে।

বিকেলবেলা মিত্তিরদের বাগানে পাণ্ডব গোয়েন্দারা জোর আলোচনায় বসল তাই। পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু অনেক আগেই এসেছিল, তারপর এক-এক করে এল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সকলেই।

নভেম্বরের বিকেল। চারদিক বেশ ঝলমল করছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে পিক-পিক-পিক। কত রঙিন প্রজাপতি উড়ছে চারদিকে। এখন সেরকম গরমও নেই, ঠাণ্ডাও না। কোথাও যাওয়ার পক্ষে সময়টা কিন্তু খুব ভাল। বিশেষ করে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানের উপযুক্ত সময় এটাই।

বাচ্চু, বিচ্ছুর বাবা নিউ মার্কেট থেকে মিষ্টি চানাচুর এনেছিলেন। তাই খেতে-খেতেই শুরু হল আলোচনা।

বাবলু বলল, "যাওয়ার ব্যাপারে তা হলে কারও কোনও অসুবিধে নেই তো?"

সবাই একবাক্যে বলল, "না।"

বাবলু বলল, "তবুও পঞ্চুবাবুর মতামতটা একবার জানা দরকার, পঞ্চু!"

পঞ্চু মুখ উঁচু করে ডেকে উঠল, "ভৌ-উ-উ-ভুক।"

মানুষের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, 'আমি তো যাব বলেই বসে আছি। কী যে বলো তোমরা!'

বাবলু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "তোর ভরসাতেই কিন্তু যাওয়া।"

পঞ্চু আরও আদরে গলে পড়ল যেন। বাবলুর কোলের কাছে গড়াগড়ি খেয়ে শিরদাঁড়াটা একটু টান করে আড়ামোড়া ভেঙেই ঢুকে গেল বাগানের গভীরে। কেননা এটাও ওর রোজকারের অভ্যাস এবং আসল কাজ।

বিলু বলল, "ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টটা জমা দিয়েছিস বাবলু?"

"এসেই সঙ্গে-সঙ্গে।"

বিচ্ছু বলল, "আমাদের এখন অনেক টাকা হয়ে গেল, তাই না বাবলুদা ?"

"এর জন্য আমাদের যাঁরা অনুদান দিয়েছেন তাঁদের কাছেও যেমন ঋণী আমরা, তেমনই ঋণী সরকারের কাছেও।"

ভোম্বল বলল, "সরকারের কাছে কেন ?"

"বা রে ! স্বল্প সঞ্চয়ের ব্যবস্থাটা যদি না থাকত তা হলে কি পোস্ট অফিসে টাকা রেখে মাত্র পাঁচ সাড়ে-পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের টাকাগুলো ডবল করে নিতে পারতাম ? আমাদের সাধ্যও ছিল না লেখাপড়া আর কাজকর্ম ফেলে রেখে টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ানোর। এখন এই টাকাগুলোরও বেশিরভাগটা যদি পোস্ট অফিসে কিষাণ বিকাশ অথবা জাতীয় সঞ্চয়ে রাখি, তা হলে এও পাঁচ-ছ' বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "কী মজা, না ?"

"নিশ্চয়ই। আমাদের অভিযানে এত টাকার অনুদান এই প্রথম পেলাম আমরা। একে সযত্নে রক্ষা করতেই হবে। আর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা যে কাজের দায়িত্ব হাতে নিয়েছি সেই কাজে সফল হতে পারি।"

বাচ্চু এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করে সকলের কথা শুনছিল একমনে। এবার বলল, "টাকা-পয়সার আলোচনা থাক। এখন আমরা কীভাবে কী করব সেই আলোচনাই করো।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। সেই আলোচনাই হোক এবার। কেননা হাতে আমাদের সময় খুব অল্প। কখন যে দয়ালবাবু আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে এসে খবর দেন, তা কে জানে ?"

বিলু বলল, "এই ব্যাপারে তুই কি কোনও ভাবনাচিন্তা করেছিস ?"

"না। সময় পাইনি। আসলে ব্যাপারটা বুঝে উঠতেই তো সময় লাগল অনেক।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তেই পৌঁছসনি, বল ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"একেবারে নাই-বা বলি কী করে ? আবার হ্যাঁ-ও বলতে পারি না। রহস্যটা ভারী জটিল।"

বিলু বলল, "কীরকম ?"

"প্রথমত, ভিক্টর মরগ্যান আর মাইক পান্থালু দু'জনেই গিরিজাশঙ্করের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ব্যবসা ও সম্পত্তির অবৈধ দাবিদার। ভাইজাগের এই দুই কুখ্যাত মস্তানই চায় গিরিজাশঙ্করের অপসারণ এবং তাঁর প্রপার্টিতে হস্তক্ষেপ। পুলিশ রিপোর্টে ভিক্টরকে সন্দেহজনক বলা হয়েছে। পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেছে বারবার। ছেড়েও দিয়েছে। কিন্তু এই মাইক পান্থালু ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

বিলু বলল, "পুলিশ ভিক্টরকে ধরে। তার বিরুদ্ধে আনা কোনও অভিযোগই প্রমাণ করতে পারে না। তাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মাইককে ধরতে পারে না কেন ?"

"মাইক হচ্ছে ফাঁকা মাঠের বেড়াল। অথবা পুলিশের একাংশের সঙ্গে তার এমনই একটা আঁতাত আছে যে, তাকে ধরা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।"

"এই ঘটনায় দেখা যাচ্ছে পুলিশ ভিক্টরকে ধরার পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে ভিক্টরই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি ভিক্টরকেই প্রকৃত অপরাধী বলে মনে করতে পারি না ?"

"অবশ্যই। কিন্তু দেখতে হবে ভিক্টর বা তার দলের লোকেরা যদি এই কাজ করে থাকে, তা হলে তারা খুনের জন্য অতটা ঝুঁকি নিতে যাবে কেন ? গিরিজাবাবুর জন্য ওদের পিস্তলের একটি বুলেটই তো যথেষ্ট ছিল।"

"তা হয়তো ছিল। কিন্তু খুনটা যে ওদের হাতে না হয়ে অন্য কারও হাতে হয়েছে এটা প্রমাণ করবার জন্যই হয়তো এই কৌশল নিয়েছে।"

বাবলু হেসে বলল, "এত সহজে এর সমাধান হবে না বিলু। ভাইজাগের আতঙ্ক তার উদ্দেশ্যহীন হত্যালীলা কতদিন চালাচ্ছে ?"

"দীপাদির কথামতো বছর দুই।"

"আর অন্ধ্র পুলিশ মাইকের মাথার দাম এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে

কতদিন ?"

"সেও তো দু'বছর।"

"তা হলেই বুঝতে পারছিস কেসটা কীরকম ঘোলাটে ? আসলে এই ধরনের মোটিভবিহীন হত্যালীলা তখনই ঘটতে থাকে, যখন ভয়ঙ্কর রকমের অপরাধীরা ক্রমশ সন্দেহের জালে জড়িয়ে পড়ে তখনই। অর্থাৎ এইভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পুলিশের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে সরকারকে। আর সেই সুযোগে গা-ঢাকা দেয় নিজেরা।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে কি তুই বলতে চাস ভাইজাগের আতঙ্ক পাম্বালুই ?"

"এখনই জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে এটা হচ্ছে আমার অনুমান। তৃতীয় কেউও থাকতে পারে ভেতরে।" এই বলে বাবলু কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে বলল, "শুধু একটা কথাই দীপাদিকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম আমি।"

বিলু বলল, "কী কথা ?"

"গিরিজাশঙ্করবাবু ঠিক কীরকম সময়ে খুন হন ? এবং তাঁর মৃতদেহ শনাক্ত করেছিল কে ?"

"হ্যাঁ। এই প্রশ্নটা তো আমাদের করা হয়নি !"

বাবলু বলল, "এ ছাড়াও আমার মনে এবার অন্য একটা সন্দেহ জাগছে।"

বিলু বলল, "কীরকম !"

"সেটা এখনই বলব না।"

বিলু জানে বাবলু নিজে থেকে কিছু বলতে না চাইলে তাকে যদি জোর করা হয় তা হলে সে ভীষণ রেগে যায়। তাই কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল।

এমন সময় পঞ্চু ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে বনের ভেতর থেকে একটা বেজির পেছনে এমনভাবে ধাওয়া করে এল যে, পঞ্চুকে সামাল দিতে হইহই করে ছুটল সকলে। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাই আর বেশিক্ষণ বাগানে না থেকে বাড়ি ফিরে এল। ওদের সকলেরই

www.boiRboi.blogspot.com

মনে এবারের অভিযান নিয়ে দারুণ একটা উত্তেজনা। ওরা কি সত্যিই পারবে এই রহস্যের জাল ছিন্ন করতে ?

সে-রাতে বাবলু অনেকক্ষণ ধরে এইসব ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করল। কত বই পড়ল ভাইজাগের ওপর। গাইড বুক খুলে রোডম্যাপটা বের করে পথঘাটগুলো চিনে নিল। আর মনে-মনে ঠিক করল দীপাদি ওদের যাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি দেরি করলে ওরা নিজেরাই চলে যাবে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে বাবলু যখন পঞ্চুকে নিয়ে মর্নিংওয়াকে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তেমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার উঠিয়ে 'হ্যালো' করতেই ওর কানে এল খকখক করে দম আটকানো একটা কাশির আওয়াজ।

বাবলু বলল, "হ্যালো ! কে বলছেন ?"

আবার কাশি। কাশি থামলে উত্তর এল, "হ্যালো বাবলু ! থানা থেকে বলছি। তোমাদের বাগানে একটা খুন হয়েছে। তোমরা এখনই চলে এসো।"

বাবলু রিসিভার নামিয়ে রাখলে বাবা-মা দু'জনেই জিজ্ঞেস করলেন, "কার ফোন রে ? কী ব্যাপার !"

"খুন।"

"খুন ! কোথায় ?"

"আমাদের বাগানে। এইমাত্র থানা থেকে জানাল আমাকে। আমি এখনই যাচ্ছি। ওরা সব এসে পড়লে ওদের বাগানেই যেতে বোলো।"

বাবলু একটুও দেরি না করে পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল বাগানের দিকে।

পঞ্চুর আগ্রহ তো ওর থেকেও বেশি। তাই পথে নেমে বাবলুর আগেই বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল বাগানের দিকে।

বাবলুর মনে দারুণ দুশ্চিন্তা। কে খুন হল ? কেন হল ? ওরা যখন বিরাট একটা দায়িত্বের ঝুঁকি নিয়ে এক দেশে যাবে ঠিক করছে, ঠিক তখনই হঠাৎ করে এ আবার কী ঝামেলা ?

বাবলু আর পঞ্চু চলে যাওয়ার পরই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু এসে

হাজির হল বাবলুদের বাড়িতে।

বিলু জিজ্ঞেস করল, "উঠেছে ?"

বাবলুর বাবা তখন দুর্গাপুর যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। বললেন, "উঠেছে। এইমাত্র থানা থেকে ফোন এল তোমাদের বাগানে নাকি একটা খুন হয়েছে।"

"সে কী !"

"ও সেখানেই গেছে। তোমাদেরকেও যেতে বলেছে। গিয়ে দ্যাখো কার আবার কী হল !"

বাবার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চুকে ফিরে আসতে দেখা গেল। সে কী দারুণ হাঁকডাক পঞ্চুর ! ওদের সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে যেন ছটফট করছে। ব্যাপার কী ? কী এমন হল পঞ্চুর ? কেন এই উত্তেজনা ?

ওরা সবাই তখন ছুটল পঞ্চুর সঙ্গে। নির্ঘাত সিরিয়াস ব্যাপার কিছু। ভয়ানক কিছু নিশ্চয়ই সে দেখেছে। না হলে তো এরকম করবে না ! কিন্তু বাগানে গিয়ে দেখল কোথায় কে ? কোথায় কী ? কেউই নেই সেখানে। না পুলিশ, না বাবলু।

বিলু এবার শিরদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, "বুঝেছি কী ব্যাপার ! আয় তো সবাই।"

ওরা সবাই আবার এসে হাজির হল বাবলুদের বাড়িতে। বাবলুর বাবা বেরোতে যাচ্ছিলেন। বললেন, "কী খবর ?"

"খবর ভাল নয়।"

মা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ? কী হল ?"

"মনে হচ্ছে টেলিফোনটা ফল্‌স। খুন-টুন কিছু নয়। বাবলুকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।"

বাবলুর বাবার হাত থেকে অ্যাটাচিটা খসে পড়ল। বললেন, "সে কী !"

মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "কারা ! কারা নিয়ে গেল আমার বাবলুকে ?" বলেই বাবাকে বললেন, "তুমি আজ দুর্গাপুরে যেয়ো না। থানায় খবর দাও। খুঁজে বের করো ছেলেটাকে।"

www.boiRboi.blogspot.com

বাবলুর বাবা অ্যাটাচিটা ঘরে রেখে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে সকলকে নিয়ে থানায় গেলেন।

বড়বাবু ডিউটি শেষ করে মেজোবাবুর হাতে দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নিচ্ছিলেন। ওদের দেখেই বললেন, "ব্যাপার কী ! এত সকালে ?" তারপর বাবলুর বাবাকে বললেন, "আপনার আবার কী হল ?"

"একটু আগে এখান থেকে বাবলুকে কি কোনও ফোন করা হয়েছিল ?"

"কই, না তো ! কেন ?"

বাবলুর বাবা তখন সব কথা খুলে বললেন বড়বাবুকে।

বড়বাবু বললেন, "সর্বনাশ ! এরকম তো হওয়ার কথা নয় ! তা ছাড়া বাবলু তো আমাদের গলা চেনে। ওর ভুল হয় কী করে ?"

"আসলে ভোরের বেলা তো, সবে ঘুম থেকে উঠেছে। তারপরই এই টেলিফোন। ব্যাপারটা এমনই আচমকা ঘটে গেছে যে, ও কোনও কিছু ভেবে দেখবার সময় পায়নি। তা ছাড়া অন্য একটা ব্যাপারে কাল থেকে ও খুব মাথা ঘামাচ্ছে বলেই এই অসাবধানতা।"

বড়বাবু চোখ বুজে একবার একটু কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "পঞ্চু কোথায় ছিল ?"

বাবা বললেন, "সঙ্গেই ছিল।"

"তা হলে ? পঞ্চুর সামনে থেকে বাবলুকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া বড় কম কথা নয়।"

বিচ্ছু কথা বলল এবার। বলল, "পঞ্চুর যে একটা খারাপ অভ্যাস আছে। সব কিছু আগ বাড়িয়ে আগে দেখতে যায় ও। নিশ্চয়ই সেইরকম কিছু হয়েছিল, সেই সুযোগে ওরা নিয়ে গেছে বাবলুদাকে।"

পঞ্চু তখন এমন একটা গলা করে কেঁদে উঠল যে, সেই কান্না শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে।

বড়বাবু বললেন, "সঙ্গে পিস্তলটা ছিল না ?"

"বোধ হয়, না।"

"চলুন তা হলে, একটু বাগানের দিকেই যাই।"

পুলিশের গাড়িতেই সবাই চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে। কী

এমন হল ? কোন চক্রে জড়াল যে, কিডন্যাপ করতে হল বাবলুকে ? এই সুন্দর সকালে বিষয়টা এমনই ঘোরালো যে, ভেবেও কূল পেল না কেউ।

ওরা যখন বাগানের কাছাকাছি এসেছে তখনই হঠাৎ কী যেন দেখে চলন্ত জিপের ভেতর থেকেই রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামল পঞ্চু।

জিপও ব্রেক কষল।

পঞ্চু নর্দমার ধার থেকে একটা ভাঙা টর্চ মুখে করে নিয়ে এসে পুলিশের হাতে দিল। টর্চ হাতে নিয়ে পুলিশের লোকেরা এদিক-সেদিক তাকাতেই এক জায়গায় একটু চাপ রক্ত দেখতে পেল। তবে তা সামান্য।

বড়বাবু টর্চটা ওদের দেখিয়ে বললেন, "এটা কার ?"

বিলু দেখেই বলল, "এটা তো বাবলুর টর্চ।"

"তার মানে এটা দিয়ে শত্রুপক্ষকে আঘাত করেছিল বাবলু। তাই গুঁড়িয়ে গেছে টর্চের কাচটা।"

"কিন্তু এই রক্ত !"

"হয়তো ওদেরই কারও।"

বাবলুর বাবা বললেন, "আঘাতটা বাবলুরও হতে পারে। ওরা যে কীভাবে নিয়ে গেল ছেলেটাকে, তা কে জানে ?"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় ওরা মোটরবাইক নিয়ে এসেছিল। একটা নয়, দু-তিনটে।"

বিলু বলল, "কী করে বুঝলি ?"

"এই দ্যাখ কীরকম সব চাকার দাগ।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদার কাছে পিস্তলটা নিশ্চয়ই ছিল না। থাকলে ওদের সাধ্য ছিল না বাবলুদার কিছু করে।"

একজন কনস্টেবল বলল, "পেছন থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লে পিস্তল থাকলেই বা কী ?"

বাবলুর বাবা বললেন, "এরকম বিপদ তো বাবলুর কখনও হয়নি !"

বিলু বলল, "আপনার মনে নেই। অনেকবার হয়েছে। সেই সেবার জলায় অগ্নিদানবের কবলে পড়ার ঘটনাটা ভুলে গেলেন ? তা ছাড়া

www.boiRboi.blogspot.com

বাইরে বেরিয়ে যে এরকম বিপদে কতবার পড়েছি আমরা তার ঠিক নেই। সব কথা আপনাকে বলা হয়নি।"

ভোম্বল বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও যেখানেই থাকুক, ওকে আমরা খুঁজে বের করবই।"

পুলিশের গাড়ি আর মিত্তিরদের বাগানে ঢুকল না। এইখান থেকেই বিদায় নিল। বাবলুর বাবাও গেলেন পুলিশের সঙ্গে। একটা ডায়েরি তো লেখাতে হবে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু কিন্তু ফিরে এল না। ওরা সবাই ঢুকল বাগানের ভেতর। পঞ্চুও গেল সঙ্গে। গিয়ে কী দেখল ? ওরা দেখল ওদের সেই ভাঙা বাড়ির মেঝেয় জোড়া-জোড়া বুটের ছাপ। ইতস্তত ছড়ানো কিছু আধপোড়া সিগারেট। আর ? আর এমনই একটা জিনিস, যেটা সবার অলক্ষ্যে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল বিলু।

ওরা আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্য তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল চারদিক। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও কিছুই পেল না। তা হলে বোঝাই যাচ্ছে বাবলুকে কিডন্যাপ করবার জন্য ওরা খুব ভালরকমই প্রস্তুতি নিয়েছিল। সারারাত এখানে জল্পনা-কল্পনা করে ঠিক ভোরবেলায় কাজটা হাসিল করেছে ওরা। তার মানে ওরা জানত বাবলু কখন কী করে না করে। ওর গতিবিধির ওপর ভালই নজর রেখেছিল ওরা। পরিকল্পিত এই হরণের আগে ওদেরই কেউ পাবলিক কল থেকে ফল্‌স টেলিফোনও করেছে। তারপরই কাঁধে ফেলে নিয়ে গেছে ওকে। কিন্তু কেন ? কী ওদের উদ্দেশ্য ? ওরা কারা ? বাবলুকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনও রহস্য থাকতে পারে ওদের ? ওকে তো ওরা মেরেও ফেলতে পারত ! তার বদলে কিডন্যাপ করল কেন ? বাবলুর মতো একটি ছেলেকে গুম করতে গেলে কতখানি বুকের পাটার দরকার তা কি ওরা জানত না ? নিশ্চয়ই জানত। এবং এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে নেহাত হেঁজিপেঁজি কেউ এসে নিয়ে যায়নি বাবলুকে।

এই কথা ভাবতে-ভাবতেই রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠল বিলু। বাবলুর অনুপস্থিতিতে বিলুই তো এখন সব। ও যা বলবে বা করবে, তাই হবে। যদিও বুদ্ধি দেবে সকলেই। তবুও বিলুর এই ভাবান্তরে সকলেই নীরব

রইল। সবাই কিছু না কিছু চিন্তা করতে-করতে বাগানের ঘাসের ওপরই বসে পড়ল।

অনেক পরে ভোম্বল বলল, "কিছু অনুমান করতে পারলি বাবলুর ব্যাপারে ?"

বিলু বলল, "কিছুমাত্র নয়।"

"আচ্ছা, গিরিজাশঙ্করবাবুর হত্যারহস্যের সঙ্গে বাবলু-হরণের কোনও যোগসূত্র আছে বলে তোর মনে হয় ?"

"সেটা মনে করতে পারলে তো সমস্ত প্রব্‌লেমই সল্‌ভ হয়ে যেত। তা তো নয়। আসলে, অঙ্কটাই আমি মেলাতে পারছি না। ভেবে দ্যাখ, কোথায় ভাইজাগ, কোথায় হাওড়া! তা ছাড়া শত্রুপক্ষের লোকেদের দু'জনই আমাদের অপরিচিত। তৃতীয়জন যদি কেউ থাকে, তা হলে সেও ঘোর অন্ধকারে। কেসটাও আমরা হাতে নিয়েছি মাত্র দু'দিন হল। অতএব এই দু'দিনের মধ্যে আমাদের সব কিছু জেনে ফেলা ওদের পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। তাই দীপাদিদের ঘটনার সঙ্গে এর কোনও মিলই নেই।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিলু আবার বলল, "তবে আমাদের উচিত এখনই একবার দীপাদির সঙ্গে যোগাযোগ করা।"

বাচ্চু বলল, "অবশ্যই। বাবলুদার খবরটা দীপাদিকে জানানো দরকার। না হলে উনি যদি আমাদের ভাইজাগে যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন তা হলে কিন্তু বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে। কেননা এই অবস্থায় তো আমাদের কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।"

বিলু বলল, "তা হলে চল, আগে আমরা দীপাদিকে একটা ফোন করি।"

ওরা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। বিলু করল কী একটা কাঠি এনে জুতোর ছাপগুলো মেপে নিল। আর কুড়িয়ে নিল কয়েকটি সিগারেটের টুকরো। এগুলো অনেক সময় অপরাধী চিনতে কাজে লাগে।

ওদের দেখাদেখি পঞ্চুও মাটি শুঁকে-শুঁকে চারদিক খুঁজল। কিন্তু এই সামান্য নিদর্শনগুলো ছাড়া এমন কিছু পেল না, যার দ্বারা ওরা দুষ্কৃতীদের সম্বন্ধে একটু কিছুও অনুমান করতে পারে।

ওরা সবাই যখন বাবলুদের বাড়িতে এল, বাবলুর বাবা তখনও ফিরে

www.boiRboi.blogspot.com

আসেননি।

মা বললেন, "কী রে, কোনও হদিস পেলি ?"

বিলু বলল, "আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন মাসিমা ? আপনার বাবলু কি যেমন-তেমন ছেলে ? এমনও হতে পারে আমরা যা ধারণা করেছি তা সম্পূর্ণ ভুল। ও-ই হয়তো কারও পিছু নিয়েছে।"

"তাই যেন হয়। এদিকে কী হয়েছে জানিস তো ? একটু আগে দীপা ফোন করেছিল। কাল রাত থেকে ওদের দয়ালকাকাকেও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।"

বিলু শিউরে উঠে বলল, "সে কী! বাবলুর খবর কিছু বলেছেন ?"

"না। বলেছি ওরা কেউ নেই।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই অবাক! এমন একটা ঘটনা যে ঘটবে বা ঘটতে পারে, তা ওদের ধারণারও বাইরে। বিলু সবার অলক্ষ্যে মিত্তিরদের বাগানে ভাঙা বাড়ির মধ্যে যে জিনিসটা কুড়িয়ে পেয়েছিল সেটা একবার বের করে দেখে নিল। তারপর সকলকে বলল, "শোন, আমি কিন্তু এবার অন্য গন্ধ পাচ্ছি।"

"কীরকম ?"

বিলু ইশারায় সকলকে ছাদে নিয়ে গেল। তারপর বলল, "কাল রাতে দয়ালবাবুর অন্তর্ধান আর আজ ভোরে বাবলুর নিখোঁজ হওয়া, এই দুইয়ের মধ্যেই কিন্তু একটা সন্দেহের সূত্র রয়েছে। এখন যদি আমরা মনে করি ভাইজাগের অপরাধীদের জাল সুদূরবিস্তৃত, তা হলে কিন্তু কিছুমাত্র ভুল করব না। আমাদের কাজ আজ থেকেই শুরু করতে হবে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। শিগ্‌গির ঘরে গিয়ে যা হোক দুটো খেয়ে চলে আয়। একবার ভবানীপুরে গিয়ে দীপাদির সঙ্গে দেখা করে আজ থেকেই আমরা আমাদের কাজ শুরু করব।"

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা কিন্তু ঠিকই সন্দেহ করেছিল। বারবার দীপাদিকে বলেছিল সাবধানে থাকতে। কিন্তু দয়ালবাবুকে ওরা অপহরণ করল কেন ? দরকার তো দীপাদিকে।"

"প্যানিক কাকে বলে জানিস ? একেই বলে প্যানিক। এইভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দীপাদিকে যখন নার্ভাস করে ফেলবে ঠিক তখনই

তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাবে ওরা। জোর করে সব কিছু লিখিয়ে নেবে। তারপর রাখতেও পারে, মারতেও—।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ভাইজাগের অন্য ভাষাভাষীর মানুষ হয়ে এখানে ওরা ওদের প্রভাব বিস্তার করল কীভাবে, তার তো কিছুই বুঝছি না।"

"পরে সবই বুঝতে পারবি। এই ধরনের অপরাধীদের শেল্টার সব দেশেই থাকে। সব দেশেরই কিছু না কিছু লোক তাদের হয়ে কাজ করে। এখন আর দেরি নয়, চল সবাই যে যার বাড়ি থেকে একবার চট করে ঘুরে আসি।"

ওরা নীচে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখল দীপাদি এসে হাজির।

সবাই উল্লসিত হয়ে বলল, "দীপাদি এসেছেন? যাক, ভালই হয়েছে। আমরা এখনই আপনার ওখানে যাচ্ছিলাম।"

দীপাদি দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি জানতাম তোমরা যাবে। তবু আমি নিজেই এলাম। দয়ালকাকার ব্যাপারটা শুনেছ তো? আমি কিন্তু এবার দারুণ ভয় পেয়ে গেছি। এখন আমি সম্পূর্ণ একা। থানায় খবর দিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। বাবলু কই? ওকে যে আমার ভীষণ দরকার!"

মা বললেন, "বাবলু নেই।"

"কোথায় গেছে?"

মা আর কিছু না বলে আঁচলের খুঁটে চোখের জলে মুছে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বিলু বলল, "সকাল থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না বাবলুকে। বাবলু কিডন্যাপ্ড।"

"কিন্তু ওর কী দোষ? তা ছাড়া ওকে ওরা চিনবে কী করে? তোমরা যে আমার ব্যাপারে কিছু করবার চেষ্টা করছ তা তো ওদের জানবার কথা নয়!"

"যারা আপনার ওপরে নজর রেখেছে তারা কি আপনার গতিবিধির ওপরে নজর রাখছে না? আপনার কাছে কারা কী কারণে যাচ্ছে-আসছে তা কি টের পাচ্ছে না তারা? হয়তো আপনার কাজের লোকেদের ভেতরেই ওদের কোনও স্পাই আছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"ওরা কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী।"

"গোয়েন্দা তদন্তে তারাই কিন্তু সবচেয়ে সন্দেহভাজন।"

"আমি কিন্তু ওদের কাউকেই সেরকম বলে মনে করি না।"

"দয়ালকাকা?"

"উনি দু' বছর আমাদের বাড়িতে আছেন। অমন সৎ, সজ্জন মানুষ আর হয় না। ওঁকে সন্দেহ করলে আমাকেও সন্দেহ কোরো তোমরা।"

বিলু এবার কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। তবে প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বলল, "এ-বাড়ির পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। আপনি আমাদের বাড়ি আসুন। সেখানে বসেই সব কিছু আলোচনা করা যাবে।"

বিলুর কথামতো দীপাদি ওদের বাড়িতেই এলেন। ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু যে যার বাড়িতে চলে গেল।

কিছু সময়ের মধ্যেই সবাই আবার ফিরে এলে বিলুর মা প্লেট সাজিয়ে খেতে দিলেন প্রত্যেককে।

বাবলুর ব্যাপারটা পাঁড়াময় রটে গেছে তখন। চারদিকেই তাই ছোটখাটো জটলা আর কানাঘুষো।

এরই মধ্যে বি বলল, "আচ্ছা দীপাদি, দয়ালকাকার বাড়ি কোথায়?"

"শুনেছি বেরহামপুর গঞ্জামের কাছে পলাশা নামে একটি জায়গা আছে, সেইখানে।"

"বাড়িতে কে-কে আছেন ওঁর?"

"স্ত্রী নেই। এক ছেলে আছে। বাবাকে দ্যাখে না বলে উনি আলাদা থাকেন।"

"ছেলেকে খবর পাঠিয়েছেন!"

"কখন আর পাঠালাম?"

"দয়ালকাকাকে আপনাদের ড্রাইভার হিসেবে পেলেন কী করে? মানে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগটা কীভাবে হল?"

"আমার বাবার এক বন্ধু মিঃ ভার্গবমের গাড়ি চালাতেন উনি। ভার্গবম গাড়ি বেচে দেওয়ায় উনি আমাদের কাছে চলে আসেন।"

"ভার্গবম থাকেন কোথায়?"

"ভাইজাগে।"

"বুঝেছি। উনি তা হলে ভাইজাগেই থাকতেন।"

"তোমরা কি দয়ালকাকাকে সন্দেহ করছ? তা যদি হত তা হলে দুর্বৃত্তরা কি উঠিয়ে নিয়ে যেত ওঁকে?"

"উনি নিজের ইচ্ছেতেও তো চলে গিয়ে থাকতে পারেন?"

"না, না, না। তা উনি পারেন না। তোমাদের কী করে বোঝাব দয়ালকাকা সেরকম মানুষ নন।"

বিলু বলল, "উনি যদি খুন হতেন তা হলে কিন্তু সন্দেহের বাইরে থাকতেন। তা ছাড়া কোথায় ভাইজাগ, কোথায় কলকাতা। অপরাধীরা কীভাবে খবরাখবর পাচ্ছে, সেটাও একবার ভেবে দেখুন। আমাদের সম্বন্ধে খুব ভালভাবে সব কিছু জেনেছে বলেই বাবলুকে উঠিয়ে নিল ওরা। এখন তাকে খুন করবে কি আটকে রাখবে সেটা তারাই জানে। আপনার বাবা ভাইজাগে গেলেন আর খুন হলেন। তাঁর যাওয়া-আসার খবর ওরা কার কাছ থেকে পেল? এর নেপথ্যে একজনও কেউ নেই বলছেন? আপনি যাই মনে করুন, সন্দেহ আমরা করবই। কেননা, ভূত সরষের মধ্যেই থাকে।" বলেই ওর পকেটের সেই জিনিসটা বের করে সবার সামনে টেবিলের ওপর রাখল বিলু।

সেটা দেখেই বিস্মিত হল সকলে।

দীপাদি বললেন, "এটা তোমরা পেলে কোথায়?"

"মিত্তিরদের বাগানে আমাদের সেই ভাঙা বাড়ির মধ্যে। বলুন তো জিনিসটা কার?"

"এটা তো দয়ালকাকার।"

"আর আমার জানবার কিছু নেই। এর পরও যদি আমরা দয়ালকাকাকে সন্দেহ করি, তা হলে খুব একটা ভুল করব কী?"

দীপাদি এমনভাবে ঘাড় নাড়লেন, যার অর্থ "না।"

বিচ্ছু হঠাৎ বলল, "আচ্ছা বিলুদা, এমনও তো হতে পারে দুষ্কৃতীরা সত্যি-সত্যিই দয়ালকাকাকে তুলে নিয়ে গেছে। তারপর তাঁকে জেরা করেই হোক অথবা মারধোর করেই হোক ঠিকানা জেনেছে আমাদের?"

"হতে অনেক কিছুই পারে। তবু আমার মন বলছে দয়ালকাকা এই

www.boiRboi.blogspot.com

ব্যাপারে পুরোপুরি ইনভল্‌ভড।"

"বেশ, তা না হয় হল। দয়ালকাকা কী জুতো পরতেন?"

দীপাদি বললেন, "কখনও সাধারণ চটি, কখনও কোলাপুরি চপ্পল।"

"আমি ওঁকে চটিজুতোই পরতে দেখেছি। আর আমাদের বাগানে বুট ছাড়া অন্য কোনও জুতোর ছাপও দেখিনি।"

বিলু বলল, "মাই গড। এই ব্যাপারটা আমার নজর এড়িয়ে গেছে তো। এটাও একটা ভেবে দেখবার মতো পয়েন্ট। এখন কথা হল দয়ালকাকার চশমাটা তা হলে ওই ভাঙা বাড়ির মধ্যে গেল কী করে? চশমার ফ্রেমটা এমনই এক নতুন ধরনের যে, একবার দেখলেই চোখে ধরে যায়। তাই তো ওটাকে দেখেই সন্দেহ হল আমার। দেখামাত্রই চিনলাম দয়ালকাকার চশমা বলে। না হলে চশমায় তো কারও নাম লেখা থাকে না।"

দীপাদি বললেন, "শেষপর্যন্ত দয়ালকাকা...! কাকে বিশ্বাস করব তা হলে?"

বিলু বলল, "দীপাদি, আমরা এখনই একবার আপনার বাড়িতে যেতে চাই। নতুন করে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে আমার মনে। সেটার ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত না হলেই নয়!"

দীপাদির তো গাড়ি ছিল, তাই অসুবিধে হল না। দীপাদি নিজেই চালিয়ে নিয়ে চললেন গাড়িটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানীপুরে দীপাদিদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল ওরা।

বিলু বলল, "দয়ালবাবু কোন ঘরে থাকতেন?"

"নীচের তলায় বড় ঘরে। এই তো, এই ঘরে।"

বিলু সবাইকে বাইরে থাকতে বলে নিজে পা টিপে-টিপে ভেতরে ঢুকল। যা ভেবেছে, তাই। ঘরের ভেতর সেইরকমই কয়েকটি ভারী পায়ের জুতোর ছাপ। বিলু সেই কাঠিটা বের করে জুতোর মাপ নিতেই হুবহু মিলে গেল দাগের সঙ্গে। তবে কি ক্রাইম করবার জন্য দয়ালবাবুও জুতো বদলেছিলেন? নাকি সত্যিই গুম করা হয়েছে তাঁকে? কেননা ঘরের দরজার পাশে দয়ালবাবুর যে কোলাপুরি চপ্পলটা ছিল, তার সঙ্গে কিন্তু এই জুতোর মাপ একেবারেই মিলছে না। বিলু আরও সন্ধানী

চোখে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। পঞ্চুও তখন ঘরে ঢুকে শুঁকে দেখছে চারদিক। হঠাৎ টি-টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রের মধ্যে আধখাওয়া কিছু সিগারেটের টুকরো শুঁকতে লাগল পঞ্চু। বিলু সঙ্গে-সঙ্গে ওর সংগ্রহে রাখা কাগজে মোড়া যে সিগারেটের টুকরোগুলো ছিল, সেগুলোকে মিলিয়ে দেখল। একই সিগারেট। তার মানে এই ঘরের অতিথিরাই মিত্তিরবাগানের আগন্তুক। কিন্তু দয়ালবাবু ওখানে তাঁর চশমাটাকে ফেলে এলেন কেন ?

বিলুর ডাক পেয়ে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই এবার ঘরে এসে ঢুকল। দীপাদিও এলেন। সব কিছু দেখেশুনে বললেন, "কাল রাতের মধ্যে এত কিছু হয়ে গেল, অথচ আমি কিছু জানতেই পারলাম না !"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখন দয়ালবাবুর ঘরে যেখানে যা কিছু ছিল সব তন্নতন্ন করে দেখছে। কিন্তু না, ওদের সামান্যতম কাজে লাগে এমন কিছুরই সন্ধান পেল না ওরা। ফলে দয়ালবাবু এবং বাবলুর অপহরণের ব্যাপারটা জটিল অন্ধকারেই রয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

খুব ভোরে বাবলুর যখন হুঁশ ফিরে এল তখন সে দেখল এক অজানা দেশের অচেনা প্রান্তরে রেললাইনের ধারে ঝোপের পাশে পড়ে আছে। তার সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। ভোরের নরম কুয়াশায় আর রাতের-শিশিরে কেমন যেন ভেজা-ভেজা লাগছে নিজেকে। চারদিক কেটে ছড়ে যাওয়ায় জ্বালাও করছে। এ কোথায় এল সে ? কেমন করে এল ? সব কিছু মনে করতে-করতেই উঠে বসল সে।

হঠাৎ একটা জোরালো আলো লাইনের ওপর এসে পড়ায় সে বুঝল ট্রেন আসছে। রেললাইনের ধার থেকে আরও একটু নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল সে। একটু পরেই ঝমঝম শব্দ করে একটা অনেক বগির মালগাড়ি মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল। কোথায় গেল ট্রেনটা ?

ও ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল এবার।

দূরে, বহু দূরে আলোর বিন্দু কিছু দেখা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে আলো-ঝলমল একটা শহরের দৃশ্য। কাছেপিঠে নিশ্চয়ই স্টেশন আছে

www.boiRboi.blogspot.com

কোনও। ও সেইদিক লক্ষ্য করেই একটু-একটু করে এগোতে লাগল। কী দারুণ দুর্বলতা ওর সারা শরীরে। তার ওপর গায়ে ব্যথা। অল্প-অল্প শীতও করছে। মাথাটা ভার। পকেটে হাত দিয়ে দেখল একটি টাকাও নেই। কেননা মর্নিংওয়াকে বেরোবার সময় ও তো কোনও টাকাপয়সা সঙ্গে রাখে না। টর্চটা সঙ্গে ছিল, সেটা খুইয়েছে। ভাগ্যে পিস্তলটা ছিল না, তা হলে সেটাও যেত। এখন একটু-একটু করে সব কথা মনে পড়ছে ওর। কিন্তু মনে পড়লে কী হবে, ও এখন কোথায় ? কত দূরে ? সেটাই জানতে হবে আগে।

বাবলু কোনওরকমে টলতে-টলতে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। স্টেশনের নামটা পড়ে দেখল বড়-বড় হরফে লেখা আছে শ্রীকাকুলাম রোড। এই নামের সঙ্গে পরিচয় কার না আছে ! দক্ষিণ ভারতের এই জায়গাটি বিখ্যাত হয়ে আছে রাজনৈতিক কারণে। বাবলুর বাবা একাধিকবার এসেছিলেন এখানে। তাঁরই মুখে শুনেছে শ্রীকাকুলাম হল গরিব লোকের উটি। এর একদিক দিয়ে বয়ে গেছে নাগাবলী নদী, অপরদিকে বংশধারা। তারই অদূরে সমুদ্র। অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর।

এই মুহূর্তে বাবলু ভেবে পেল না তার কী করা উচিত। সে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে না গিয়ে মেঠো পথ ধরে স্টেশনের বাইরে বাজারে এসে পৌঁছল। তারপর জনহীন পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর দেখল খড় বোঝাই কয়েকটি গোরুর গাড়ি কোথায় যেন চলেছে। ও বুঝল শহরে কিছু হবে না। কিন্তু গ্রামে গেলে যা হোক কিছুর একটা ব্যবস্থা হবেই হবে। এই ভেবে ও মনঃস্থির করে খড়-বোঝাই একটি গোরুর গাড়িতেই উঠে পড়ল। একবার ভাবল এখানকার কোনও থানায় গিয়ে ওর বিপদের কথাটা খুলে বলে। তারপর থানা মারফত বাড়ির সঙ্গে এবং ওদের থানায় যোগাযোগ করে কোনও একটা হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পুলিশের নির্দেশ পেলে টাকাপয়সার জন্য আটকাবে না। যে-কোনও হোটেল বা লজ ওকে রাখবেই। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা এসে পড়লেই পাই-টু-পাই মিটিয়ে দেবে ওদের। পরক্ষণেই ভাবল তাতে হয়তো ভালর জায়গায় মন্দই হবে ওর। কেননা ওর অপহরণকারীরা ধারেকাছেই আছে। এবং হয়তো ওকে হন্যে হয়ে

খুঁজছে। কাজেই পুলিশের সাহায্য নিয়ে ও যদি কোনও হোটেল বা লজে গিয়ে ওঠে তা হলে সে-কথা চাপা থাকবে না। শহরময় রাষ্ট্র হয়ে যাবে। এবং ওরা তখন অনায়াসেই খুঁজে বের করবে ওকে। তারপর ওর জন্য মাত্র একটি গুলিই যথেষ্ট।

কী ভয়ঙ্কর একটা দিন অতিবাহিত হল কাল। আর কী দুঃস্বপ্নের রাত। মনে পড়লেও গা যেন শিউরে ওঠে। ঘটনাটা কী যে হয়েছিল একটু-একটু করে মনে করল বাবলু। একটা টেলিফোন এল থানা থেকে। খকখক কাশির সঙ্গে কে যেন বলল ওদের বাগানে একটা খুন হয়েছে। পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু তাই এগিয়ে চলল বাগানের দিকে। পঞ্চু ওর স্বভাবদোষে আগচালাকি করে বাবলুর আগেই ছুটে গেল ভৌ-ভৌ করে। পঞ্চু কি খেয়ালবশেই গেল ? না কাউকে তাড়া করল ওইভাবে ? কে জানে ? বাবলু দেখল ওদের বাগানে ঢোকার মুখে পরপর তিনটে মোটরবাইক দাঁড় করানো আছে এক জায়গায়। আর সেখানেই আধো অন্ধকারে একজন বয়স্ক লোককে নির্দয়ভাবে প্রহার করছে কারা। এমনভাবে মারছে, যেন মনে হচ্ছে খুন করে ফেলবে লোকটাকে। ভদ্রলোকের চশমাটা নিয়ে একজন বলের মতো লুফছে। পঞ্চু ! পঞ্চু কোথায় ? ওই, ওই তো পঞ্চু ! মৃত্যুরূপী মহাকালের মতো ভীষণ গর্জনে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। যে লোকটা চশমা নিয়ে লুফছিল সে তখন একটা মোটরবাইকে চেপে দ্রুত এগিয়ে গেল পঞ্চুর দিকে। ভাবটা এই, পঞ্চুকে ও চাপা দিয়ে মারবেই। পঞ্চু অদ্ভুত কায়দায় পাশ কাটিয়ে রক্ষা করল নিজেকে। কিন্তু বাবলুকে রক্ষা করবে কে ? ওর মাথায় তখন আঘাতের পর আঘাত। তারপর আর কিছুই ওর মনে নেই। সংবিৎ যখন ফিরল তখন ও দ্রুতগামী এক ট্রেনের কামরায়।

বাবলু আবার ভাববার চেষ্টা করল। পঞ্চু ছুটে গেল, নিশ্চয়ই তাড়া করে বাগানের দিকে নিয়ে গিয়েছিল কাউকে। তারপর বাবলুর বিপদ দেখে ওকে রক্ষা করতে ছুটে এল। শত্রুপক্ষের একজন তখন পঞ্চুকে মোটরবাইক চাপা দিয়ে মারবার জন্য এগিয়ে গেল। আর তখনই মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারাল বাবলু। সম্ভবত ওরা ওকে মোটরবাইকে চাপিয়ে নিয়েই উধাও হয়ে গেল। অর্থাৎ পেশাদার গুণ্ডাদের দিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

সুকৌশলেই শেষ হল অপারেশনটা। কিন্তু পঞ্চুর কী হল ? পঞ্চু কি পারল তার আক্রমণকারীকে ঘায়েল করতে ? না কি পঞ্চুর গ্রাস থেকেও শয়তান রক্ষা করল নিজেকে ?

বাবলু গোরুর গাড়িতে চেপে খড়ের গাদায় শুয়ে যেতে-যেতেই এইসব চিন্তা করতে লাগল।

সে আবার মনে করতে লাগল।

হ্যাঁ, ওর যখন হুঁশ ফিরে এল তখন ও ট্রেনের কামরায়। অসম্ভব দ্রুতগতির একটা ট্রেন। সেই ট্রেনে চেপে ও কোথায় যেন চলেছে। সঙ্গে চার-পাঁচজন লোক।

একজন বলল, "হঠাৎ এইরকম একটা ঝুঁকি নেওয়ার পরিকল্পনাটা এল কার মাথায় ?"

"কীরকম ঝুঁকি ?"

"এই, ছেলে চুরির।"

"ঝুঁকিটা আমিই নিয়েছি বলতে পারো। বান্ধবদা আমাদের পাঠিয়েছিলেন অন্য কাজে। অর্থাৎ গিরিজাবাবু খুন হওয়ার পর থেকেই এ-বাড়ির দিকে নজরদারির দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। ওদের বাড়ি কাজ করে যে মেয়েটি তার কাছে কানের দুল বিক্রির অছিলায় এই ছেলেমেয়েগুলোর ব্যাপারে সব কিছু জেনে নিলাম।"

"ছেলেমেয়ে !"

"হ্যাঁ। মেয়েও আছে এদের দলে। এরা নাকি ভাইজাগে গিয়ে গিরিজাবাবুর খুনের ব্যাপারে তদন্ত করবে।"

"হাসালে ভাই ! এ তো দেখছি নেহাতই বালক।"

"না। একে যা ভাবছ তা নয়। অনেক আচ্ছা খুনে বদমাশকেও ঘায়েল করেছে এ দলবল নিয়ে। এরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তা ছাড়া দীপা যেমন দয়ালবাবুকে বিশ্বাস করে, তেমনই এই ছেলেমেয়েগুলোর ওপরও ভরসা রাখে। গিরিজাবাবুও এদের নামে নাকি লক্ষাধিক টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট রেখে গেছেন। সেই টাকাটা আমার চাই।"

"ভুলে যেয়ো না তুমি মাইক-এর লোক। তোমার একার ইচ্ছায়

কিছুই তুমি করতে পারো না। তা ছাড়া যেখানে কোটি-কোটি টাকার ব্যাপার, সেখানে এই এক লক্ষ টাকা কী হবে ?"

"এটা আমার ব্যাপার। যাই হোক, এই ব্যাপারেই কাল রাত্তিরে দয়ালবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ভেতরে-ভেতরে যে এত কাণ্ড হচ্ছে এসব আমাদের জানাওনি কেন ? বলামাত্রই দয়ালবাবু আমার মুখের ওপর এক ধ্যাবড়া থুতু ছিটিয়ে দিল। বলল, আর কখনও তাকে বিরক্ত করলে সে নাকি নিজের মুখে পুলিশের কাছে গিয়ে তার ছেলের কীর্তিকলাপের কথা সব বলে দেবে। আমার সঙ্গে তখন নহুশ আর ভীরুক ছিল। আমরা হেসে বললাম, 'কিন্তু তোমার ছেলে যে এখন আমাদের মুঠোয়। তাকে শেষ দেখা দেখবে তো একবার চলে এসো।' বলতেই বুড়ো কেমন ঘাবড়ে গেল। আমাদের কথায় বিশ্বাস করে চলে এল আমাদের সঙ্গে। আমরা ওকে কলকাতা থেকে হাওড়ায় নিয়ে এলাম। তারপর সে কী বেধড়ক মার। মাঝরাত থেকে ভোর পর্যন্ত পিটিয়েছি, তবু ওর মুখ থেকে এ-বাড়ির ব্যাপারে একটি কথাও বের করতে পারিনি। আমি নিজে গিয়ে তখন একটা 'ডে-নাইট সার্ভিস' ওষুধের দোকান থেকে ছেলেটার বাড়িতে ভুয়ো টেলিফোন করি।"

"ওর ফোন নম্বর পেলে কার কাছ থেকে ?"

"ভীরুক আর নহুশ জোগাড় করেছে কোত্থেকে। এমনকী ও যে দলবল নিয়ে মর্নিংওয়াকে বের হয়, তাও জেনেছে ওদের পাড়া থেকে।"

"যাক। তারপর ?"

"ভেবেছিলাম দয়ালবাবুকে মেরে ওদের বাগানেই ফেলে রাখব আর ছেলেটা এসে দেখবে। আমরা তখন ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ওকে তুলে আনব।"

"যদি ওরা দলবল নিয়েই আসত !"

"সবাইকেই নিয়ে আসতাম তা হলে। মাঝখান থেকে হল কী, ওদের কুকুরটা এসে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, সব ওলটপালট হয়ে গেল।"

"কুকুরটার কথা কি তোমরা জানতে না ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"জানতাম। ভীরুক ওকে মারবার জন্য মোটরবাইক নিয়ে তাড়া করেছিল। কিন্তু কী সাঙ্ঘাতিক কুকুর রে ভাই, ওর ঘাড় থেকে এক খাবলা মাংসই তুলে নিল শেষপর্যন্ত। ভীরুকটা এখন মরে না যায় !"

"দয়ালবাবুর তা হলে কী হল ?"

"জানি না। ব্যবস্থা যা করেছি তাতে তার ডেডবডিও খুঁজে পাবে না কেউ। তবে এই ছেলেটার ব্যাপারে মাইক যেন কিছু জানতে না পারে।"

"কাজটা তোমরা ভাল করলে না। হাজার হলেও দয়ালবাবু বান্ধবের বাবা।"

"এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। দয়ালবাবু যদি সত্যি-সত্যিই পুলিশে খবর দিত তা হলে কী হত বলো তো ? সকলে ধরা পড়তাম আমরা। আর মাইক তখন—। তা ছাড়া পয়সাকড়ির ব্যাপার যেখানে, সেখানে ওসব ভাই, বন্ধু, বাবা, দাদার কোনও দামই নেই।"

"এখন এই ছেলেটাকে নিয়ে তোমরা কী করবে ?"

"ব্ল্যাকমেল করব। একে কইমাছের মতো জিইয়ে রেখে টাকা আদায় করব এর বাবার কাছ থেকে।"

"ওর বাবার টাকা আছে কি তা জানো ?"

"নিশ্চয়ই আছে। দুর্গাপুরের একটা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। তা ছাড়া টাকা তো দেবে গৌরী সেন। অর্থাৎ দীপাই দেবে। দিতে বাধ্য হবে। পরিকল্পনা যা করেছি তা ব্যর্থ হওয়ার নয়।"

"কিন্তু দয়ালবাবুর এই মর্মান্তিক ব্যাপারটা বান্ধব কি মেনে নেবে ?"

"না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মাইকের নির্দেশ, কেউ কোনওরকম গোলমাল করলেই সরিয়ে দাও তাকে। তা ছাড়া ওদের বাপ-ব্যাটায় তো একদম মিল নেই। বান্ধবদা ত্যাজ্যপুত্র বলতে পারো।"

বাবলু সব শুনছিল আর ভাবছিল এরা যে মাইক পান্থালুর লোক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বান্ধব ? সে বোধ হয় দয়ালবাবুর ছেলে ! সর্বনাশ ! এরা তা হলে বাবুলকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ? ভাইজাগেই, না অন্য কোথাও ? ওর ব্যাপারে মাইককে যে ওরা এড়াতে চায়, তা বোঝা যাচ্ছে। তা হলে ?

সারাদিন বাবলু ঝিম মেরে পড়ে ছিল, তাই ওকে খেতেও বলেনি কেউ। এই অবস্থায় এদের সঙ্গে লড়াই করবার মতো শক্তিও ছিল না বাবলুর। তাই আচ্ছন্ন থাকার ভান করেই পড়ে রইল। ক্রমে সন্ধে হল। সন্ধে থেকে রাত। এক-এক করে ঘুমিয়ে পড়ল সকলে। রাত এখন কত, তা কে জানে? বাবলু ধীরে-ধীরে ওদের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল। হাঁ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ওরা। কারও কোনও সাড় নেই। না থাকার কারণও আছে। গত রাতে না ঘুমিয়েই অপহরণের কাজ করেছে ওরা। আজ তাই ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমিয়ে কাদা। ওরা একটি প্রথম শ্রেণীর 'কুপে'র মধ্যে ছিল। বাবলু পা টিপে-টিপে কুপে-র বাইরে এল। কেউ দেখল না ওকে। ও ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল বাথরুমের দিকে। তারপর ভেতরে-ভেতরে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা ধরে চলে এল অন্য বগিতে। এই সময় ট্রেনটার গতিবেগ হঠাৎ একটু কমে এল। সেই সুযোগটা নিতে ছাড়ল না বাবলু। দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকেই মারল এক লাফ। গাড়ির গতি খুবই কম ছিল। না হলে অবশ্য এই ধরনের 'রিস্ক' নিতে পারত না সে। যাই হোক, সারাদিন পেটে কিছু নেই। তার ওপর এইরকম উত্তেজনা। বাবলু চোখেমুখে অন্ধকার দেখল। গা-মাথা ঘুরে কেমন যেন হয়ে গেল। ঘোর কাটল শেষ রাতে। শিশির-ভেজা ভোরের দিকে। তারপর তো এই। গোরুর গাড়ির মন্থর গতিতে খড়ের গাদায় শুয়ে যাত্রা।

হঠাৎ একটা তীব্র কোলাহল কানে এল ওর। তখন সকাল হয়ে রোদ উঠে গেছে। দেখল কতকগুলো লোক ওকে দেখে চিৎকার করছে আর ওদের ভাষায় কী যেন বলছে। পুরোপুরি তেলুগু ভাষা। বাবলু তাই কিছুই বুঝল না ওদের কথা। তবে বহুকষ্টে গোরুর গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ওর শারীরিক অবস্থা দেখে ওরা কীসব যেন বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে।

একজন ওকে জিজ্ঞেস করল, "মি, পেরু য়েএমটি ছাপ্পাণ্ডে?" (এই! তোমার নাম কী?)

বাবলু ওর ভাষা বুঝতে পারল না।

আর-একজন বলল, "হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?"

www.boiRboi.blogspot.com

"আমার নাম বাবলু।"

"নে উ বাঙালি?" (তুমি কি বাঙালি?)

"হ্যাঁ।"

"এক্কড়া এমচাসত্‌না ও?" (এখানে কী করছিলে?)

বাবলু যে কী বলবে বা কী করে বোঝাবে ওদের, তা ভেবে পেল না। কেননা এই লোকগুলোকে দেখে মনে হল এরা হিন্দি বা ইংরেজি বোঝে না। বাংলার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই নীরব রইল।

একজন বলল, "এ মনিষি দঙ্গা। একরো দঙ্গাতানমু, চে উটাকু উল্লিনাড়ু। দোরনু পোয়ে দাব্বাল তেন্নাড়ু।" (এ ব্যাটা নিশ্চয়ই চোর। কোথাও চুরি করতে গিয়েছিল, ধরা পড়ে মার খেয়েছে।)

আর-একজন বলল, "পোলিশওয়ালাকি আপ্পোঝপ্পন্ডি।" (পুলিশে দে ব্যাটাকে।)

ওদের ভাষা বাবলু বুঝতে না পারলেও পুলিশ শব্দটার অর্থ ও জানে। এখন সত্যিই যদি ওরা ওকে পুলিশে দেয়, তা হলে সব কেঁচে যাবে। পুলিশের সাহায্যের দরকার হলে বাবলু নিজেই যেতে পারত। আর তা হলে এই মুহূর্তে আহার, আশ্রয় কোনও কিছুরই অসুবিধে হত না। সাময়িক নিরাপত্তাও হয়তো পেত। কিন্তু তারপর? দৈবচক্রে মাইকের দলের কিছু লোকের হদিস যখন একবার ও পেয়েছে তখন হাতের শোল কখনও হাতছাড়া করে? একবার শুধু ফোনে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ। তারপর তোলপাড় করবে চারদিক। তাই ও কারও কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ধীরে-ধীরে উদাসীনভাবে সামনের পথ ধরে এগিয়ে চলল। কিন্তু মুশকিল হল, লোকগুলো কেউ ওর পিছু ছাড়ে না। সবাই বলে, "পার পেইনাড়ু। পার পেইনাড়ু।" (পালিয়ে যাচ্ছে যে!)

শ্রীকাকুলাম স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব অনেক। বাবলু এখন শ্রীকাকুলাম শহরের ওপর দিয়েই পথ হাঁটছে। কিন্তু কী যে করবে, কোথায় যে যাবে, কিছুই ঠিক করতে পারল না। তবুও যতটা সম্ভব জোরেই পা চালাল।

লোকগুলো এখনও ওর পিছু-পিছু আসছে। কোনও অপরাধচক্রের

শিকার যদি না হত, বাবলু তা হলে এই মুহূর্তে রুখে দাঁড়িয়ে ওদের উপযুক্ত জবাবও দিত। কিন্তু গোলমালের আশঙ্কায় তা সে করল না। তাই ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ছোটা শুরু করল প্রাণপণে। ওই তো একটা বাস আসছে। কোনওরকমে একবার হাতল ধরে উঠে পড়তে পারলেই ...। কিন্তু না। বাসটা ওকে দেখে থামল না। এ শহর কলকাতা নয় যে, হাত দেখালেই থামবে।

লোকগুলো তখন চিৎকার করছে, "দঙ্গা! দঙ্গা! দঙ্গাতনামু।" (চোর! চোর! চুরি করতে গিয়েছিল।)

হঠাৎ কোথা থেকে একটা স্কুটার ঝড়ের বেগে এসে একেবারে ওর গা ঘেঁষে ব্রেক কষল। বাবলু বুঝল, আর ওর রক্ষা নেই। ওদের হাতে ধরা পড়ে মার খাওয়া ওর কপালে আছেই। কিন্তু যা ও ভাবল তা নয়। ওরই বয়সী একটি স্মার্ট মেয়ে ওর অবস্থা দেখে এবং পেছনের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ইশারায় ওকে উঠে পড়তে বলল।

বাবলু প্রায় লাফিয়ে বসে পড়ল পেছনের সিটে। মেয়েটির স্কুটার চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল ওকে নিয়ে। যেতে-যেতেই মেয়েটি বলল, "পারগিরতানাড় এন্দুকু?" (ছুটছিলে কেন?)

বাবলু বলল, "তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না। কারণ আমি তেলুগু জানি না।"

মেয়েটি ইংরেজিতে বলল, "আশ্চর্য তো! তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"কলকাতা থেকে।"

মেয়েটি এবার স্কুটার থামাল, "তুমি বাঙালি?"

"তুমি?"

"আমিও। কিন্তু তোমার এইরকম হাল কেন? কেন ওরা তোমাকে ওইভাবে তাড়া করছিল? কোথাও কিছু করতে গিয়ে মারধর খেয়েছিলে নাকি?"

"না। আমি অসহায় এবং নিরপরাধ। আমার সব কথা তোমাকে খুলে না বললে তুমি ঠিক বুঝবে না। আমি খুব বিপদে পড়েছি। যদি তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো তা হলে খুব ভাল হয়।"

"তুমি একা?"

www.boiRboi.blogspot.com

"একা। এবং এই শহরে এই প্রথম।"

"আমি তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। কী সাহায্য চাও তুমি বলো?"

"প্রথমেই বলি, আমার অত্যন্ত খিদে পেয়েছে। কাল সারা দিনরাত আমি না খেয়ে আছি। তোমার কাছে যদি পয়সাকড়ি কিছু থাকে তা হলে আগে কিছু কিনে আমাকে খাইয়ে দাও। আর ...।"

"ব্যস! আর কিছুই তোমাকে বলতে হবে না। এই শহরে তুমি নিরাশ্রয়। তোমার একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থাও আমাকে করে দিতে হবে। তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি তুমি বেশ ভাল এবং ভদ্রঘরের ছেলে।"

"আমার সৌভাগ্য যে, এই বিপদের সময় তোমার মতো একজন 'কোয়ালিফায়েড' মেয়ের সাহচর্য আমি পেলাম।"

"সবই ভগবানের ইচ্ছা। বলেই স্কুটারের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল মেয়েটি।

বাবলু সভয়ে বলল, "এ কী! আবার ওদিকে কেন?"

"বা রে! তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে না?"

"কিন্তু ওই লোকগুলো যদি আবার 'চোর, চোর' বলে চ্যাঁচায়?"

"এতক্ষণে ওরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে তার ঠিক নেই। তা ছাড়া আমি তো ওদের ভাষা জানি। কাজেই তোমার ব্যাপারটা আমিই ওদের বুঝিয়ে বলতে পারব।"

"আমাকে নিয়ে গেলে তোমার বাবা-মা আপত্তি করবেন না?"

"আমি যদি কলকাতায় গিয়ে কোনও বিপদে পড়তাম আর তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে, তা হলে তোমার বাবা-মা বুঝি আমাকে তাড়িয়ে দিতেন?"

"না, না। তা কেন? তুমি মেয়ে। আমি তো ছেলে।"

"এখানে ওসব কোনও ব্যাপারই নয়। এখন থেকে তুমি আমার বয় ফ্রেন্ড।"

মেয়েটি স্কুটারের 'স্পিড' আরও একটু বাড়িয়ে দিল। তারপর বলল, "শ্রীকাকুলাম শহর থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। আরসাবল্লীর কাছে। এখানে একটা সূর্যমন্দির আছে। আমি প্রতিদিনই

সকালের দিকে এখানে আসি সূর্যদেবতাকে প্রণাম করতে। আজও তাই আসছিলাম। আজ আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যে হয়েছিল, না হলে ওদের হাতে পড়লে অবস্থা তোমার কাহিল হয়ে যেত। এরা এমনিতে খুব শান্ত, কিন্তু রাগলে এদের জ্ঞান থাকে না। তার ওপর তুমি এদের ভাষাও জানো না যে, সব কিছু বুঝিয়ে বলবে।"

বাবলু বলল, "কী সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ তোমাদের এখানকার। কিন্তু পেটের ভেতর এমন চুঁইচুঁই করছে যে, কিছুই উপভোগ করতে পারছি না।"

"স্বাভাবিক। আমার কাছেও পয়সাকড়ি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদিকে একটা চায়ের দোকানও নেই। তাই অন্য কোথাও সময় নষ্ট না করে বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।"

"কতদূরে তোমাদের বাড়ি?"

"এই তো এসে গেছি। দু'-একটা মোড় ঘুরলেই পার্ক, সেইখানে।"

স্পিড আরও বাড়ল। তারপরই পৌঁছে গেল ওরা বাড়ির কাছে। মেয়েটি ওদের বাড়ির ডোর-বেল বাজাতেই ওর মা এসে দরজা খুলে দিলেন। তারপর বাবলুকে দেখেই বললেন, "কে রে ছেলেটা?"

"জানি না। সম্পূর্ণ অপরিচিত। খুব বিপদে পড়েছে বেচারি! তুমি একটুও দেরি না করে ওর, আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করে দাও। কাল থেকে কিছু খায়নি ও।"

মা বললেন, "সে কী! আহা রে!"

মেয়েটি স্কুটার দালানে ঢুকিয়ে বাবলুকে ঘরে নিয়ে এল। তারপর বাথরুমটা দেখিয়ে বলল, "তুমি চটপট মুখ হাত ধুয়ে নাও। তারপর জলটল খাও। পরে ব্যবস্থা করছি তোমার।"

বাবলু ধীর পদক্ষেপে বাথরুমে ঢুকে দাঁত মেজে মুখ-ধুয়ে 'ফ্রেশ' হয়ে নিল।

বাইরে আসতেই মেয়েটি ওর দিকে একটি লুঙ্গি এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপাতত এইটা পরো।"

বাবলু তাই পরল।

তারপর মেয়েটির আমন্ত্রণে ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে বসতেই মা

www.boiRboi.blogspot.com

ওদের জন্য গরম-গরম লুচি আর আলুভাজা এনে দিলেন। তারপর চা।

বাবলু গোগ্রাসে খেতে লাগল সব। প্রায় দশ-বারোটা লুচি ও নিমেষের মধ্যেই খেয়ে ফেলল। তারপর চায়ে চুমুক দিতেই তরতাজা হয়ে উঠল সারা শরীর। ও একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে মেয়েটিকে বলল, "আঃ বাঁচালে!" তারপর মাকে বলল, "আপনি আমার মায়ের মতন। আপনাকে তো ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে পারি না। আপনি যেন আমাকে অন্য কিছু ভাববেন না। খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা না হলে কী যে হত, তা কে জানে? একেবারেই নিঃস্ব আমি।"

মেয়েটির মা বললেন, "তাতে কী হয়েছে! কিন্তু তোমার চারদিকে যে অনেক কেটেছড়ে গেছে বাবা। দাঁড়াও, একটু লাল ওষুধ দিয়ে দিই।"

মেয়েটি বলল, "না, না। লাল ওষুধ দেওয়ার দরকার নেই। ওষুধ আমি দিচ্ছি।"

বাবলু মেয়েটিকে বলল, "তোমাদের বাড়িতে ফোন আছে?"

"হ্যাঁ।"

"এখনই একটা ফোন করতে হবে আমার বাড়িতে। আমার বাবা-মা, বন্ধুরা সব কান্নাকাটি করছে হয়তো। কাল ভোর থেকে আমি নিখোঁজ।"

মা বললেন, "বলো কী! কেন বাবা?"

"পরে সব বলব। এখন আমার ব্যাপারটা একদম চেপে রাখবেন। কাউকে বলবেন না আমি এখানে আছি বলে। কিছু খারাপ লোকের হাতে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। কোনওরকমে ওদের খপ্পর থেকে পালিয়ে বেঁচেছি।"

"তাই নাকি! না, না। কাউকে কিছু বলব না। ভগবান বাঁচিয়েছেন তোমাকে।"

মেয়েটি ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে কলকাতার লাইন চাইল। কিন্তু না। ওদিক থেকে যা উত্তর এল তাতে বোঝা গেল চার-পাঁচ ঘণ্টার আগে লাইন পাওয়া যাবে না।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে, পরে চেষ্টা করা যাবে।"

মা বললেন, "সন্ধের পর হলে সহজেই পাওয়া যায়।"

মেয়েটি ওর মাকে বলল, "মা, আপাতত কিছু টাকা আমাকে দাও। ওর এই একটাই পোশাক। অন্তত একটা প্যান্ট-শার্ট অথবা পাজামা-পাঞ্জাবি ওকে কিনে দেওয়া দরকার। বাবারটা দিতাম। কিন্তু ওর গায়ে তো বড় হবে, পরে কোথাও বেরোতে পারবে না।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। বাড়িতে ফোন করলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার মা, বাবা, বন্ধুরা সবাই হয়তো এসে হাজির হবে।"

"তা হোক। সেও দু'দিনের আগে তো নয়! কোথায় শ্রীকাকুলাম, কোথায় কলকাতা!"

"কলকাতা ঠিক নয়, হাওড়া।"

মা বললেন, "ঠিকই তো। না হয় এক্সট্রা একটা রইলই।"

এর উত্তরে আর কথা বলা যায় না।

মেয়েটি ওকে ওদের একটা ঘর দেখিয়ে বলল, "তুমি এই ঘরে শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমি সব কেনাকাটা করে আনছি। যাব কি আসব। তারপর ধীরেসুস্থে তোমার কথা শুনব সব।"

বাবলু বলল, "বেশ।"

মেয়েটি কেনাকাটা করতে চলে গেল।

মা বললেন, "তুমি কি আর কিছু খাবে বাবা?"

"আর এক কাপ চা যদি পাই তো খুব ভাল হয়।"

"কফি খাবে?"

"তা হলে তো আরও ভাল হয়।"

"এ ছাড়া আর কীই-বা খাওয়াব? এখানে তো আমাদের ওখানকার মতো সন্দেশ, রসগোল্লা পাওয়া যায় না। এখানে শুধু ইডলি আর ধোসা। তবে শ্রীকাকুলামে কাজুবাদাম হয় অনেক। লোকজন এলে কাজু আর চানাচুর। সেইসঙ্গে শুকনো প্যাঁড়া। তাও খুব একটা সুস্বাদু নয়।"

মেয়েটির মা কফি এনে দিলে বেশ আয়েস করে কফি খেতে লাগল বাবলু।

www.boiRboi.blogspot.com

মা বললেন, "তোমার নামটা তো জানা হল না?"

"আমার নাম বাবলু। মা আদর করে বাবলা বলে ডাকেন।"

"আমিও তাই ডাকব।"

"বেশ তো, ডাকবেন।" বলে যে ঘরটি ওর জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল, সেই ঘরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল বাবলু। কিন্তু অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলেও ওর দু'চোখে ঘুম আর এল না কিছুতেই। বারবার ওর মনে হতে লাগল গতদিনের ঘটনাবলী। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা ওর ব্যাপারে কী চিন্তা করছে কে জানে? দয়ালবাবু কি সত্যি-সত্যিই প্রাণ হারালেন? তা যদি হয়, তা হলে দীপাদির মানসিক অবস্থা এখন কীরকম? আর ওই বান্ধব শয়তান? কোথায় ওর ঘাঁটি? ওর সেই লোকেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটা বিশ্বাসের? মাইক পাস্থালুই বা এখন কোথায়? যার মাথার দাম এক লক্ষ টাকা, সে নিশ্চয়ই ধরা দেওয়ার জন্য ভাইজাগের মতো জায়গায় পুলিশের চোখের সামনে বসে থাকবে না? কিন্তু এই যে এই লোকগুলো, টাকার লোভে যারা বাবলুকে চুরি করে আনছিল, তারাও কি জানে না পাস্থালুর খোঁজ? তারাও তো ধরিয়ে দিতে পারত ওকে? বাবলু এইসব চিন্তা করতে লাগল। আবার চিন্তা করল, কী বোকার মতো ভাবছে সব। মাইকের লোকেরা টাকার লোভে ওকে ধরিয়েই বা দিতে যাবে কেন? মাইক ধরা পড়লে তো ওরাও পার পাবে না। তা হলে?

অনেক পরে মেয়েটি এসে ডাকল ওকে, "কী! ঘুম হল?"

"আমি ঘুমোইনি তো?"

"সে কী! তুমি নড়াচড়া করছ না দেখে ভাবলাম, একেবারেই বোধ হয় ঘুমিয়ে কাদা।"

"ঘুম কি আসে? শুয়ে-শুয়ে আমি বাড়ির কথাই চিন্তা করছিলাম।"

"তা তো করবেই। নাও এখন, বেশটি করে স্নানটান করে খাওয়াদাওয়া সেরে নাও। তারপর তোমাকে নিয়ে একটু বেরোব।"

বাবলুও তো বেরোবার জন্য ছটফট করছে। তাই একটুও দেরি না করে কিছু সময়ের মধ্যে স্নান সেরে নিল। তারপর নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ডাইনিং টেবিলে এসে বসতেই মেয়েটির মা বেশ

যত্ন করে খাওয়ালেন দু'জনকে।

বাবলু খুব তৃপ্তি সহকারে খেল। দু'-তিনরকম তরকারি, মাংস, ভাত। সবই ললাটলিখন। একদিন নিরন্ন, পরদিন দমভোর।

খাওয়াদাওয়ার পর মেয়েটি বলল, "চলো, এবার তোমাকে নিয়ে সি-বিচে যাই। সমুদ্রের ধারে বসেই সব কথা শুনব তোমার। এমন নির্জন সৈকত সারা ভারতে আর কোথাও নেই।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল প্রায়, "বলো কী!"

মা বললেন "ফিরবি কখন?"

"ফিরতে দেরি হবে, মা। আমাদের জন্য একদম চিন্তা কোরো না তুমি।"

ওরা স্কুটার নিয়ে পথে নামল। তারপর এ-পথ সে-পথ করে শহরের রাজপথ ধরে এগিয়ে চলল দূরের দিকে।

সুন্দর এবং সাজানো শহর এই শ্রীকাকুলাম। কিন্তু তবুও ভ্রমণরসিকদের কাছে এই শহরটি কেন যে তেমন গুরুত্ব পায়নি তা কে জানে? ছোট্ট অথচ মনোরম এর পরিবেশ। শান্ত সৌন্দর্য আছে এর।

ওরা স্কুটারে চেপে যত এগোচ্ছে বাবলুর ততই যেন চেনা-চেনা লাগছে জায়গাটা। তাই বলল, "আমরা সকালে এই পথেই এসেছিলাম না?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ।"

"এ তো আরসাবল্লির পথ।"

"শ্রীকুর্মমও এই পথে। সেখানেই সমুদ্র। আমি সমুদ্রে যাওয়ার আগে তোমাকে আরসাবল্লির সূর্যমন্দিরটা দেখিয়ে নিয়ে যাব। এটি হচ্ছে ভারতের দ্বিতীয় সূর্যমন্দির।"

বাবলু বলল, "তা কী করে হয়? আমি তো জানি প্রথমটি হচ্ছে কাশ্মিরের মার্তণ্ড মন্দির, দ্বিতীয়টি গুজরাতের মধেরা এবং তৃতীয়টি কোনারকে।"

"এখানে তা হলে চতুর্থটি। প্রাচীনত্ব নিয়ে গবেষকরা মাথা ঘামান, তোমার-আমার কী? তবে কি জানো, ওইসব মন্দিরে সূর্যের অস্তিত্বও

www.boiRboi.blogspot.com

নেই। সবই ভগ্নমন্দির। এখানে কিন্তু সুপ্রাচীনকালের মূর্তি আছে। আর নিয়মিত পুজোও হয়।"

কথা বলতে-বলতেই একসময় সূর্যমন্দিরে পৌঁছে গেল ওরা।

দেড় টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেই দর্শন পেল সূর্যদেবতার। কী চমৎকার কালো কষ্টিপাথরের দাঁড়ানো মূর্তি! বিগ্রহের দু' হাতে দুটি পদ্ম। মাথার ওপরে সাপের ফণা। অন্যদিকে সূর্যের তিন পত্নী ঊষা, পদ্মিনী ও ছায়া।

বাবলু বলল, "আচ্ছা, দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে তো গোপুরম থাকে বলে শুনেছি। এখানে নেই কেন?"

"কে বলল নেই? আমরা তো গোপুরম পেরিয়েই ভেতরে ঢুকলাম। তবে এখানকার গোপুরম একটি দোতলা বাড়ির মতো। আকারটা আধুনিক। তাই বলে মন্দিরটিকে আধুনিক ভেবো না। অনেকে মনে করেন প্রাচীনকালে দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্দির তৈরি করে সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।"

"কীরকম?"

"দেবরাজ ইন্দ্র নাকি একবার অসময়ে এসেছিলেন কোটীশ্বরের মন্দিরে। তা দ্বাররক্ষী বাধা দিলে তিনি জোর করে ভেতরে ঢুকতে যান। দ্বাররক্ষী তখন রেগে তাঁকে পা দিয়ে আঘাত করেন। দেবরাজ তখন সেই আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়েন অনেক দূরে। অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি সূর্যকে দেখতে পেলেন তাঁর অন্তরাত্মায়। সূর্যদেব তাঁকে দর্শন দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, এইখানে একটি মন্দির নির্মাণ করে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেই দেবরাজের সব যন্ত্রণার অবসান হবে। জ্ঞান হওয়ার পর ইন্দ্র তাই করলেন। এই আরসাবল্লিতেই তিনি ছিটকে পড়েছিলেন বলে এখানেই তিনি মন্দির ও সূর্যদেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে যন্ত্রণামুক্ত হন।"

"ভারী চমৎকার তো!"

"কাজেই বুঝতে পারছ, পুরাণের সঙ্গে এর ইতিহাসের সঙ্গতি রাখলেই প্রমাণ হয় এই মন্দির অতি প্রাচীন। তবে এও ঠিক, পৌরাণিক সেই মন্দির কিন্তু এখন আর নেই। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুলু নামে এক ভক্ত

এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দেন।"

নামটা শুনেই চমকে উঠল বাবলু, "কী নাম বললে ? পাণ্ডুলু ?"

"হ্যাঁ। তুমি অমন চমকে উঠলে কেন ?"

বাবলু নিজেকে স্বাভাবিক করে বলল, "ও কিছু নয়, এমনিই।"

সূর্যমন্দির থেকে বেরিয়ে ওরা স্কুটার নিয়ে এগিয়ে চলল শ্রীকুর্মমের দিকে। শ্রীকুর্মম এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মাত্র ১২ কিলোমিটার। এ-পথে বাসও যায় ঘন-ঘন।

মেয়েটি বলল, "এবার তোমাকে যেখানে নিয়ে যাব, সেই মন্দিরের স্থাপত্য দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। এই মন্দিরে অনেক শিলালিপি আছে। আর এই মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, এরকম মন্দির সারা ভারতে আর দুটি নেই। এই মন্দিরের দেবতা হলেন কূর্ম (কচ্ছপ)। কূর্ম অবতারের মন্দির আর কোথাও শুনেছ ?"

বাবলু বলল, "না।"

এ-পথের দৃশ্য আরও মনোরম। তাই এই পথ পরিক্রমা যে কীভাবে শেষ হল, তা বোঝাই গেল না। শ্রীকুর্মম শহর নয়। একটি গ্রাম। অতি সুন্দর।

ওরা সেই গ্রামে গিয়ে কূর্মনাথের মন্দিরে গেল। সেখানে আছে ক্ষীর সরোবর। তাতে হাত-পা ধুয়ে তবেই মন্দিরে ঢুকতে হয়। এখানকার মন্দিরে ঢুকতে আবার দু' টাকা করে টিকিট লাগে। ওরা টিকিট কেটেই ভেতরে ঢুকল।

কী চমৎকার মন্দির ! কূর্ম অবতারের মূর্তি দর্শন করে প্রসাদ নিয়ে ওরা মন্দিরের কারুকার্য দেখল। চারদিকে কত শিলালিপি। পড়তে না পারলেও এগুলো দেখতে ভাল লাগে।

বাবলু বলল, "এই মন্দিরের কোনও ইতিহাস নেই ?"

"আছে বইকী ! শ্বেতাবনের রাজা ছিলেন সুত। তাঁর রানি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। তা এক শুক্লা একাদশীর দিনে রাজা এলেন রানির কাছে। রানির আবার সেদিন ছিল ব্রত পালনের দিন। তাই রাজাকে দেখেই রানি চোখ বুজলেন। মনে-মনে শ্রীহরির কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন ব্রতভঙ্গ না হয়। শ্রীহরির কৃপায় দু'জনের মাঝখানে তখনই বয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

গেল গঙ্গাতীর্থ। রাজা রইলেন ওপারে, রানি রইলেন এপারে। এর পর একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন রাজার কাছে। রাজাকে পরামর্শ দিলেন সমুদ্র সঙ্গমে গিয়ে শ্রীহরির কৃপালাভের জন্য তপস্যা করতে। রাজা তখন দেবর্ষির কাছ থেকে কূর্ম-মন্ত্র পেয়ে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। শ্রীহরি কূর্ম অবতার রূপে দেখা দিলেন রাজাকে। তারপর একটি মনোমত জায়গা দেখে চক্র দিয়ে একটি সরোবর খুঁড়ে অধিষ্ঠান করতে লাগলেন সেখানেই। এই সেই জায়গা। সেই থেকেই এই জায়গাটি শ্রীকুর্মম নামে পরিচিত হয়েছে।"

বাবলু বলল, "কাহিনীতে গোঁজামিল আছে। তবু ভাল লাগল শুনতে।"

"তা হলেই হল ! এখন চলো সমুদ্রের ধারে বসে তোমার কথা শুনি।"

"সমুদ্র এখানে কোথায় ?"

"চলোই না, দেখতে পাবে।"

ওরা শ্রীমন্দিরের পেছন দিকের পথ ধরল।

পথের দু'পাশে ধীবর সম্প্রদায়ের বাস। ঘরের সংলগ্ন দোকান। সবই চালাঘর অবশ্য। চারদিকে শুঁটকি মাছ শুকোতে দেওয়া। তারই উৎকট গন্ধে নাকে চাপা দিতে হয়। পরিবেশ দেখে মনে হয় সমুদ্র খুব কাছেই। লোকজনেরও ব্যস্ততা এখানে খুব। এইসব এলাকায় যা হয়।

ওরা স্কুটার নিয়েই এগিয়ে চলল। কয়েকটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ওদের পিছু-পিছু ছুটে এল কিছু দূর। তারপর আবার ফিরে গেল।

বাবলু বলল, "গ্রাম তো দেখছি শেষ হয়ে এল ! সমুদ্র কোথায় ?"

মেয়েটি বলল, "আরও একটা গ্রাম পার হলে তবেই সমুদ্র।"

ওরা একটি বাঁধা রাস্তা ধরে আরও দু' কিলোমিটার যাওয়ার পর আবার একটি গ্রামে এসে পড়ল। একেবারেই বন্য গ্রাম। অসংখ্য ঝুপড়ি। সেইসব ঝুপড়িতে আদিবাসী তেলুগুর বাস। ঝুপড়ি পার হয়ে ঝাউবন। তারপরই উঁচু বালির ঢিপি।

বালি এত বেশি এখানে যে, আর স্কুটার চালানো সম্ভব নয়।

মেয়েটি ওর পরিচিত একজনের জিম্মায় স্কুটার রেখে বাবলুকে বলল,

"চলো।"

বালিয়াড়িটা উঁচুতে উঠে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তাই এখান থেকেও সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। তবে সমুদ্র যে কাছেই তা বোঝা যাচ্ছে। এই বেলাভূমিই প্রায় এক কিলোমিটার।

মেয়েটি বলল, "এমন সৈকত দেখেছ কোথাও ?"

বাবলু অবাক !

সে বলল, "না। মনে হচ্ছে সাম স্যান্ডডিউন্‌স-এ এসে পড়েছি।"

"সে আবার কোথায় ?"

"রাজস্থানে।"

ওরা হেঁটে-হেঁটেই সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছল।

বাবলুর মনে হল, সেই বিশাল সমুদ্র যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রায় ছুটেই চলে গেল সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস যেখানে আছাড় খেয়ে পড়ছে, সেখানে।

মেয়েটিও ছুটে এল ওর কাছে। তারপর ভিজে বালিতে পা রেখে ঢেউভাঙা গড়ানো স্রোতে পায়ে সুড়সুড়ি খেতে লাগল।

বাবলু বলল, "আমরা অনেকক্ষণ আছি অথচ কারও নাম জানি না কিন্তু।"

"আমি তোমার নাম জানি। তোমার নাম বাবলু।"

"কী করে জানলে ?"

"মায়ের মুখে শুনেছি।"

"যাক, তোমার নামটি বলে দাও এবার।"

মেয়েটি হাসল। হেসে বলল, "আমার নাম তোমার মোটেই পছন্দ হবে না। বড্ড সেকেলে নাম আমার।"

"তাতে কী হয়েছে ? আমার নাম বুঝি খুব মডার্ন ?"

"আমার নাম নয়নতারা।"

"এ তো ভাল নাম।"

"থাক, আর পাকামি করতে হবে না। অতখানি সৌজন্য না দেখালেও চলবে। সবাই আমাকে নয়ন বলে। বান্ধবীরা অবশ্য আদর করে বলে, "নয়না। নয়না। ও নয়না।"

www.boiRboi.blogspot.com

বাবলু বলল, "তোমার বান্ধবীদের বেশ রসবোধ আছে, দেখছি।"

নয়ন আর কিছু না বলে মিষ্টি হেসে বাবলুকে নিয়ে বেলাভূমির একটু উঁচু জায়গায় একটি পরিত্যক্ত ভাঙা নৌকার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বলল, "নাও এবার বলো তো শুনি তোমার কথা ! তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কীভাবে এলে, খারাপ লোকেদের খপ্পরেই বা পড়লে কী করে, সব বলো।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। কিছুই লুকোব না তোমার কাছে। কেননা, এই অচেনা পরিবেশে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। তোমার সাহায্য না পেলে বা তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় না পেলে কী যে হত তা কে জানে ! আচ্ছা নয়ন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার বাবা কোথায় ? তাঁকে তো দেখলাম না সকাল থেকে ?"

নয়ন এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি তোমার কথা বলো। আমার কথাও আমি বলব। একই সঙ্গে দু'জনের কথা কী করে হবে ?"

বাবলু তখন ওর পরিচয় দিয়ে এক-এক করে সব কথা বলতে লাগল নয়নকে।

নয়ন অবাক হয়ে শুনল। শুনে বলল, "এমন অবাস্তব ঘটনার কথা কখনও শুনিনি আমি। যেভাবে তুমি ওদের খপ্পর থেকে পালিয়ে এলে, তা একমাত্র ছায়াছবির দৃশ্যেই সম্ভব। আজই তোমার মা, বাবা এবং বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে আলাপ করে নেব আমি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, তোমাদের নিয়ে লেখা কোনও বই-ই আমি পড়িনি। এমনকী তোমাদের নামও শুনিনি কখনও। আসলে এখানে বাংলা বই বা খবরের কাগজ কোনওটাই আসে না। বাঙালি খুব কম এখানে। তবে আমার বন্ধু মধুমিতাদের বাড়ি আছে কলকাতায়। ওরা মাঝে-মাঝেই সেখানে যায়। এখন মনে পড়ছে ওদের বুক শেল্‌ফে তোমাদের 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' বই এক কপি আমি দেখেছিলাম।"

বাবলু বলল, "সে যাই হোক, আমার পরিচয় তো পেলে। এখন আমার মনের অবস্থা যে কীরকম, তা নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমার বন্ধুরা এলেই আমি ওদের নিয়ে ভাইজাগে চলে যাব। কেননা যেভাবেই হোক এই দলটাকে ধরতে আমাদের হবেই।"

নয়ন বলল, "এই যদি তোমার সঙ্কল্প হয়, তা হলে আমার সাহায্যও তোমরা পাবে। শুধু আমার নয়, আমাদের।"

"তোমরা আমাদের কী সাহায্য করবে নয়ন ? আমরা জীবনমরণ পণ করে লড়ব। একদিকে মাইক পান্থালু, অন্যদিকে ভিক্টর মরগ্যান। তারও নেপথ্যে আছে আরও একজন। ভাইজাগের আতঙ্ক সে।"

"শুধু ভাইজাগের নয়, শ্রীকাকুলাম শহরেও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল সে। নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ভিজিয়ানাগ্রামেরও বেশ কয়েকজনকে। তবে সব জায়গায় ওই একই ব্যাপার, খুনের 'মোটিভ'-টা যে কী, তা কেউ কেউ জানে না।"

"খুনের মোটিভ তো একটাই। পুলিশকে বিভ্রান্ত করা।"

"এখন বুঝতে পারছি তুমি তখন পাণ্ডুলু নাম শুনে কেন অমন চমকে উঠেছিল ! মাইক পান্থালুর কথা তোমার মনে পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই ?"

"ঠিক তাই। বান্ধব নামের এই ক্রিমিনাল যখন মাইকের লোক, তখন আমাকে যারা নিয়ে আসছিল তারাও নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে। এখন দীপাদির মুখ থেকেই জানতে হবে দয়ালবাবুর ছেলে বান্ধবের আস্তানা কোথায় !"

নয়ন বলল, "সেটা তা হলে আমার মুখ থেকেই শোনো। আমার বাবা এখানকার একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। এই বান্ধব শয়তান মাইকের এজেন্ট হিসেবে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করে। তারপর অনেক ভয় দেখিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে চেষ্টা করে ওই ব্যাঙ্কে ডাকাতি করবার। সেই মর্মে ওরা একটি ব্লু-প্রিন্টও তৈরি করে। কিন্তু বাবা ওদের ওই ষড়যন্ত্রের কথা পুলিশের কাছে ফাঁস করে দেন। সেই রাগে ওরা আমার দাদাকে গুম করে। সে যে কোথায় আছে তা জানি না। আজ এক বছর হল সে নিখোঁজ। ইতিমধ্যে আমার বাবা ভাইজাগে বদলি হয়ে যান। এই বাড়ি ছেড়ে আমরা তো যেতে পারি না, তাই এখানেই আছি। কেননা বাড়িটা নিজেদের। কাজেই বুঝতে পারছ যে-কাজের জন্য তোমরা এগোচ্ছ, সেই কাজে তোমাদের সাহায্য করা আমাদের কতখানি প্রয়োজন। ভাইজাগের ওই আতঙ্ক যে কে, তা আমরা জানি না। তবে মাইকের দেখা আমাকেও পেতে হবে। আর

www.boiRboi.blogspot.com

ওই ভিক্টর মরগ্যান ? সেও আর-এক শয়তান।"

"আমরা তা হলে একই পথের পথিক, বলো !"

"যথার্থই। আজও দাদার অভাবে আমাদের সুখের সংসার নিষ্প্রদীপ। জানি না ওরা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কি না। বেঁচে থাকলেও সে কোথায় এবং কীভাবে আছে তা কে জানে ?"

"দুষ্কৃতীদের ধর্মই হচ্ছে গুম যাকে করে তাকে ওরা জিইয়ে রাখে। অকথ্য অত্যাচার করে তার ওপর। আর যাকে মারবার তাকে মেরেই ফেলে। এখন তুমিই বলো ওই বান্ধব শয়তানের ডেরা কোথায় ?"

"শুনেছি ওরা আসলে গঞ্জাম জেলার লোক। বান্ধব অতি কুখ্যাত। ওরও নির্দিষ্ট কোনও ডেরা নেই। মাঝে কিছুদিন ভিজিয়ানাগ্রামের দিকেই ছিল। তারপর পুলিশের ভয়ে বেপাত্তা।"

বাবলু বলল, "মাইক পান্থালু, ভিক্টর মরগ্যানের পর তৃতীয় ব্যক্তি কি তা হলে বান্ধব ?"

"হতে পারে ! এ এক ভীষণ জাল-চক্র। কিন্তু এই যে আমরা বসে আছি, গল্প করছি, ওই যে দূরে, বহু দূরে দেখছ ঝুপড়ি ঘরগুলো, ওগুলো সবই কিন্তু এক-একটি শয়তানের ঘাঁটি।"

"বলো কী !"

"মাইক পান্থালুর লোকজন এখানেও আছে।"

"থাকলেও আমার খুব ভয় নেই। তার কারণ, মাইক, এমনকী বান্ধব শয়তানও জানে না ওদের দলের লোকই ওদের নির্দেশ না নিয়ে আমাকে চুরি করে আনছিল বলে।"

"নাই-বা জানল, যে-মুহূর্তে ওই শয়তানের লোকেরা দেখবে তুমি ট্রেন থেকে নেমে পালিয়েছ সেই মুহূর্তে ওরা ফোনে ওদের অন্য লোকেদের জানিয়ে দেবে তোমার কথা। আর তখনই এই অঞ্চলের আশপাশে ওরা তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজবে। হয়তো খুঁজছেও। তাই বলি কি, আর এখানে বসে থাকা নয়। এর চেয়ে শহরে যাই চলো। সেখানটা তবু এখানের চেয়ে অনেক নিরাপদ।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। কতক্ষণ আর বসে থাকা যায় ? ওদের পাল্লায় পড়ে একটা লাভ হল, নতুন একটা দেশ দেখলাম।

তোমার মতো বান্ধবী পেলাম। এখন চলো, গিয়ে চেষ্টা করে দেখি ফোনে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি কি না।"

"চলো। সকালে তোমাকে দেখেই কেমন যেন মনে হয়েছিল আমার। আসলে আমার বুকেও তো জ্বালা আছে। না হলে হঠাৎ ওইভাবে জানাশোনা নেই কোনও অচেনা ছেলেকে কোনও মেয়ে কি কখনও পারে তার স্কুটারে চাপিয়ে নিতে?"

"তা অবশ্য ঠিক। আর সেজন্য তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।"

"তারপর তোমার কথা শুনে মনে হল তুমি সত্যিই ভাল ছেলে, আর খুবই বিপদে পড়েছ। তারও পরে যখন শুনলাম তুমি বদ লোকের পাল্লায় পড়েছিলে, তখনই ঠিক করলাম তোমার সব কথাই বেশ গুছিয়ে শুনব। আর সেইজন্যই বাড়িতে আমি কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করিনি।"

বাবলু বলল, "তা অবশ্য করোনি। তবে সেইজন্যই তোমাকে খুব রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল।"

"তাই নাকি?"

"তবে একটা ব্যাপারে আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি, তোমার মায়ের মুখ দেখে তো একবারও মনে হল না তিনি তাঁর ছেলেকে এইভাবে হারিয়েছেন বলে? আমার বিপদের কথা শুনেও মুখ খুললেন না তিনি। আর তুমি না বললে এ-কথা জানতেও পারতাম না।"

"আমরা খুব চাপা। বাবা, মা, আমি, আমার দাদা, আমাদের প্রকৃতিই এইরকম। আমরা অ্যাক্সিডেন্টকে অ্যাক্সিডেন্ট বলেই মনে করি।"

"তোমার দাদার ব্যাপারে পুলিশ কোনও 'স্টেপ' নেয়নি?"

"পুলিশ এখনও পর্যন্ত তদন্ত করছে দাদার ব্যাপারে।"

"শত্রুপক্ষও কোনওরকম সাড়াশব্দ করছে না?"

"না।"

কথা বলতে-বলতেই বেলা গড়িয়ে আসছিল। ওরা তাই আসবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় দেখল সেই ঝাউবনের দিক থেকে কথা বলতে-বলতে কয়েকজন লোক ওদের দিকেই এগিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

আসছে। অমানুষিক চেহারা কারও না হলেও লোকগুলো যে সুবিধের নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে। ওরা কারা? বাবলুকে যারা অপহরণ করেছিল তারা? না, অন্য লোক ওরা? ওদের চোখের চাউনি কিন্তু অন্যরকম। এবং লক্ষ্য ওদের বাবলুর দিকে।

নয়ন বলল, "গতিক সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। আমি জানতাম ওরা তোমাকে খুঁজবে। খুঁজে বের করবেই।"

বাবলু বলল, "কী হবে তা হলে? আমরা দু'জন, ওরা দেখছি পাঁচজন। তার ওপরে আমরা নিরস্ত্র।"

"সবচেয়ে ভুল করেছি স্কুটারটা ওখানে রেখে এসে। ওটাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম, তা হলে যত কষ্টই হোক ভিজে বালির ওপর দিয়ে পালাতে পারতাম।"

"এরকম হবে কে জানত?"

লোকগুলো চলার গতি বাড়িয়ে দ্রুত ধেয়ে এল ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "নয়ন, হুঁশিয়ার। ওরা আমাদেরকেই ধরতে আসছে। কিন্তু কোনওরকমেই ওদের কাছে ধরা দেওয়া নয়। আমি লড়ে যাই ওদের সঙ্গে, তুমি পালাও। পালিয়ে পুলিশে খবর দাও।"

"তোমার কি মাথাখারাপ? কী করে লড়বে তুমি ওদের সঙ্গে? তা ছাড়া আমিই বা পালাব কী করে?"

"দ্যাখোই না কী করি! তোমাকে কিন্তু পালাতেই হবে, না হলে আর আমি বাঁচব না এদের হাত থেকে।" বলেই বাবলু নয়নকে পালাবার জন্য ইশারা করে থমকে দাঁড়াল। এবং মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়াল ওদের দিকে।

ততক্ষণে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

বাবলু হাতের কাছে কিছু না পেয়ে মুঠো-মুঠো বালি নিয়েই ছুড়তে লাগল ওদের চোখে। দেখাদেখি নয়নও।

চোখে বালি পড়ায় লোকগুলো পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল।

বাবলু আর নয়ন তখন প্রাণপণে ছোটা শুরু করল ঝাউবনের দিকে। কিন্তু শুকনো ঝুরো বালির ওপর দিয়ে কি ছোটা যায়? তার ওপর মরুভূমির মতো এই দীর্ঘ পথ? যায় না। তাই ওদের হাঁকডাকে আরও

একদল এসে ঘিরে ফেলল ওদের।

চোখে বালি পড়া লোকগুলো ওদের কী যেন বলল। বলতেই ওরা শক্ত করে ওদের দু'জনকে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল বেশ কিছুটা দূরের দিকে। তারপর খুব শক্ত করে ওদের দু'জনের হাত-পা বেঁধে ঢুকিয়ে দিল একটা ঝুপড়ি-ঘরে।

॥ ৫ ॥

ঘর। শুধুই ঘর। বালির ওপর বাঁশ বাখারির শক্ত কাঠামোয় একটা পাতার ছাউনি। কিন্তু এই অপহরণকারীরা কি তারাই, বাবলুকে যারা হন্যে হয়ে খুঁজছে? কে জানে তারাই কিনা! যদি তারাই হয়, তা হলে অবধারিত যে এদের হাত থেকে আর ওদের মুক্তি নেই। বাবলুর তো নয়ই। নয়নেরও না।

নয়ন বলল, "তোমাকে এখানে না আনলেই হত বাবলু। যে ভয়ে তুমি পুলিশের কাছে গেলে না, একটু ভুলের জন্য সেই গাড্ডাতেই তোমাকে পড়তে হল।"

বাবলু বলল, "নিয়তি কেন বাধ্যতে।"

"আসলে আমি ভাবতেও পারিনি তুমি এই চক্রে পড়েছ বলে। তা হলে আমি কখনওই এদিকে আসতাম না।"

"আমার মনে হয় ওরা অনেকক্ষণ ধরে 'ফলো' করেছে আমাদের।"

"হতে পারে। শয়তানের কাজই তো এই।"

"কিন্তু ওরা আমাদের এইখানে ঢুকিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল?"

"হয়তো দলের লোকেদের খবর দিতে। এ এমন জায়গা, যেখানে আমাদের খুন করে পুঁতে রাখলেও কেউ দেখতে আসবে না।"

ধীরে-ধীরে সন্ধে নেমে এল। সমুদ্রের ভয়ঙ্কর গর্জন ভয়ঙ্করতর হল এবার। নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে গেল চারদিক। বন্দি অবস্থায় ওরা অনেক চেষ্টা করল পরস্পরের বাঁধন খুলে দেওয়ার। কিন্তু পারল না।

অনেক পরে কাদের যেন পদশব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে অস্পষ্ট কথাবার্তা।

বাবলু নয়নকে বলল, "শোনো, আমরা নিজেদের মুক্ত করতে না

www.boiRboi.blogspot.com

পারলেও বুকে হেঁটে ঘরে ঢোকবার মুখে একপাশে সরে যাই চলো। যাতে ওরা সহসা আমাদের দেখতে না পায়। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

বাবলুর কথামতোই কাজ হল।

আগন্তুকদের কথাগুলো এবার স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা।

একজন বলল, "কী লোকই তুমি পাঠালে বান্ধবদা, একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার করে এল।"

"মাইকের কাছে কী করে মুখ দেখাব বলো তো? তবে রমনকে কিন্তু আমি ছাড়ব না।"

"তোমার বাবার খবর কিছু পেলে?"

"খুবই খারাপ খবর। বাবাকে মেরেই ফেলেছে ওরা।"

"সবচেয়ে ভুল করেছে ওরা ছেলেটাকে আনতে গিয়ে।"

ওখানকার পুলিশ যা খেপেছে না, জেলায়-জেলায় স্টেটে-স্টেটে খবর পাঠিয়েছে।"

"ছেলেটা যে এদিকে এসেছে, তুমি খবর পেলে কী করে?"

"আমি মাসেনুর ওখানে বসে ছিলাম, এমন সময় ফোন এল। এদিকে মাসেনু যে আমার লোক, তা ওরা জানত না।"

"ছেলেটার ব্যাপারে তা হলে কী সিদ্ধান্ত নিলে?"

"কোনওমতেই ওকে বাঁচিয়ে রাখা নয়। এইখানে মেরে ঘরের ভেতরই পুঁতে দেব।"

"সঙ্গে মেয়েটা যে আছে?"

"ওটারও একটা ব্যবস্থা হবে। ওর দাদাটাকে আটকে রেখেছে ভিক্টর, ওকে রাখবে মাইক।"

"দাদাটা আছে কোথায়?"

"বোরাগুহার জঙ্গলে।"

"কিন্তু ছেলেটাকে তুমিই তো কিডন্যাপ করেছিলে ভাই।"

"কেন করব না? পুলিশের গুলিতে আমাদের কতজন মারা গেল বলো তো? মাইকের ভাইটা গেল। তা ছাড়া আমাদের সমস্ত প্ল্যান বানচাল করে দিল ওর বাবা। ভিক্টরের রাগও তো ওই একই কারণে।

ভাইজাগে যে ব্যাঙ্কে ওরা ডাকাতি করেছিল, সেখানে লকার ভেঙে দেখল কোথাও কিচ্ছু নেই। শূন্য লকার সব। তার মানে এইরকম হবে বা হতে পারে জেনে আগেভাগেই আমানতকারীদের গোপনে সাবধান করে জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে বলেছিল।"

"খুব বুদ্ধিমান লোক তো!"

"তা না হলে অতবড় একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়?"

"তবে যাই বলো না কেন ভাই, লোকটাকে কিন্তু সৎ লোক বলতে হবে।"

"মাথামোটা। এখন সততা ধুয়ে জল খাক এবার। আমাদের কথা যেমন শুনল না, আমরাও তেমনই বদলা নিতে ছাড়লাম না। ছেলেটাকে নিয়ে এসে প্রথমে এই ঘরেই রেখেছিলাম। মারতে গিয়েও মারতে পারিনি। বাধা দিল ভিক্টর। যদিও মাইকের সঙ্গে ওর আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, তবুও আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনে নিল ছেলেটাকে। বলল, একে দিয়ে খারাপ কাজ করিয়ে এমন দাগি করিয়ে দেবে যে, ওর বাপ তখন লজ্জায় মুখ ঢাকতে গলায় দড়ি দিতে পথ পাবে না।"

ওদের এই সমস্ত কথাবার্তা শুনে একদিকে মৃত্যুভয় অন্যদিকে আশার আলো দুটোই দেখতে পেল ওরা।

বাবলু চাপা গলায় নয়নকে বলল, "আমাকে ওরা মারবেই। কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাবে। তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও তা হলে ওদের বাধ্য হোয়ো। পরে কখনও সুযোগ পেলে উদ্ধার কোরো দাদাকে।"

নয়ন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "এই অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না বাবলু, তবু তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার একটু ভুলের জন্যই তোমার এই বিপদ।"

"এ-কথা একবারও মনে এনো না। এই দূর দেশে আমি যে ওদের শিকার হয়ে এলাম, সেটা নিশ্চয়ই তোমার ভুলে নয়?"

হঠাৎ কয়েকটি পায়ের শব্দ ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল।

বান্ধবের গলা শোনা গেল, "দাশরথি, তুমি মেয়েটাকে নিয়ে এসো। তারপর ওকে অজ্ঞান করিয়ে 'ফোর জিরো নাইন'-এ শুইয়ে দাও। তা

www.boiRboi.blogspot.com

হলেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে মেয়েটা।"

"ছেলেটাকে কী করব?"

"মুরগির মতো গলাটা কেটে পুঁতে দেবে বালিতে। ছুরি আছে তো কাছে?"

"ভেতরেই আছে সব। হ্যারিকেন, দেশলাই, ছুরি, কাটারি, শাবল, কোদাল, সব আছে।"

কথা বলতে-বলতেই দাশরথি নামে লোকটি টর্চ হাতে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল। এই অঞ্চলের সমস্ত ঝুপড়িগুলিই এইরকম। সম্ভবত সামুদ্রিক ঝড় ও ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্যই এই ব্যবস্থা। অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে না ঢুকলে ঢোকা যাবে না ভেতরে।

দাশরথি ভেতরে ঢুকে কাউকেই না দেখে অবাক হয়ে গেল! ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "এখানে তো কেউ নেই। গেল কোথায়? পাখি ফুড়ুত হয়ে গেল নাকি বান্ধবদা?"

"নেই মানে?"

"নেই মানে, নেই।"

উত্তেজিত বান্ধবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার, "যাবে কোথায়? ভাল করে দ্যাখ। আলোটা জ্বাল আগে।"

দাশরথি দেশলাই খুঁজে হ্যারিকেন জ্বালতেই দেখতে পেল দু'জনে গুটিশুটি মেরে উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে নিশ্চুপ শুয়ে আছে।

আলো জ্বলতেই বাবলু দেখল চোখের সামনে ছুরি-কাটারি সবই আছে। গর্ত খোঁড়বার জন্য শাবল-কোদালও আছে একপাশে। কিন্তু ওর হাত-পায়ের বাঁধন এমনই যে, সেসব কোনও কাজেই লাগবে না ওর।

দাশরথি কঠিন গলায় নয়নকে বলল, "চলো, তোমার ডাক পড়েছে।"

নয়ন বলল, "এইভাবে হাত-পা বাঁধা থাকলে কেউ যেতে পারে?"

"এইভাবেই যেতে হবে।" বলে ওর পা দুটো ধরে বালির ওপর দিয়ে ওকে টানতে-টানতে বাইরে বের করে নিয়ে গেল।

ঘর ফাঁকা। বাবলু আর এক মুহূর্তও দেরি করল না তাই। মরবার

আগে বাঁচবার জন্য শেষ চেষ্টা একবার করতেই হবে। হাত-পা বাঁধা, তাই গড়িয়ে-গড়িয়ে বাঁশের খুঁটির কাছে চলে গেল, যেখানে ধারালো ছুরিটা খুঁটির গায়ে গোঁজা আছে। সেইখানে গিয়ে ও মুখে করে ছুরিটা টেনে নিয়ে বালির ওপর ফেলল প্রথমে। তারপর অতি কষ্টে পেছন ফিরে ছুরিটা কুড়িয়ে নিল। এবার সেটা ঘষে-ঘষে হাতের দড়িটাকে অল্প একটু কেটেই জোরে একটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল দড়িটাকে। তারপর ওই ছুরির সাহায্যেই চটপট কেটে ফেলল পায়ের বাঁধন। উঃ কী কষ্ট! সর্বাঙ্গ যেন ব্যথা হয়ে গেল।

বাইরে তখন সাড়াশব্দ নেই কারও। মনে হচ্ছে নয়নকে পাচার করে তবেই ওরা আসবে। বাবলু এ-যাত্রা রক্ষা করবেই নিজেকে। কিন্তু নয়নের কী হবে?

বাবলু এখন সেই বাবলু। এই মুহূর্তে দারুণ সাহসী হয়ে শিরদাঁড়া টান করে ছোরাটা সঙ্গে নিল। ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে দেখল কোথাও আর কিছু পাওয়া যায় কিনা। না। সেরকম কিছুই নেই। তবে এক জায়গায় একটি কাঁধে ঝোলা ব্যাগ দেখে এগিয়ে গেল সে। ঝোলা হাতড়ে শ'তিনেক টাকা পেল। এটা এখন খুবই কাজে লাগবে ওর। তারপর একটা শাবল নিয়ে চাড় দিয়ে ঘরের পেছনদিকটা ছাড়িয়ে ফেলল। এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দারুণ একটা ঝুঁকির কাজ। অর্থাৎ ঘরটায় আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রাতের অন্ধকারে আগুন জ্বললে ও যেদিকেই যাক না কেন সকলেই দেখে ফেলবে ওকে। ও তাই অনেক ভেবেচিন্তে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে ঘর থেকে বেরোবার মুখ যেদিকে সেইদিকে খানিকটা জায়গায় কেরোসিন ছিটিয়ে দেশলাইটা ধরিয়ে দিয়েই পালাল। আগুন জ্বলতে লাগল একটু-একটু করে।

বাবলু যখন অনেকটা দূরে নিরাপদ ব্যবধানে, ঠিক তখনই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আগুন জ্বলতেই বস্তির লোকজন হইহই করে ছুটে এল সব। মানুষ, কুকুর সকলেই। তারপর বালি ছুড়ে-ছুড়ে সেই আগুন নেভাবার সে কী চেষ্টা!

বাবলু তখন নিষ্কণ্টক। জনহীন বস্তির ভেতর দিয়ে ছুটে সেই গ্রাম্য

www.boiRboi.blogspot.com

পথ ধরে শ্রীকুর্মমের বাজারে। অনেকটা পথ। ছুটে-ছুটে হাঁফিয়ে গেল। এক জায়গায় একটি গাছতলায় ত্রিপল ঢাকা জিনিসপত্র বোঝাই একটি ট্রাক ছাড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। বাবলু অন্ধকারের আড়ালে থেকে ট্রাকের নম্বর দেখেই অবাক! ও স্পষ্ট দেখতে পেল নম্বর-প্লেটে যা লেখা আছে তা হল 'ফোর জিরো নাইন'। অর্থাৎ এই ট্রাকবাহনেই পাচার করবে নয়নকে। সত্যি, কী দুর্ধর্ষ শয়তান এরা!

দু'জন লোক ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। একজন বলল, "ইন্দুচেতনো আলসেম্ চেয়েস্তানাড়ু?" (এত দেরি করছে কেন রে বাবা?)

আর-একজন বলল, "এদো ওগটে কারণম আইউন্টাদে।" (হয়তো সুবিধে করতে পারছে না, তাই।)

বাবলু ওদের ভাষা কিছুই বুঝল না। তবে এটুকু বুঝল কারও আসার জন্যই অপেক্ষা করছে ওরা। নিশ্চয়ই নয়নকে ওরা নিয়ে আসবে এখানে এবং এই 'ফোর জিরো নাইনেই' পাচার করবে।

বাবলু ওত পেতে বসে রইল কখন ওরা আসে এই আশায়। যেভাবেই হোক এই ট্রাকে ওকেও যেতে হবে। ট্রাকের হদিস যখন পাওয়া গেছে তখন নয়নকে বেহাত হতে কিছুতেই দেবে না ও।

বাবলু ট্রাকে ওঠবার একটা সহজ পথ আবিষ্কার করল এবার। যে গাছের নীচে অন্ধকারে ট্রাকটা অপেক্ষা করছিল, ও ধীরে-ধীরে সেই গাছের ওপর উঠে বসে রইল চুপ করে। ভাবটা এই, ট্রাক ছাড়লেই নেমে পড়বে ট্রাকের মাথায়।

অনেক পরে ড্রাইভার বলল, "আদগো অস্তন্নাডো।" (ওই আসছে।)

সঙ্গের লোকটি এগিয়ে গেল একটু।

বাবলু দেখল অচৈতন্য নয়নকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসছে বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক। সম্ভবত এই লোকটাই মাইকের ডান হাত। অর্থাৎ কিনা দুর্জন বান্ধব। একে ঘন কালো লম্বা চেহারা, তার ওপর একটা চোখ আবার ট্যারা। বাবলুর মনে হল একটা পাথর ছুড়ে মেরে দেয় লোকটার মুখে। কিন্তু মনে হলেও তা সে করল না। মনে-মনে ও একটা অন্য মতলব আঁটল। এই ট্রাকে দড়ির অভাব ছিল না। হাত

বাড়িয়ে সেই দড়ি একটা তুলে নিয়ে তার এক প্রান্তে একটি ফাঁস করে অন্য প্রান্তটি বেঁধে রাখল ট্রাকের সঙ্গে। তারপর সেটা গুঁজে রাখল একপাশে।

বান্ধবের পিছু-পিছু আর-একজন আসছে কাঠের একটি মস্ত পিপে নিয়ে। পিপেটা গড়াতে-গড়াতেই নিয়ে এল সে। বাবলু বুঝতে পারল এর ভেতরে করেই নয়নকে ওরা নিয়ে যাবে যেখানে নিয়ে যাওয়ার।

ওরা দু'জনেই ট্রাকের কাছাকাছি চলে এল।

ট্রাকের মধ্যে কী যে ছিল, তা ওরাই জানে। সম্ভবত মাদক দ্রব্যেই ভর্তি এর ভেতরটা। এই ধরনের অপরাধীদের যানবাহনে এ ছাড়া আর কীই-বা থাকবে ?

যে লোকটি পিপেটাকে নিয়ে আসছিল সে তখন ট্রাকে উঠে ত্রিপল সরিয়ে পিপেটাকে কায়দা করে বসাল। তারপর বান্ধব নয়নকে ওর হাতে দিলে ও নয়নকে পিপের মধ্যে পুরে আবার ত্রিপলটা ঢাকা দিল।

বাবলু তখন চুপিসারে নেমে এসেছে ট্রাকের ওপর। যে লোকটি ত্রিপল ঢাকা দিয়ে বাঁধাছাঁদা করছিল সে এবার কাজ সেরে যেই না নামতে যাবে বাবলু অমনই পেছনদিক থেকে এক লাথি মারল লোকটাকে। লোকটা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। তারপরই নট নড়নচড়ন।

'কী হল, কী হল' করে ছুটে এল সকলে।

ড্রাইভার বলল, "এনটি বিচিত্রম লোরিমেদোনণ্ডী পারপাইনাড়ু ?" (কী করে পড়ল লরি থেকে ?)

বাবলু তখন গাছের ডালে।

সকলে ভাবল নামতে গিয়ে পা হড়কে অথবা কোনও কারণে মাথা ঘুরেই পড়ে গেছে বুঝি !

লোকটির তখন কথা বলারও শক্তি নেই।

বান্ধব লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর ড্রাইভারকে হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি ট্রাক নিয়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

এই আর-একটা সুযোগ। বাবলু এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল।

বান্ধব যখন ঝুঁকে পড়ে লোকটির অবস্থা দেখতে গেল ঠিক সেই

www.boiRboi.blogspot.com

সময়ই গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার। বাবলু অমনই গাছের ডাল থেকে ট্রাকের মাথায় নেমে এসেই দড়ির ফাঁসটা লটকে দিল বান্ধবের গলায়। মুহূর্তের ব্যাপার। ঝুঁকে থাকা শয়তানের গলায় মালার মতন আটকে গেল ফাঁসটা। ড্রাইভার বা তার সহকারী টেরও পেল না কী কাণ্ডটা হয়ে গেল ওদের চোখের আড়ালে। ওরা সজোরে ট্রাক নিয়ে একরাশ ধুলো উড়িয়ে মাটির রাস্তা পার হয়ে পিচ রাস্তায় উঠে পড়ল।

ধুলোর কুণ্ডলী সরে গেলে দেখা গেল একটা লাশ দড়ির ফাঁসে আটকে ট্রাকের সঙ্গে ঝুলছে। কী ভয়ানক দৃশ্য ! সে-দৃশ্য দেখা যায় না। তবে কিনা শয়তানের অন্তিম পরিণতি এইভাবেই হয়। বাবলু পকেট থেকে ছুরিটা বের করে কেটে দিল দড়িটা। একটা বেওয়ারিশ লাশ পড়ে রইল পথের ধুলোয়।

পণ্যবাহী ট্রাক শাঁ-শাঁ করে ছুটে চলল রাজপথ দিয়ে। বাবলু নিজেও জানে না কোথায় চলেছে সে। সংজ্ঞাহীন নয়নের জ্ঞান ফিরবেই বা কতক্ষণে ?

ও ধীরে-ধীরে দড়ি ধরে একটু-একটু করে সরে এল নয়ন যেদিকে আছে সেইদিকে। তারপর দড়ি টেনে আলগা করে ত্রিপলের মুখটাকে এমনভাবে সরিয়ে দিল যাতে খোলা হাওয়ায় সহজেই জ্ঞান ফিরে আসে ওর।

খোলা হাওয়ায় বাবলুর প্রচণ্ড শীত করছে। কিন্তু উপায় কী ? ট্রাক না থামলে নামা যাবে না, আবার নয়নকে না নিয়ে যাওয়াও যাবে না। তবু একটু কায়দা করে ত্রিপলের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে নিয়ে মুখটা বের করে চুপচাপ বসে রইল সে । একসময় আলো-ঝলমল একটি শহরের দেখা পেল। এটা নিশ্চয়ই শ্রীকাকুলাম। নয়নের মা এখন কী করছেন কে জানে ? হয়তো কেঁদেকেটেই সারা হচ্ছেন মেয়ের জন্য।

অনেক পরে মনে হল পিপেটার ভেতরে একটু যেন নড়াচড়ার শব্দ। বাবলু বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখল, কিন্তু অন্ধকারের জন্য কিছু বুঝতে পারল না।

ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতেই বাবলু এবার একটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল নয়নকে।

নয়ন সেই হাতটা শক্ত করে ধরল। তারপর সামান্য একটু টিপেটুপে দেখে বলল, "কে ?"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "আমি বাবলু।"

নয়ন বলল, "তুমি এখানে কী করে এলে ?"

"এসব কথা এখন বলা যাবে না। পারো তো পিপেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো।"

নয়ন আর দ্বিরুক্তি না করে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এল পিপের ভেতর থেকে। তারপর আবার কৌতূহলী প্রশ্ন ছুড়ে দিল, "কোথায় চলেছি আমরা ?"

"সে তো তুমি বলবে। আমি কি পথঘাট চিনি ?"

"শ্রীকাকুলাম পেরিয়ে এসেছি মনে হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ। ওই তো দূরে শ্রীকাকুলামের আলো দেখা যাচ্ছে।"

"বুঝেছি, আমরা এখন চলেছি ভিজিয়ানাগ্রামের দিকে। ভিজিয়ানাগ্রাম জানো তো ? অতীতের বিজয়নগরম।"

বাবলু চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, "তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। এরা নিশ্চয়ই আমাদের ভাইজাগেই নিয়ে যাবে।"

"খুব ভাল হয় তা হলে! কিন্তু ভাইজাগে আমরা থাকব কোথায় ? তোমার কোনও ঠেক জানা আছে ?"

"তুমি তা হলে আমার কথাগুলো তখন মন দিয়ে শোনোনি। বললাম না আমার বাবা আছেন ভাইজাগে।"

"সরি। একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাইজাগ এখান থেকে কতদূর ?"

"এখনও চার ঘণ্টার পথ। তবে এইভাবে গেলে সাড়ে তিন ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।"

ওরা দিব্যি খোলা হাওয়া থেকে গা বাঁচাবার জন্য গুটিশুটি মেরে ত্রিপলের ভেতরে ঢুকে বসে রইল।

নয়ন বলল, "এবার নিশ্চয়ই বলবে, ওদের হাত থেকে তুমি-ছাড়া পেলে কী করে ?"

বাবলু বলল, "শয়তানের হাত থেকে ছাড়া কি পাওয়া যায় ? অনেক

www.boiRboi.blogspot.com

চালাকি করে তবেই পালিয়ে বেঁচেছি।" বলে যা যা হয়েছিল সব বলল।

নয়ন অবাক বিস্ময়ে বলল, "অন্য কেউ হলে বিশ্বাস করতাম না। তুমি বলেই করছি। কেননা ওই বিপদের জালে আমিও জড়িয়েছিলাম। তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিজের কানে শুনেছি। এবং এও জেনেছি ওদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। তাই অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার ঘটনা শুনে। ওরা আমাদের এত জোরে বেঁধেছিল যে, কেউ চেষ্টা করেও কারও বাঁধন খুলতে পারিনি। সেক্ষেত্রে তোমার সাহসের সত্যিই তুলনা নেই।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা থাক। এখন আমাদের একটাই ভরসা যে, আমাদের চরম শত্রু নিপাত গেছে। দুর্জন বান্ধবের অন্তিম পরিণতিতে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ তুমি ?"

"সে-কথা কী বলতে হয় ?"

"তাই এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে বোরাগুহার জঙ্গলে ঢুকে ভিক্টরের কবল থেকে তোমার দাদাকে উদ্ধার করা। সে যে বেঁচে আছে, এর চেয়ে সুখবর আর কিছুই হতে পারে না।"

আবার একটা আলোর শহর।

নয়ন বলল, "বিজয়নগরম। ওই, ওই দ্যাখো ফোর্ট। কলিঙ্গ রাজাদের রাজপ্রাসাদ ওর ভেতরেই আছে।"

বাবলু দেখল মেইন রোডের গায়েই ডান দিকে আলো-অন্ধকারে ইতিহাসের একটি অধ্যায় যেন দুর্গের আকার নিয়ে রহস্যময় হয়ে আছে।

ট্রাকের গতি এখানে এসে আরও দ্রুত হল। এক-এক সময় মনে হতে লাগল রাস্তা থেকে ছিটকে খাদে পড়ে যাবে বুঝি।

এর পরই শুরু হল পাহাড় ও জঙ্গলের দেশ। কাছে-দূরে কত পাহাড়। পাহাড় আর পাহাড়। নির্জন পথ, গভীর অরণ্য আর অন্তহীন নিস্তব্ধতা। একসময় দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ভীষণ গতিতে যেতে-যেতে এমনই দিশেহারা হল যে, চুঙ্গি আদায়ের বেড়া ভেঙেই ছুটে চলল ট্রাক।

ব্যস! কিছু পরেই দেখা গেল পুলিশের গাড়ি। একটা নয়, দুটো নয়,

ঝাঁকে-ঝাঁকে গাড়ি এসে যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলল ওদের।

দেখতে-দেখতে ভাইজাগ এসে গেল।

সম্ভবত এখানকার পুলিশ ফোনে খবর পেয়ে এমনভাবে তৈরি ছিল যে, চারদিক থেকে ব্যারিকেড তৈরি করল ট্রাকের গতিরোধ করবার জন্য। থামল ট্রাক। ড্রাইভার আর ক্লিনার নেমে পালাবার চেষ্টা করতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ল তারা।

পুলিশ এসে ট্রাকভর্তি চোরাই জিনিসপত্রের সঙ্গে বাবলু আর নয়নকেও উদ্ধার করল।

একজন ইনস্পেক্টর এসে জিজ্ঞেস করলেন, "হু আর ইউ ?"

বাবলু বলল, "উই আর দেয়ার ক্যাপটিভ্‌স। দে ক্যাপচার্ড আস ফ্রম শ্রীকাকুলাম।"

"ও মাই গড।"

নয়ন এবার ইনস্পেক্টরকে তেলুগু ভাষায় বুঝিয়ে বলল যে, যদিও ওদের বাড়ি শ্রীকাকুলামে, তবুও ওর বাবা একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এবং তিনি ভাইজাগেই আর. টি. সি. কমপ্লেক্স-এর কাছে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। অতএব উনি যেন ওদের দু'জনকে সেখানেই পৌঁছে দিয়ে আসেন।

ইনস্পেক্টর একটুও দেরি না করে ওদের দু'জনকে তাঁর জিপে চাপিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

সে-রাতে জেগেই ছিলেন নয়নের বাবা দেবরাজবাবু। অধীর আগ্রহে তিনি ভোরের প্রতীক্ষা করছিলেন। রাত প্রায় দশটা নাগাদ নয়নের মা তাঁকে ফোনে জানিয়েছেন নয়নের ফিরে না আসার কথা। ছেলের পরে মেয়ে। দেবরাজবাবু কী যে করবেন কিছু ভেবে পাচ্ছিলেন না। মেয়ে হারানোর ব্যাপারটা পুলিশকে তিনি জানিয়েছিলেন। নয়নের মায়ের অভিযোগক্রমে পুলিশ শ্রীকুর্মমের সমুদ্রসৈকতে নয়নের স্কুটারটিকেও উদ্ধার করেছে। পুলিশ কিন্তু নয়ন ও বাবলুর কোনও হদিস পায়নি। বরং একটি অগ্নিদগ্ধ ঝুপড়ি দেখে অন্যরকম সন্দেহ যে করছে, সে-কথাও জেনেছেন তিনি। তাই রীতিমত তৈরি হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন ভোরের

www.boiRboi.blogspot.com

প্রথম বাসেই শ্রীকাকুলামে যাওয়ার।

এমন সময় ডোর-বেল বেজে উঠল।

এইসব দুর্ঘটনার পর থেকে উনি সাড়া না দিয়ে দরজা খোলেন না। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "কে ?"

নয়নের গলা শোনা গেল, "বাবা আমরা, শিগ্‌গির দরজা খোলো।"

নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না দেবরাজবাবু। বললেন, "কে রে, নয়না ?" বলেই দরজা খুলে নয়ন ও বাবলুকে দেখে চমকে উঠলেন। সেইসঙ্গে পুলিশ।

ইনস্পেক্টর বললেন, "হিয়ার আর ইয়োর সন অ্যান্ড ডটার। লাকস টু গেট দেম ইজিলি।"

দেবরাজবাবু বলেন, "থ্যাঙ্কস।"

নয়ন তো মুক্তির আনন্দে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বাবাকে। তারপর বলল, "জানো তো বাবা, তোমাকে একটা সুখবর দিই। দাদা বেঁচে আছে। এমনকী কোথায় আছে তাও জেনেছি আমরা।"

দেবরাজবাবু বললেন, "সত্যি, সত্যি বলছিস ? ভুল শুনিসনি তো ?"

"না বাবা। তোমাকে কথা দিচ্ছি দাদাকে আমরা উদ্ধার করবই। আর এই যে দেখছ ছেলেটাকে, এর নাম বাবলু। আমাকে ওই শয়তানের কবল থেকে পুলিশ কিন্তু উদ্ধার করেনি। করেছে এই ছেলেটা। এ না থাকলে এরা যে আমাকে কোথায় নিয়ে যেত, কী করত, তা কে জানে ?" বলে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা বলল নয়ন।

দেবরাজবাবু সব শুনে সমাদরে বাবলুকেও বুকে টেনে নিলেন। তারপর ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলেন বাড়িতে। ওদিক থেকে নয়নের মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই বললেন, "শুনছ, নয়নকে পাওয়া গেছে...হ্যাঁ হ্যাঁ, দু'জনেই আছে...ওকে দিচ্ছি...আর-একটা ভাল খবরও আছে, সেটা ওর মুখ থেকে শোনো।"

বাবার কথা বলা শেষ হতেই নয়ন ছুটে গেল ফোনের কাছে। তারপর রিসিভার নিয়ে বলল, "মা, আমরা খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। তবে ওই ছেলেটার জন্যই রক্ষা পেলাম এ-যাত্রা। ও অসাধারণ। আর শোনো, ওদের ওখান থেকে জানতে পারলাম দাদাকে

ওরা বোরাগুহার জঙ্গলে রেখেছে। দাদাকে আমরা উদ্ধার করবই।...না, না, আমি এখন যাব না। দাদা আর আমি দু'জনে একসঙ্গে যাব। রীতিমত অ্যাডভেঞ্চারের মজা পেয়ে গেছি আমি। তুমি একটু সাবধানে থেকো, কেমন? আর শোনো, ওই বান্ধব শয়তানের শয়তানির দিনও শেষ হয়ে গেছে। মাইকও এবার ধরা পড়ল বলে! ওর জিনিসপত্র বোঝাই ট্রাক চালকসমেত আটক করেছে পুলিশ।"

নয়ন ফোন রাখলে বাবলু বলল, "এবার আমাকেও যে একটা ফোন করতে হয় বাড়িতে।"

দেবরাজবাবু বললেন, "কলকাতায় তো? দাঁড়াও, ধরে দিচ্ছি।"

চাওয়ামাত্রই লাইন পাওয়া গেল।

বাবলুর বাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল ওপার থেকে, "কে রে, বাবলা?"

"হ্যাঁ বাবা। আমি বেঁচে আছি এবং সুস্থ আছি। আমার জন্য কোনওরকম চিন্তা কোরো না তোমরা। আমি শ্রীকাকুলাম হয়ে ভাইজাগে আছি এখন। খুব নিরাপদ আশ্রয়েই আছি। তুমি কাল সকালেই সকলকে বলে দেবে এখানে চলে আসতে। এখানকার ঠিকানা...কী বললে? ওরা অলরেডি বেরিয়ে পড়েছে আমাকে খুঁজতে? দীপাদির কথামতো ভাইজাগেই আসছে? কবে উঠেছে গাড়িতে?...তার মানে তো আজকের ভোরেই নামবার কথা? 'করমণ্ডল'-এ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মাকে একবার দাও।"

মায়ের সঙ্গে কথা বলে ফোন রাখল বাবলু।

নয়ন বলল, "কী কথা হল ফোনে?"

"আমার বন্ধুরা সব দলবল নিয়ে এখানেই আসছে।"

আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল নয়ন, "ওঃ, কী মজাটাই না হবে তা হলে!"

দেবরাজবাবু বললেন, "করমণ্ডলে আসছে তো? করমণ্ডল এখানে আসে ভোর সাড়ে চারটেয়। এখন তিনটে। তার মানে এখনও ঘণ্টাদেড়েক সময় হাতে আছে আমাদের। তা ছাড়া এক-আধ ঘণ্টা লেটও থাকে। মোট কথা, ঠিক সময়েই আমরা গিয়ে নিয়ে আসব ওদের।"

www.boiRboi.blogspot.com

বাবলু বলল, "এখানে কাছাকাছির মধ্যে কোনও শস্তার ভাল 'লজ' নেই?"

"অজস্র লজ আছে এখানে। কিন্তু তোমরা লজে থাকবে কেন?"

"কোথায় থাকব তা হলে? আপনার এই ঘরে আমাদের এতজনকে কুলোবে কেন? দীপাদির জগদম্বার বাড়িতেও আমরা যাব না। তা হলে যে কাজের জন্য আমরা এসেছি, সেই কাজের প্রচণ্ড অসুবিধে হবে। আমরা কে, কারা, কেন এসেছি শত্রুপক্ষকে ঘুণাক্ষরেও তা জানতে দিতে চাই না।"

নয়ন বলল, "ওরা তোমাদের চেয়েও অনেক চালাক মশাই। ওরা সব জানে।"

"তবুও আমাদের আলাদা থাকাই ভাল।"

দেবরাজবাবু বললেন, "বেশ। তা হলে কমপ্লেক্সের সামনেই একটা ভাল লজ আছে। আমার চেনাজানা। আমি সেখানেই তোমাদের ব্যবস্থা করে দেব।"

"খুব ভাল হয় তা হলে!"

"এখন আর কথা না বলে তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে নাও। আমি তোমাদের কিছু খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।"

নয়ন বলল, "খুব খিদে পেয়েছে বাবা। কাল রাত থেকে কিছুই খাইনি দু'জনে।"

"সে আমি জানি।"

ওরা এক-এক করে বাথরুমে ঢুকল।

তারপর বেশ তরতরে, ঝরঝরে হয়ে তোয়ালেয় মুখ মুছে যখন চেয়ারে এসে বসল দেবরাজবাবু তখন ওদের জন্য বিস্কুট, কলা আর টোস্টের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। নয়ন এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। হিটারে জল চাপিয়ে লেগে গেল কফি করতে।

সব হয়ে গেলে তিনজনেই খেতে বসল একসঙ্গে।

ঘড়ির কাঁটায় এখন ভোর চারটে। চারদিকে এখনও অন্ধকার। আকাশভর্তি তারা। ঘুমন্ত ভাইজাগ একটু-একটু করে জেগে উঠছে। সামুদ্রিক বাতাসের জন্য এখানে এখন বসন্তকাল। কী সুন্দর

আবহাওয়া।

ওরা ঘরে তালা দিয়ে সকলে চলল স্টেশনে।

বাইরে আসতেই 'অটো' পেয়ে গেল।

শহরের পিচঢালা পথ বেয়ে ওরা স্টেশনে পৌঁছল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। ট্রেন আজ রাইট টাইমেই রান করছে। তাই ঠিক চারটে তিরিশ মিনিটেই করমণ্ডল এক্সপ্রেস বিশাখাপত্তনমে প্রবেশ করল।

বাবলু নয়নকে নিয়ে একদিকের গেটে দাঁড়াল, দেবরাজবাবু থাকলেন অন্য গেটে। চেহারার বর্ণনা যা পেয়েছেন তার ওপর সঙ্গে কুকুর, দেখলেই ধরবেন।

কত লোক যে নামল ট্রেন থেকে, তার ঠিক নেই। কিন্তু ওরা কোথায়? ওরা নেই কেন?

হঠাৎ পঞ্চুর ভৌ-ভৌ ডাক শুনে সচকিত হল বাবলু। সে যে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, তাও যেন ভুলে গেল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল, "পঞ্চু! পঞ্চু!"

আর যায় কোথা! পঞ্চু ছুটে এসে ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে সে কী গড়াগড়ি!

পঞ্চু বাবলুর মুখের দিকে তাকালে বাবলু ওর পিঠটা চাপড়ে দিয়ে সামান্য একটু আদর করল পঞ্চুকে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর দীপাদিকে আসতে দেখা গেল তখন। বাবলুকে দেখে বিস্ময়ের অন্ত রইল না কারও।

বিলু বলল, "তুই কি ম্যাজিক জানিস? তুই এখানে কোত্থেকে উদয় হলি?"

বাবলু বলল, "তার আগে বল তোরা এই ভুলটা করলি কেন?"

"ভুল!"

"নিশ্চয়ই। আমি কোথায় গেলাম না গেলাম সে-ব্যাপারে 'কনফার্মড' না হয়েই তোরা এখানে চলে এলি যে?"

"আমরা কনফার্মড হয়েই এসেছি, বাবলু। দুর্বৃত্তরা গুরুতর আহত অবস্থায় দয়ালবাবুকে ডুমুরজলায় ফেলে দেয়। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যুকালীন যে জবানবন্দি তিনি দেন তাতেই

www.boiRboi.blogspot.com

আমরা জানতে পারি ওঁর ছেলে আলাদা একটা দল করে শ্রীকাকুলামের সমুদ্রতীরে আস্তানা গেড়েছে। এবং ওরই বিপক্ষ একটি দল নিয়ে এসেছে তোকে। তারা অনেকেই মাইকের লোক। তাই আমরা ধরে নিয়েছিলাম ওরা তোকে নিয়ে এইদিকেই আসবে। সেইজন্যই আমাদের আসা।"

বাবলু আশপাশ একবার ভালভাবে দেখে নিয়ে বলল, "দয়ালবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ছেলেও নিপাত গেছে।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম!"

বাবলু এক চোখ টিপে এমন একটা ইঙ্গিত করল, যার অর্থ বুঝতে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একটুও অসুবিধে হল না।

ওদের কথাবার্তার ফাঁকেই নয়ন গিয়ে ডেকে আনল ওর বাবাকে।

বাবলু ওখানেই পরিচয়পর্বটা সেরে নিল। দেবরাজবাবুকে বলল, "এরাই হল আমার দলবল। ইনি দীপাদি। অনেকদিন ভাইজাগে ছিলেন।" তারপর বিলুদের বলল, "এই হল নয়ন, আর ইনি হলেন ওর বাবা দেবরাজবাবু। এখানকার একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "নয়ন, কে নয়ন? চিনলাম না তো!"

বাবলু বলল, "পরে সকলে সকলকে চিনবি। এখন চল কোনও একটা ভাল লজটজ দেখে ওঠা যাক।"

দীপাদি বললেন, "সে কী! আমাদের অতবড় বাড়িটা থাকতে তোমরা লজে উঠবে কেন?"

বাবলু বলল, "শুনুন দীপাদি, আপনার ওখানে থাকলে আমাদের কাজকর্মের খুব অসুবিধে হবে। আমাদের সব সময় মনে করতে হবে আমরা এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি। বেড়াতে এসেছি।"

"কিন্তু তোমরা যে বেড়াতে আসোনি, সেটা তো চক্রান্তকারীরা জানে।"

"তবুও আলাদা থাকতেই আমার মন চাইছে।"

দীপাদি একটু ভয় পেয়ে বললেন, "বাবলু, তা হলে আমাকেও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে থাকতে হয়। না হলে ওই বাড়িতে একা-একা আমি কী করে থাকব?"

বাবলু বলল, "আপনি বুঝছেন না কেন আপনার ওই বাড়িতেই থাকা উচিত !"

দীপাদি আর কিছুই বললেন না। বরং একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

দেবরাজবাবু একটা অটো ডেকে ঠাসাঠাসি করে বসালেন সবাইকে। তারপর কমপ্লেক্সের সামনে যে সুবৃহৎ লজটি আছে সেখানেই ওঠালেন। লজের লোকেরা দেবরাজবাবুকে না চিনলেও দেখা গেল দীপাদিকে ভালই চেনেন।

দীপাদি তেলুগুতে ওদের বললেন, "এরা আমার গেস্ট। তোমাদের সবচেয়ে ভাল ঘর যা আছে তাই এদের দাও।"

"বড় ঘর তো খালি নেই ম্যাডাম। দুটো ঘরই নিতে হবে। কিন্তু আপনার অত বড় বাড়ি থাকতে এরা এখানে উঠছে কেন কিছু তো বুঝলুম না ?"

"আসলে ওই অভিশপ্ত বাড়িতে আমি কাউকেই ঢোকাতে চাই না। তা ছাড়া এরা হয়তো দু-চারদিন থাকবে। আমি কালই চলে যাব।"

দীপাদির কথা শুনে বাচ্চু, বিচ্চু বাবলুর মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু তাকাল নয়নের দিকে। তারপর ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, "একজন নীল উর্দি পরা বেয়ারা এইমাত্র আমাদের কথা শুনে ম্যানেজারের ঘরের দিকে গেল। কুইক, ফলো হিম। ও তেলুগুতে কথা বললে আমরা কিছুই বুঝব না, তাই তোমাকে পাঠাচ্ছি। তুমি কানখাড়া করে শুনবে কাকে কী বলে ও।"

নয়ন লেখাপড়া-জানা স্মার্ট মেয়ে। কাজেই বাবলুর কথামতো সুকৌশলে লোকটির পিছু নিয়ে চলল। লোকটি ম্যানেজারের ঘরের কাছে গিয়েও কী ভেবে যেন থমকে দাঁড়াল একবার। তারপর নয়নকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, "এগড়ে এমপানি ওন্দে ?" (এখানে কী চাই ?)

নয়ন পরিষ্কার বাংলায় বলল, "এখানে খাবার জল কোথায় পাব ?"

লোকটি হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝাল যে, ওর ভাষা ও বুঝল না।

নয়ন নিজেও জানে তেলুগুভাষী এই লোকটি ওর কথা বুঝবে না। সেইজন্য লোকটিকে ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করবে বলে ইচ্ছে করেই ও বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছিল। এবার বলল, "হোয়্যার ইজ ড্রিঙ্কিং

www.boiRboi.blogspot.com

ওয়াটার ?"

লোকটি ওকে হাত দেখিয়ে অপেক্ষা করতে বলে পাশের টেবিলে রাখা ফোন তুলে কাকে যেন ফোন করল। সামান্য দু-চার কথা। বলেই রেখে দিল ফোনটা। তারপর এক জগ জল নিয়ে এসে খেতে দিল নয়নকে। নয়ন জল খেয়েই তরতর করে নীচে নেমে এল।

ততক্ষণে ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

দেবরাজবাবু বললেন, "ভালই হল। তোমাদের দিদি যখন আছেনই, তখন আর চিন্তা নেই। আমাকে তো এবার যেতে হবে।"

নয়ন বলল, "তুমি আজ আর ব্যাঙ্কে যেয়ো না বাবা। বাড়ি চলে যাও। বাড়ি তো যেতেই তুমি।"

"দেখি, কী করি ! আমাদের তো যখন-তখন কামাই করা যায় না। আজ না হলে কাল যাবই।"

"আমি কিন্তু এদের ছেড়ে যাব না বাবা। আর শোনো, দাদার ব্যাপারে তুমি যেন পুলিশকে ভুলেও কিছু বোলো না। তুমি যেন কিছুই জানো না এই ব্যাপারে, কেমন ?"

দেবরাজবাবু "আচ্ছা" বলে বিদায় নিলেন।

বাবলু বলল, "তুমি কি আমাদের সঙ্গেই থাকতে চাও নয়ন ?"

নয়ন বলল, "হ্যাঁ। তোমাদের সঙ্গ ছাড়লে আমি আমার দাদাকে কখনও ফিরে পাব না।"

বাবলু নয়নকে বলল, "যে-কাজে পাঠালাম, তাতে কিছু সুবিধে হল ?"

"হয়েছে। পরে বলব। বলিহারি চোখ তোমার !"

"লোকটার চাউনি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল আমার।"

ওরা তখন বেয়ারার সঙ্গে তিনতলায় উঠে এসেছে। লজটা থাকার পক্ষে খুবই ভাল। পাশাপাশি দুটো ঘর বরাদ্দ হল ওদের জন্য। ঠিক হল, একটাতে বাবলু, বিলু, ভোম্বল এবং অন্যটাতে বাচ্চু, বিচ্চু ও নয়ন থাকবে।

দীপা বললেন, "আমি তা হলে আসি ?"

বাবলু বলল, "আসবেন কী ? আমরাও তো আপনার সঙ্গে যাব।"

"তোমরা যাবে ?"

"যাব বইকী ! না হলে এখানে কিসের তদন্ত করতে এলাম ?"

দীপাদি বললেন, "তোমাদের ইচ্ছা।"

বাবলু বলল, "আপনার ওখানে উঠিনি বলে আপনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন আমাদের ওপর, না দীপাদি ? তা হলে বলি শুনুন। নাটক এখন জমে উঠেছে। কেননা আমরা এখন চিহ্নিত। আমরা এসে গেছি। আপনি ওদের টার্গেট, আপনিও হাজির। শত্রুও আমাদের দু'জন। তাদের জন্য আমরা ফাঁদ পাতব। আরও একজন আছে। যে কিনা সকলের শত্রু। তার কী ব্যবস্থা করা যায় দেখি। নেপথ্যে আর-একজনও ছিল। গতরাতেই তার সব খেলার শেষ।"

"কীরকম !"

"দয়ালবাবুকে আপনারা বিশ্বাস করতেন। মানুষটি হয়তো সত্যিই ভাল ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলেটি ছিল ঘোড়েল শয়তান। একদিকে সে যেমন তলে-তলে আপনাদের পরিবারের ক্ষতি করতে চেয়েছে, অন্যদিকে গতরাতে আমার প্রাণনাশের ব্যবস্থাও সে করেছিল। তবে মায়ের আশীর্বাদে আমিই তাকে নাশ করতে পেরেছি।"

"বলো কী ?"

"চু-উ-প। কেউ যেন না জানতে পারে। এখন বাঘ যতই হিংস্র হোক, শিকারি যখন তাকে শিকার করতে আসে তখন বাঘের সামান্য একটু অসতর্ক মুহূর্তই শিকারির পক্ষে যথেষ্ট। ভিক্টর মরগ্যান অথবা মাইক পান্থালু, যে যত বড় শত্রুই হোক আপনি ভাইজাগে এসেছেন এবং একা আছেন জানলে আপনার বাড়িতে পায়ের ধুলো সে দেবেই। আর তখনই—।"

দীপাদি বললেন, "অর্থাৎ আমাকেই তোমরা টোপ করতে চাইছ। কিন্তু ওই বাড়িতে একা আমি—অথচ তোমরা রইলে অন্যদিকে, ব্যাপারটা যে কীরকম হবে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বাবলু হেসে বলল, "কিছু বোঝবার চেষ্টাও করবেন না। এটাও একটা নাটক। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।"

দীপাদিরা সারারাত ট্রেন জার্নি করে এসেছেন তাই দু'ঘরের দুটো বাথরুমই দখল করে নিলেন। একটাতে ছেলেরা, একটাতে মেয়েরা।

www.boiRboi.blogspot.com

এর পর পোশাক পরিবর্তন করে বাইরে বেরনোর জন্য তৈরি হয়ে নিল সবাই।

বাবলু বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে কফির অর্ডার দিল। দীপাদিদের সঙ্গে বিস্কুট ছিল। কফি আর বিস্কুট খেতে-খেতে চলতে লাগল জোর আলোচনা।

বাবলু ওর অন্তর্ধান হওয়ার পর থেকে যা-যা হয়েছিল সকলকে সব বলল গল্পের মতো করে। সকলে তো শুনে অবাক !

বাচ্চু বলল, "তোমাদের তা হলে খুব বিপদ গেছে বলো বাবলুদা ?"

বিচ্ছু বলল, "তোমরা দু'জনেই তা হলে বাঁচিয়েছ দু'জনকে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এখন মাইক পান্থালুকেও যেমন খুঁজে বের করতে হবে তেমনই ফাঁদ পেতে ধরতে হবে ভিক্টর মরগ্যানকেও। তবে সকলের আগে উদ্ধার করতে হবে নয়নের দাদাকে। তোমার দাদার নাম কী নয়ন ?"

"আমার দাদার নাম পল্লব।"

"বাঃ। বেশ নাম তো। অত্যন্ত কাব্যিক। নয়ন আর পল্লব। এরকম সচরাচর দেখা যায় না।"

দীপাদিও সব শুনেটুনে মন্তব্য করলেন, "আমার মনে হচ্ছে তোমরাই পারবে।"

বাবলু বলল, "কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না দীপাদি। এই জায়গায় কিছু করার পক্ষে সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার যেটা, তা হচ্ছে এখানকার ভাষা। আমরা হিন্দি, ইংরেজি বুঝতে পারি, কিন্তু তেলুগু পারি না। বিপদকালে যেমন ভগবানই ভরসা, এখানে ভরসা তেমনই নয়ন। সেজন্যই ওকে আমরা আমাদের সঙ্গে রেখেছি।" কথা বলতে-বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে বাবলু ইশারায় নয়নকে একবার বাইরে যেতে বলল।

বিলু বলল, "কোথায় যাচ্ছিস ?"

"আসছি। এক মিনিট।"

ঘরের বাইরে এসে বাবলু নয়নকে জিজ্ঞেস করল, "লোকটাকে তখন ফলো করে কোনও লাভ হল ? কার সঙ্গে কথা বলল, কী করল, কিছু বুঝলে ?"

"হ্যাঁ, লোকটা সত্যিই সন্দেহজনক। কে একজন মিঃ ভার্গবম আছেন তাঁকে ফোন করে বলল, ওরা আমাদের লজেই উঠেছে। সঙ্গে গিরিজাবাবুর মেয়েও আছেন।"

"এই কথা বলল ? 'ওরা !' ভাল করে শুনেছ তো ?"

"নির্ভুল শোনা। আসলে আমি যে তেলুগু জানি, লোকটা তা ভাবতেও পারেনি ! ও আমাকে বাঙালিই ভেবেছিল।"

বাবলুর কপালে কুঞ্চনরেখা ফুটে উঠল এবার। মিঃ ভার্গবম ? তিনি আবার কোন আপদ ! ওই লোকটা ওদের ব্যাপারে তাঁকেই বা ফোন করে জানাল কেন ? বাবলুর চিন্তাভাবনা সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। তবু বলল, "তুমি কিন্তু সবসময় ওই লোকটির পিছু লেগে থাকবে। অর্থাৎ ওর পেছনেই স্পাইগিরি করতে হবে তোমাকে।"

নয়ন বলল, "করব।"

বাবলু ওকে নিয়ে আবার ঘরের ভেতরে ঢুকে বলল, "আচ্ছা দীপাদি, মিঃ ভার্গবম নামে কাউকে আপনি চেনেন ?"

দীপাদি বললেন, "কেন বলো তো ? নামটা আমার খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হঠাৎ ভার্গবমের প্রসঙ্গ এসে গেল কেন ?"

"প্লিজ, আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না। আপনি চেনেন কিনা বলুন ?"

"চিনি। আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি।"

"এবং তাঁরই ড্রাইভার দয়ালবাবু আপনাদের গাড়ি চালানোর কাজ নিয়েছিলেন, এই তো ?"

"ঠিক তাই।"

বাবলু বলল, "আপাতত আর আমার কিছু জানবার নেই। চলুন এবার ভাইজাগ শহরটার সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিই। তবে সর্বাগ্রে আপনাদের বাড়িতেই যাব আমরা।"

পঞ্চু এতক্ষণ কেমন যেন ঝিম মেরে বসে ছিল। এবার বেড়াতে যাওয়ার নাম শুনেই উঠে দাঁড়াল গা-ঝাড়া দিয়ে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তৈরি। নয়ন ও দীপাদিও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

ওরা সকলে ঘরে তালা দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতেই বিলু বাবলুকে বলল, "তোর ওটা সঙ্গে রাখবি নাকি ?"

বাবলু বলল, "বুদ্ধি করে এনেছিস তা হলে ?"

"নিশ্চয়ই। না এনে কি পারি ?"

বাবলু ওটা যথাস্থানে রেখে দু' পকেটে দুটো টোটা পুরে বলল, "থ্যাঙ্কস।"

ওরা নীচে নেমে বাইরে রাজপথে আসতেই শহরের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হল। এই ভাইজাগ ? সুন্দরী বিশাখা ? না বিশাখাপত্তনম ? যাই হোক, অতি সুন্দর। ওরা এ পি টুরিজম-এর সামনে থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে জগদম্বা কমপ্লেক্সে দীপাদিদের বাড়ি এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

॥ ৬ ॥

কী লোভনীয় বাড়ি দীপাদিদের ! পাণ্ডব গোয়েন্দারা এখানেই থাকতে পারত। কিন্তু বাবলুর আপত্তি যখন, তখন কিছু একটা নিশ্চয়ই ভেবেছে সে।

এ-বাড়ি দেখাশোনা করবার জন্যও একজন লোক ছিল। সে এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকাল ওদের।

দীপাদি সেই লোকটিকে দিয়ে সকলের জন্য ইডলি আর ধোসা আনালেন। এখানে এ ছাড়া আর খাদ্যই বা কই ! তবে খিদের মুখে এই খাবারই অমৃত লাগল।

পঞ্চু কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারল না এই খাদ্যতালিকা। অতএব ওর জন্য পাউরুটি আনাতেই হল। সেইসঙ্গে গরম চা। পাউরুটি আর চা খেয়ে তবেই তৃপ্ত হল বেচারি। পঞ্চুর সৌজন্যে বাবলুরাও একপ্রস্থ করে চা পেল। জলের আর-এক নাম জীবন যদি হয়, তা হলে চায়ের অন্য নাম 'এনার্জি'।

দীপাদি বললেন, "শোনো, আজ তোমরা বেশি দৌড়ঝাঁপ কোরো না। ভাইজাগ শহরটা একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখে নাও। সকাল-বিকেল সমুদ্রের ধারে গিয়ে বোসো। কাল আমি তোমাদের সীমাচলম দেখিয়ে

আনব।"

বাবলু বলল, "কালকের কথা কাল আছে। এখন আপনি আমাদের সেই জায়গায় নিয়ে চলুন যেখানে আপনার বাবা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।"

দীপাদি বললেন, "আজই তোমরা যাবে সেখানে?"

"আজ এবং এখনই।"

"তা হলে এক কাজ করা যাক, তোমাদের অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি দেখিয়ে ভেতরে-ভেতরে যে রাস্তা সেই রাস্তা দিয়ে প্রথমেই নিয়ে যাই জুডা বিচ। তারপর বিখ্যাত আর কে বিচম হয়ে...।"

"ওসব আমরা বুঝি না। যা করলে ভাল হয় তাই করুন।"

"দাঁড়াও আগে তোমাদের দুপুরের খাওয়াটার ব্যবস্থা করি।"

বাবলু বলল, "আঃ দীপাদি! আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। খাওয়াদাওয়াটা যতদূর সম্ভব বাইরে করবেন অথবা নিজে রেঁধে খাবেন। কাউকে দিয়ে আনিয়ে কিছু খাবেন না। এই যে আপনি ইডলি ধোসা আনিয়ে খাওয়ালেন আমাদের, এও কিন্তু ঠিক করলেন না। আমাদেরও খাওয়া উচিত হয়নি।"

"কেন ভাই?"

"বুঝছেন না কেন, আমরা এখন ভাইজাগে নয়, ভয়ের জায়গায় আছি। চারদিকেই শত্রু আমাদের। কে যে কখন কী করে বসে তার ঠিক কী?"

দীপাদি বললেন, "এইরকম সন্দেহ করলে তো বাঁচা যাবে না রে ভাই।"

"এগুলো সন্দেহ নয়, সাবধানতা। তাও কয়েকদিনের। অর্থাৎ যতদিন না শত্রুর নিপাত হয়, ততদিনের।"

ভাইজাগ দেখতে গেলে অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির ভেতর দিয়েই সি-বিচে নেমে সৈকত ধরে ডলফিন নোজ পর্যন্ত চলে যেতে হয়। সেই পরিকল্পনা করেই দীপাদি একটা অটো নিয়ে প্রথমেই এলেন অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি। বিশাল এলাকা। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সকলে। তারপর সব কিছু দেখতে-দেখতে বাঁ দিকের পথ ধরে একেবারে সমুদ্রসৈকতে।

সমুদ্রের সে কী অশান্ত রূপ সেখানে! জলের বুকে সৈকত ঘেঁষে

www.boiRboi.blogspot.com

মাঝেমধ্যে ঠেলে ওঠা ছোট-ছোট টিলা পাহাড়ের গায়ে যেভাবে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, তা দেখলে ভয় ও বিস্ময় লাগে। সমুদ্র কি এখানে খুবই গভীর? না অন্য কোনও ব্যাপার আছে? কেননা প্রায়ই স্থানে-স্থানে কাঠের ফলকে লেখা আছে "ইফ ইউ সুইম ইউ ক্যান বি দ্য নেক্সট।"

বাবলু বলল, "কী সুন্দর। কী অপূর্ব দেশ। কিন্তু কেন যে এখানে পুরীর মতো ভিড় নেই তা কে জানে?"

ভোম্বল বলল, "আমি বলব, কেন নেই? এদের খাওয়াদাওয়ার রুচির সঙ্গে আমাদের মেলে না, তাই। এতখানি পথ এলাম, একটা দোকানেও আমি কোথাও শিঙাড়া, জিলিপি ভাজতে দেখলাম না। যেদিকে তাকাই শুধু ইডলি আর ধোসা।"

সমুদ্রের ধারে একেবারে জলের কাছে যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই বড়-বড় ঢেউগুলো সব পাথরে ধাক্কা লেগে আছড়ে এসে পড়ছে। তাই না দেখে পঞ্চুর সে কী আনন্দ। একবার করে জলের দিকে ছুটে যায় আর একবার করে ঢেউ আসার আগেই পালিয়ে আসে। হঠাৎ একটা লাল কাঁকড়া দেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কড়মড় করে সেটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল পঞ্চু।

ওরা এবার সৈকত ধরে রামকৃষ্ণ বিচের দিকে এগোতে লাগল। এই জায়গাটাকে বলা হয় ভ্রমণার্থীদের স্বর্গ। পাশেই কালী টেম্পল। এমন চমৎকার সমুদ্রসৈকত এর আগে আর কখনও দেখেনি ওরা। সময় যে এখানে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা কে জানে!

দূরে, বহু দূরে জাহাজের সারি দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে একটি পাহাড় সমুদ্রের বুকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এগিয়ে আছে। দীপাদি বললেন, "ওই হল ডলফিন নোজ। ১৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়টা কেমন সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে দ্যাখো। ওর এ-পাশেই আছে পূর্বঘাট পাহাড়ের তিনটি চূড়া। সেখানে আছে রসা হিল গির্জা, দরগা কোণ্ডা আর বেঙ্কটেশ কোণ্ডা। ওই ডলফিন নোজে যে শক্তিশালী লাইট হাউসটা আছে, সেটা না দেখে কিন্তু ভাইজাগ থেকে যেয়ো না।"

ওরা আর কে বিচমে আসতেই দেখল ডোরাকাটা গেঞ্জি আর কালো প্যান্ট পরা জনাচারেক যুবক দীপাদির দিকে তাকিয়ে কীসব বলাবলি

করছে।

দীপাদিও তাকিয়ে দেখলেন একবার।

বাবলু বলল, "আপনি ওদের চেনেন ?"

"ওরা হয়তো আমাকে চেনে।"

বাবলু নয়নকে বলল, "তুমি তোমার কাজ করো। ভোম্বলকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও ওদের কাছে। গিয়ে শোনো ওরা কীসব বলাবলি করে।" বলে পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চু বুঝে নিল তাকে কী করতে হবে। সে ঢেউ দেখা স্থগিত রেখেই ওদের পিছু নিল।

দীপাদিরাও সমুদ্রের ধার থেকে ডাঙায় উঠল এবার। কেননা একবার কালীমন্দিরে গিয়ে দেবীকে দর্শন করতে হবে।

এদিকে যে লোকগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলাবলি করছিল, তারা একদম চুপ করে গেল।

অতএব পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই গিয়ে ঢুকল মন্দিরে। সুন্দর এবং জমজমাট পরিবেশ। সমুদ্রের ধারে এখানে কত জায়গার বাস আসছে-যাচ্ছে। বাসস্ট্যান্ড এখানে। ওরা যেখানে আছে সেই আর টি সি কমপ্লেক্সের সামনে দিয়েই যে ২৮ নম্বর বাস আসে তারও লাস্ট স্টপ এখানে। মাত্র এক টাকা চার আনায় কমপ্লেক্স টু আর কে বিচ। ঘন-ঘন বাস। অর্থাৎ ভাইজাগ যাত্রীদের এখানে আসার কোনও অসুবিধেই নেই।

যাই হোক, একমাত্র পঞ্চু ছাড়া মন্দিরের ওপর চাতালে ওঠার অনুমতি পেল সকলেই। এই দেবস্থানে যেসব নিষ্ঠাবান স্বামীজিরা আছেন তাঁরা সকলেই বাঙালি। এঁদের অনেকেই দেখা গেল চেনেন দীপাদিকে। ওঁর বাবার আকস্মিক দুর্ঘটনার ব্যাপার নিয়েও তাই দুঃখপ্রকাশ করলেন অনেকেই।

স্থানীয় এবং বহিরাগত অনেক বাঙালিরও দেখা মিলল এখানে। তাঁদের মুখ থেকেই শোনা গেল ভাইজাগের আতঙ্ক আবার নতুন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে গত রাতে। শ্রীকাকুলামের কাছে এক কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে যেমন গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরেছে, তেমনই মেরেছে একজন নিরীহ ভিক্ষাজীবীকে। দরগা কোণ্ডার কাছে আঘাতে-আঘাতে

www.boiRboi.blogspot.com

জর্জরিত রক্তাক্ত একটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে আজকেরই ভোরে। রহস্যময় এই খুনি। এ পর্যন্ত যত খুন সে করেছে সবই মাথায় আঘাত করে। কোথাও ছুরি কিংবা গুলির ব্যবহার করেনি।

প্রথম ঘটনাটির বিবরণ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অজানা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় খুনের মোটিভটা কী ?

ওরা কারও সঙ্গে আর বেশি কথা না বলে ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল ডলফিন নোজের দিকে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে কেঁদে ফেললেন দীপাদি। বললেন, "এই...এইখানেই ওরা আমার বাবাকে হত্যা করে। বুকের ওপর দিয়ে ভারী ট্রাক কিংবা মোটরগাড়ি চালিয়ে দেয়।"

"ট্রাক কি মোটর সেটা পুলিশি তদন্তে ধরা পড়েনি ?"

"হয়তো পড়েছে। তবে ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি।"

"ঘামাবার সময়ও পাননি। কিন্তু গাড়িটা কোনদিক থেকে এসেছিল কিছু অনুমান করতে পেরেছেন কী ?"

"হ্যাঁ। চাকার রক্তের দাগ দেখে মনে হয়েছিল ডলফিন নোজের দিক থেকেই বন্দর এলাকা হয়ে এসেছিল গাড়িটা।"

"বন্দর কতদূরে ?"

"ওই, ওই দেখা যাচ্ছে। ফিশারি হারবারের পরেই তো জাহাজঘাটা।"

বাবলু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেইদিকে। তারপর কী যেন চিন্তা করে বলল, "তা হলে দীপাদি, এবার আপনার অনুমানেই আসি। আপনার ধারণা ভিক্টর অথবা মাইকের সঙ্গে আপনাদের শত্রুতা থাকলেও আপনার বাবার এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এরা ঠিক জড়িত নয়। আপনার বাবাকে খুন করেছে ভাইজাগের সেই আতঙ্ক যে কিনা পিটিয়ে মানুষ মেরেই আনন্দ পায়। এখন এই আতঙ্কের নেপথ্যে এদের দু'জনের হাত থাকতেও পারে, নাও পারে। তবে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, কোনওক্ষেত্রেই ভাইজাগের আতঙ্ক মৃতদেহকে বিকৃত করেনি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেই সেটা করেছে।"

বিলু বলল, "এমনও হতে পারে, হত্যাকারী হত্যাকাণ্ডের পর চলে

গেলে কোনও বেপরোয়া গাড়ি এসে চাপা দেয় ডেডবডিকে।"

"সেটা হয়নি। তার কারণ ভাইজাগের আতঙ্ক জেগে ওঠে মধ্যরাত অথবা শেষরাতে। তার বলি অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ। সে যেখানে খুন করে, ডেডবডি সেখানেই ফেলে রাখে। কিন্তু সন্ধেরাতে এইরকম প্রকাশ্য জায়গায় ডাণ্ডাপেটা করে খুন, এ-কাজ তার পক্ষে কী করে সম্ভব? তা ছাড়া এই পথে সন্ধের পর গিরিজাবাবুর মতো লোক পায়ে হেঁটে আসবেনই বা কী করতে?"

দীপাদি বললেন, "তা হলে কি বলতে চাও অন্য কোথাও স্টোনম্যানের কায়দায় বাবাকে খুন করে এখানে ফেলে দিয়ে যায় ওরা? তারপর ওদেরই নির্দেশে কোনও লরি কিংবা মোটর এসে পিষে দেয় বাবাকে?"

"ঠিক তাই। এখন আমরা ফিশারি হারবারটা একবার দেখতে যাব। চলুন, আর দেরি নয়।"

দীপাদি বললেন, "আমি কিন্তু আর যাব না ভাই।"

"কেন, যাবেন না কেন?"

"মাইকের লোকেরা আমাদের সমস্ত লঞ্চ অধিগ্রহণ করে নিয়েছে। কিছু ডুবিয়েও দিয়েছে। কাজেই এর পর ওখানে আর যাওয়াটা আমার ঠিক হবে না। আমি এখান থেকেই বিদায় নিই। তোমরা বরং চারদিক ঘুরে সব কিছু দেখেশুনে এসো।"

"আপনি এখান থেকে কিসে যাবেন?"

"অটোয় যাব।" একটা খালি অটো আসছিল দেখে দীপাদি হাত দেখিয়ে থামালেন সেটাকে। তারপর অটোয় উঠে বললেন, "জগদম্বা।"

বাবলু বলল, "সাবধানে যাবেন কিন্তু।"

দীপাদি বললেন, "দিনের আলোয় ভাইজাগ শহরে ভয়ের কোনও কারণ নেই।"

দীপাদি চলে গেলেন। যদিও ভয়ের কোনও কারণ নেই তবুও দীপাদি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বাবলু তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল। সেই চারজন লোক যারা আর কে বিচে বসে দীপাদির

www.boiRboi.blogspot.com

দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে কীসব বলছিল সেই লোকগুলোকে এবার আসতে দেখা গেল এইদিকে।

বাবলু চাপা গলায় সকলকে বলল, "লোকগুলোকে চিনে রাখ। মনে হয় ফলো করছে আমাদের।"

লোকগুলো তখন অনেক কাছে এসে পড়েছে। ওরা আড়চোখে ওদের দিকে তাকাতে-তাকাতে এখানকার হিট ছবি সাগরসঙ্গমমের একটি গান গাইতে-গাইতে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু এর বেশি কেউ কিছু করল না দেখে ওরাও কিছু বলল না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার মেন রোড ছেড়ে ফিশারি হারবারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সমুদ্রের বুকে হাজার-হাজার লঞ্চ তখন ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে। সাদা-সাদা সামুদ্রিক পাখিরা মাছের লোভে ঘুরপাক খাচ্ছে চারদিকে। লঞ্চগুলো ডেকের সঙ্গে নোঙর করে বাঁধা আছে যদিও, তবুও দুলছে। কত যে রংবেরঙের লঞ্চ, তার আর ঠিক নেই। ভাইজাগে না এলে এ-দৃশ্য সত্যিই ওরা দেখতে পেত না। ডেকের ওপর পাহাড়প্রমাণ মাছ আর বরফের কাঁড়ি। সে কী উৎকট আঁশটে গন্ধ চারদিকে। বাচ্চু, বিচ্চু, নয়ন তিনজনেই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলল, "এখান থেকে চলে এসো বাবলুদা। এ কোথায় এলে? এই গন্ধ আর যে সহ্য হচ্ছে না!"

বাবলু বলল, "একটু ধৈর্য ধর। এ-দৃশ্য সারা ভারতে দেখতে পাবি কোথাও? এইবার বুঝে দ্যাখ এই ভয়ানক জায়গায় অনেক লঞ্চের মালিকানা নিয়ে কী ভুল করেছিলেন গিরিজাবাবু। এই লঞ্চের আড়তে কোনও মালিকের পক্ষেই তার নিজের লঞ্চকে খুঁজে বের করা বোধ হয় সহজ নয়। মানুষগুলোর চেহারা দ্যাখ। কী অমানুষিক। এরা যদি মাইক পাহ্লালুর লোক হয় তো এদের সঙ্গে লড়তে যাবে কে?"

বাবলুদের অনুসরণকারী সেই চারজন লোককে আবার দূর থেকে লক্ষ করতে দেখা গেল। একসময় দেখা গেল লোকগুলো মসমসিয়ে ডেকের ওপর দিয়ে সদর্পে এসে এ-লঞ্চ ও-লঞ্চ করে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই মাইক পাহ্লালুর লোক এরা। মাইক

ধারেকাছেই কোথাও আছে। হয়তো আত্মগোপন করে আছে এইখানেই কোনও লঞ্চের ভেতরে। এ যা জায়গা, এখানে শুধু অন্ধ্র পুলিশ কেন, সারা ভারতের পুলিশ, মিলিটারি এক হয়ে এসে চারদিক তোলপাড় করলেও খুঁজে বের করতে পারবে না মাইককে।"

বিলু বলল, "তা যা বলেছিস।"

কথা বলতে-বলতে ওরা তখন হারবারের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। এর পরই বন্দরের সীমানা প্রাচীর। প্রাচীরের ওপাশে হচ্ছে জাহাজঘাটা। ওরা দেখল পথ যেখানে শেষ সেইখানেই একটি সুবৃহৎ দোতলা লঞ্চের ওপর থেকে কালো ওভারকোট পরা ভয়ঙ্করদর্শন একজন মানুষ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কী অমানুষিক মুখ তার! একটা চোখ বুঝি পাথরের। অন্য চোখে শকুনের দৃষ্টি। এই কি তবে মাইক? না হলে অমন পৈশাচিক দৃষ্টি নিয়ে ওদের দেখছে কেন? লোকটি ওদের দেখে এক-পা এক-পা করে নেমে এল লঞ্চ থেকে। তারপর ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল বেশ কিছুটা দূরে। গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। তারপরই যেন ভীষণ ক্রোধে ফিরে তাকাল ওদের দিকে।

অমন যে পঞ্চু তারও বুক ভয়ে শুকিয়ে গেল তখন।

লোকটির উচ্চতা কম করেও সাত ফুট। এত লম্বা মানুষ হয়? তার ওপর এই দিবালোকে কী করে যে একটা ওভারকোট চাপিয়ে আছে গায়ে, তা কে জানে! লোকটি এবার আক্রমণ করার ভঙ্গিতেই ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। চারদিকে এত লোকজনের ভিড়। ব্যস্ততা। তার মাঝেই এই ভয়াবহতা ওদের ভাবিয়ে তুলল।

নয়ন ভয় পেয়ে বাবলুর একটা হাত ধরে বলল, "আর এখানে নয়। শিগ্‌গির চলে এসো এখান থেকে।"

বাচ্চু, বিচ্ছুও তখন ভয়ে পিছু হটছে। বাবলু, বিলু, ভোম্বলও পিছোতে লাগল এক-পা এক-পা করে। পিছনো ছাড়া উপায় নেই। কেননা পালাবারও পথ নেই। ওরা একেবারে শেষ মাথায়। বাবলুর সঙ্গে পিস্তল আছে। কিন্তু এ এমনই জায়গা যে, এখানে পিস্তলও চালানো যাবে না। গুলির শব্দ হলে সবাই একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়বে

www.boiRboi.blogspot.com

ওদের ওপর। তখন হয়তো প্রাণ বাঁচানোই দায় হবে। মাঝখান থেকে লোপাট হয়ে যাবে মেয়েগুলো।

পঞ্চু একবার একটু ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। কেননা সে বুঝতে পারল এক ভয়ানক বিপদ এগিয়ে আসছে ওদের সামনে। তাই রণং দেহি মূর্তিতে শিরদাঁড়া টান করে রুখে দাঁড়াল সে।

ভয়ঙ্করের চোখ তখন পঞ্চুর দিকে। সে বাঘের মতো পায়ের পাতা ফেলে পঞ্চুকেই গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে এল।

কারও ঔদ্ধত্য কখনও ক্ষমা করেনি পঞ্চু। তাই ভীষণ একটা হাঁক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। কিন্তু কী সাঙ্ঘাতিক লোক। সার্কাসের খেলোয়াড়ের কায়দায় লোকটি এক হাতের ঝটকায় ছুড়ে ফেলে দিল পঞ্চুকে। হাত তো নয়, যেন লোহা। পঞ্চু ভাবতেও পারেনি এরকম হবে বা হতে পারে বলে। তাই সে আরও রেগে দ্বিগুণ জোরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। লোকটি আবার হাতের কায়দায় ফেলে দিল পঞ্চুকে। পঞ্চুর দাঁতের কষ বেয়ে তখন ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

লোকটির জেদও তখন অসম্ভব চড়ে গেল। সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল, যা দেখে মনে হল পঞ্চুকে সে মারবেই। ততক্ষণে সেই নাটকীয় দৃশ্য দেখবার জন্য বহু লোক জড়ো হয়েছে আশপাশে। কিন্তু মজার ব্যাপার, কেউ ওদের সাহায্য করতে এগিয়েও এল না। বাবলু বুঝতে পারল এই অমানুষিক মানুষকে এরা সকলেই ভয় পায়।

আহত পঞ্চু রুখে দাঁড়াল আবার।

বাবলুরা যে এই মুহূর্তে কী করবে কিছু ভেবে পেল না।

লোকটি তখন নতুনভাবে পঞ্চুর মোকাবিলা করবার জন্য ধেয়ে আসছে। পঞ্চু আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আসছে দেখেই লোকটি মস্ত একটি পিচের ড্রাম গায়ের জোরে কাত করে রোলারের মতো গড়িয়ে দিল ওর দিকে।

বাবলু চিৎকার করে উঠল, "প-ন-চু-উ-উ-উ।"

পঞ্চু পিষে মরবার আগেই অদ্ভুত কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্রামের ওপর। তারপর গড়ানো ড্রামের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার সঙ্গতি

রাখতে-রাখতে সেও গড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে।

লোকটি এবার এমনই পৈশাচিক হাসি হাসল যে, সেই হাসির দমকে সমস্ত ফিশারি হারবারটাই কেঁপে উঠল যেন। কিন্তু সে কাঁপুনি ক্ষণিকের। পরক্ষণেরই আকাশ-বাতাস ভরে উঠল ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদে। এইরকম ভয়াবহ দৃশ্যের ফাঁকেই ভোম্বল করেছে কি, একমুঠো ঝাঁট দেওয়া ধুলো-বালি নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে লোকটির চোখে। একচোখো লোকটির সব চালাকিরই শেষ হল এবার। লোকটি দু' হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করতে-করতে লঞ্চের দিকে এগোল। কিন্তু লঞ্চে উঠবে কী ? তার আগেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই পেছন দিক থেকে একজোটে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর যে, সে আর টাল সামলাতে না পেরে নিজেও পড়ল সমুদ্রের জলে। বাবলুরা দেখল অসহায় পঞ্চু তখন ড্রামের মাথায় চেপে ভেসে চলেছে জাহাজঘাটার দিকে। ওরা কোনওদিকে না তাকিয়ে পাঁচিলের গা দিয়ে ছুটে বড় রাস্তায় এসে বন্দরের প্রবেশপথে পৌঁছল।

দু'জন প্রহরী বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

বাবলু তাদের জিজ্ঞেস করল, "মে উই এন্টার দ্য পোর্ট এরিয়া ?"

প্রহরীরা নেপালি। তাই হিন্দিতে বলল, "কিঁউ নেহি ? যাইয়ে।"

ওরা জাহাজের সারি দেখতে-দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎই দেখল ছোট্ট একটি লঞ্চ জল কেটে এগিয়ে চলেছে পঞ্চুর দিকে। ওরা কি পঞ্চুকে উদ্ধার করতে আসছে ? না আক্রমণ করবে ? কে জানে তা ?

এখানে সমুদ্রের বুকে কতদূর পর্যন্ত কংক্রিটের লাটিমের মতো ত্রিকোণাকৃতির বোল্ডার পাতা। জাহাজে ওঠার জন্য সুদীর্ঘ একটি পথ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ-বন্দরের সৌন্দর্যের তুলনা নেই! বন্দরের ওপাশেই ডলফিন নোজের পাহাড়। তারই কোল ঘেঁষে একটা লম্বা খাল একেবারে জাহাজ নির্মাণ কারখানার দিকে চলে গেছে।

ওরা দেখল লঞ্চটি পঞ্চুর কাছাকাছি যেতেই পঞ্চু লাফিয়ে উঠল লঞ্চের ছাদে। সারেং তখন হাত নেড়ে জানাল বাবলুদের, আর কোনও ভয় নেই। তারপর লঞ্চটাকে জাহাজঘাটায় ভিড়িয়ে দিতেই পঞ্চু

www.boiRboi.blogspot.com

লাফিয়ে নেমে এল লঞ্চের ওপর থেকে।

সারেংও নেমে এল। তারপর পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে ইশারায় বাবলুদের এখনই চলে যেতে বলল এখান থেকে।

বাবলু বলল, "আপনার সহায়তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু নিষ্ঠুর লোকটি কে ?"

"র‍্যাম্বো। সাঙ্ঘাতিক। তোমরা এখন যত তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে চলে যাও।"

বাবলুরা একটুও দেরি না করে বন্দর-এলাকার বাইরে এল। তারপর ডলফিন নোজের দিকে আর না এগিয়ে একটা অটো নিয়ে সোজা আর টি সি কমপ্লেক্স। এবং সেখান থেকে ওদের লজে।

ওরা ফিরে এসেই দেখল দীপাদি ওদের জন্য রিসেপশনে অপেক্ষা করছেন। ভিডিওতে আঞ্চলিক ছায়াছবির কিছু গানের অনুষ্ঠান হচ্ছিল, তাই শুনছিলেন একমনে।

বাবলু বলল, "এ কী দীপাদি ! আপনি কতক্ষণ ? বাড়ি যাননি ?"

দীপাদি বললেন, "গিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে এই তো আসছি। আসলে সত্যি কথা বলতে কী, তোমাদের ছেড়ে থাকতে মন আমার একদম চাইছে না।"

বাবলু বলল, "মন না চায় আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আগে ঘরে চলুন, স্নানটানের ব্যাপারটা সেরে নিই। তারপর বাইরের হোটেল থেকে খেয়ে এসে তেড়ে একটা ঘুম দেওয়া যাবে।"

"যা তোমাদের ইচ্ছে ! কিন্তু তোমরা এত তাড়াতাড়ি ডলফিন নোজ থেকে ফিরলে কী করে ?"

"ডলফিন নোজে যাওয়াই হয়নি আমাদের।"

"সে কী ! কেন ?"

"যা বিপদ গেল আমাদের ! আর-একটুর জন্য তো পঞ্চুকেই আমরা হারিয়েছিলাম।"

"বলো কী !"

ওরা কথা বলতে-বলতেই ওপরে এল। তারপর ঘরের তালা খুলে

ভেতরে ঢুকে স্নানের জন্য তৈরি হতে-হতে ফিশারি হারবারের ঘটনার কথাটা বলল দীপাদিকে।

দীপাদি বললেন, "কী দুঃসাহস লোকটার!"

বাবলু বলল, "দোষ আমাদেরও আছে। এইরকম অবস্থায় হারবারের অতটা 'ডিপ'-এ আমাদের না ঢোকাই উচিত ছিল। তবে ওকে আমি ছাড়ব না।"

বিলু বলল, "আমরা তো প্রথমে ওকেই মাইক ভেবেছিলাম।"

দীপাদি বললেন, "মাইকেরও 'টল ফিগার'। তবে অসম্ভব বুনো। ঘন কালো তার গায়ের রং। মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো। কেউ-কেউ বলে ভাষায় তেলুগু হলে কী হবে, ও আফ্রিকারই লোক।"

বাবলু বলল, "ভিক্টর মরগ্যান?"

"একেবারে রাজপুত্তুর। তবে চোখ দুটো বেড়ালের মতো কটা।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা দীপাদি, আপনার বাবার হত্যাকাণ্ডের পর-পরই ভিক্টর ধরা পড়ল কী করে?"

"সেটা পুলিশই জানে।"

"ভিক্টরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল কোথায়? বোরাগুহায়, না ভাইজাগে?"

"বোরাগুহায় কী করে করবে? ভাইজাগে। নাইট শোতে সঙ্গমে সিনেমা দেখছিল, পুলিশ সেইখানে হল থেকেই গ্রেফতার করে তাকে।"

"তার মানে কেসটা যে সাজানো, তা বোঝাই যাচ্ছে।"

"কী জানি ভাই। কী যে চক্র, কিছুই বুঝি না!"

বাবলু বলল, "তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন খুনিকে আমরা ধরবই।"

ওদের স্নানপর্ব শেষ হলে বাইরের হোটেলে খেতে গেল ওরা। পাশেই হোটেল। তাই বেশিদূর যেতে হল না। ওরা হোটেলের বেয়ারাকে ডেকে 'ভেজিটেবল মিল' এক প্লেট করে অর্ডার দিল। পুরোপুরি দক্ষিণী খানা। সম্বরম, উত্থাপম, টক দই, পাঁপড়ভাজা ইত্যাদি। খেয়ে কারও তৃপ্তি হল না। তবু খেতে হল। খাওয়াদাওয়ার পর লজে ফিরেই দেখল একজন মধ্যবয়সী দিব্যপুরুষ একটি 'মারুতি'

www.boiRboi.blogspot.com

ভ্যানের সামনে পায়চারি করছেন। একটা আভিজাত্যের ছাপ যেন ফুটে উঠেছে তাঁর চলাফেরায় এবং সর্বশরীরে।

দীপাদি তাঁকে দেখেই সবিস্ময়ে বললেন, "এ কী, আপনি!"

বাবলু দীপাদির মুখের দিকে তাকালে দীপাদি বললেন, "মিঃ ভার্গবম।"

বাবলু ভদ্রলোকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে বলল, "দীপাদির মুখে আপনার নাম শুনেছি বটে, আপনি ওঁর বাবার বন্ধু।"

"এই বন্ধুত্বও আবার দু-একদিনের নয়, দীর্ঘদিনের।"

বাবলু বলল, "আপনি খুব ভাল বাংলা বলতে পারেন তো!"

"ভাল আর কোথায়? তবে পারি। যাই হোক, আমি তোমাদের সকলকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি।"

বাবলু বলল, "এখন নয়, আমরা সন্ধের পর যাব। এখন আমরা বড় ক্লান্ত।"

"সন্ধের পর আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ব বাবা। তোমরা এখনই চলো। তা ছাড়া দিপুমায়ের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।"

মিঃ ভার্গবমের মুখ থেকে গিরিজাবাবুর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জানবার মতো কিছু বাবলুরও ছিল। তাই বলল, "বেশ তো, চলুন।"

ওরা গিরিজাবাবুর মারুতি ভ্যানে চেপেই তাঁর বাড়ির দিকে চলল। যেতে-যেতেই বাবলু জিজ্ঞেস করল, "আমরা তো কাউকে কিছু জানিয়ে আসিনি। আপনি তা হলে জানলেন কী করে যে আমরা এই লজে আছি?"

"এই লজের এক-চতুর্থাংশের মালিক আমি। আর যে হোটেলে তোমরা খেলে, সেটাও আমার।"

এর পরে আর কিছু বলার থাকে না।

যাই হোক একটু পরেই বহু অর্থব্যয়ে তৈরি একটি সুবিশাল প্রাসাদের সামনে এল ওরা। এই প্রাসাদও ভার্গবমের।

দীপাদি বললেন, "আপনার এ বাড়ি তো আমি দেখিনি!"

"কী করে দেখবে? এই তো বছর-দুই হল হয়েছে বাড়িটা। এরকম

বাড়ি ভাইজাগ শহরে কারও নেই।"

সত্যিই নেই। ঘরের ভেতর ঘর। তার ভেতরে ঘর। ধাপে-ধাপে সিঁড়ি। আন্ডার গ্রাউন্ডে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত 'কনফারেন্স রুম'। সিনেমার ছবি দেখার 'স্ক্রিন', 'প্রোজেক্টর' সবকিছুই আছে। তবে এই লোকের গাড়ি কেন যে বিক্রি হল আর দয়ালবাবু কেন যে দীপাদিদের বাড়ি ড্রাইভারি করতে গেলেন, সেটাই হল রহস্যের!

ভার্গবম তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের। তারপর নীচের সেই কনফারেন্স রুমে গোল হয়ে বসলেন। ঘরটি অন্ধকার। চারদিকে কম পাওয়ারের মায়াময় রঙিন গ্লোব লাইট। কেমন যেন থমথম করছে ভেতরটা।

ভার্গবম দীপাদিকে বললেন, "আমার মতো লোকের এতবড় একটা বাড়ি দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?"

দীপাদি বললেন, "অবাক হওয়ার তো কথা!"

"আসলে এ-সবই তোমার বাবার দয়ায়। এর পেছনে তোমার বাবার অবদান যে কতটা, তা হয়তো তুমি জানো না। সেইজন্যই আমি তোমাকে ডেকে এনেছি এখানে। তিনি একটি উইল করে আইন মোতাবেক তাঁর অনেক কিছুই আমাকে দিয়ে গেছেন। তাই মাইকের গ্রাস থেকে প্রায় সবক'টি লঞ্চই উদ্ধার করেছি আমি। আমিই এখন তোমাদের সমস্ত লঞ্চের মালিক। আর ওই যে সিনেমা হল, সেটাও এখন আমার। সেটার ওপর অনন্ত লোভ ছিল ভিক্টর মরগ্যানের।"

দীপাদি বললেন, "আমি এ-সবের কিছুই জানি না।"

"সে কী! বাবা বলেননি তোমাকে?"

"না।"

"যাই হোক, সম্ভবত সেই রাগেই ওরা দু'জনে মিলে ষড়যন্ত্র করে খুন করেছে তোমার বাবাকে। এখন আমার পেছনেও লোক লেগেছে ওদের। কিন্তু ওদের সাধ্য নেই যে, আমার কিছু করে। এখন এই সম্পত্তি দেওয়ার ব্যাপারে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?"

দীপাদি বললেন, "একটুও না। যে সম্পত্তি আমাদের হয়েও অন্যের

www.boiRboi.blogspot.com

দখলে ছিল, সেই সম্পত্তি যদি উনি কাউকে বেচে দেন বা বিলিয়ে দেন, তা হলে আমার আপত্তি করবার কীই-বা আছে? আমাদের শত্রুদের গ্রাস থেকে ওগুলো যে আপনি ছিনিয়ে নিতে পেরেছেন, এর জন্যই আপনাকে ধন্যবাদ।"

ভার্গবম বললেন, "আমি বলেই পেরেছি মা! না হলে তোমার বাবা হলে পারতেন না।" বলেই ড্রয়ার টেনে একগাদা দলিলপত্র বের করে বললেন, "এই দ্যাখো। তোমার বাবার হাতের সই।"

সকলেই ঝুঁকে পড়ে তাই দেখল। দীপাদিও কাগজপত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন। সব ঠিক আছে। তাঁর বাবারই সই করা কাগজ সব।

বাবলু এবার মিঃ ভার্গবমকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, আপনি এই যে বললেন আপনাকে সম্পত্তি দেওয়ায় মাইক এবং ভিক্টর দু'জনেই ষড়যন্ত্র করে গিরিজাবাবুকে খুন করেছে, তা আপনার অনুমান সত্য হলে পুলিশ শুধুমাত্র ভিক্টরকেই সন্দেহ করছে কেন?"

ভার্গবম বললেন, "তার কারণ আছে। প্রথমত, মাইক পান্থালু আজ দু'বছর প্রশাসনের নাগালের বাইরে। দ্বিতীয়ত, অকুস্থলে ভিক্টরের একটা মানিব্যাগ পাওয়া যায়।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপার?"

"হ্যাঁ। আসলে অপরাধ জগতে সকলে সকলকে টেক্কা দিতে যায়। সকলে সকলের শত্রু। মাইক আর ভিক্টর দু'জনে মিলেই খুন করে গিরিজাবাবুকে। তারপর ঠিক সন্ধের মুখে ফিশারি হারবারের কাছে বিচ রোডে ড্রাগ-বোঝাই একটি চলন্ত ট্রাকের মুখে ফেলে দেয় তাঁকে। এ-কাজের দায়িত্বটা মাইক নিজেই নিয়েছিল। তাই খুনের দায়টা পুরোপুরি ভিক্টরের ওপর ফেলবার জন্যই ওর একটা মানিব্যাগ রেখে গিয়েছিল ডেডবডির কাছে। ভিক্টর তা জানত না। তাই সে পরিকল্পনামাফিক ওর জন্য অপেক্ষা করছিল 'সঙ্গম পিকচার হাউস'-এ। কিন্তু দেখা গেল সেখানে মাইকের বদলে গেল পুলিশের লোকেরা। ভিক্টর মরগ্যান 'অ্যারেস্ট' হল। কিন্তু সেও বোরাগুহালুর জংলি বাঘ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কী করে পালাতে হয় তা সে জানে। এখন ওর 'টার্গেট' হল মাইক পান্থালু, তারপরই আমি।"

বাবলু বলল, "বেশ কাহিনী শোনালেন কিন্তু। যাই হোক সাবধানে থাকবেন।" তারপর বলল, "যদি অনুমতি দেন তো আপনার এই স্টুডিওর মতো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখি।"

"দ্যাখো না। দেখতে দোষ কী ? তা ছাড়া এটা স্টুডিওর মতো কেন, এটাকে একটা ছোটখাটো স্টুডিও বলতে পারো। বড়-বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই বাড়িতে শুটিং করে গেছেন।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, নয়ন সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল, "বলেন কী ! তবে তো দেখতেই হচ্ছে।"

বাবলুরা সকলেই চারদিক ঘুরে দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই পঞ্চুও উঠল।

ভার্গবম বললেন, "আরে ! এ কোথায় বসে ছিল এতক্ষণ ?"

বাবলু বলল, "আমাদের পাশেই ছিল, অন্ধকারে।"

"এটা তো দেশি কুকুর দেখছি। কিন্তু দেখে মনে হয় তেজ আছে। অনেক চোর-ডাকাতকেও নাকি ঘায়েল করেছে ও ?"

"তা করেছে।"

"বেশ, বেশ। যাও তোমরা ঘুরে দেখো চারদিক। আমি ততক্ষণ দিপু মা'র সঙ্গে আমাদের বৈষয়িক কথাবার্তা একটু বলি, কেমন ?"

বাবলুরা "আচ্ছা" বলে ঘরের বাইরে এল।

বাইরে এসে চারপাশ ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল কয়েক ধাপ সিঁড়ি অনেকটা নীচে নেমে গেছে। আর সেখানেই একটি 'স্ট্রং-রুম'-এর সামনে রেলিং-ঘেরা জায়গায় ১০-১২টা অ্যালসেশিয়ান ছাড়া আছে। স্ট্রং-রুমে তালা দেওয়া। কুকুরগুলোও তালাবন্দি।

বাবলুদের দেখেই হিংস্র কুকুরগুলো আঁউ-আঁউ করে চেঁচিয়ে উঠল। প্রত্যুত্তরে পঞ্চুও জবাব দিল, "ভৌ-উ-উ-উক।"

ভোম্বল বলল, "ওই স্ট্রং-রুমের ভেতরে কী আছে বল তো ? নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু আছে।"

বাবলু কোনও উত্তর দিল না। শুধু বলল, "তোরা একটু এখানে অপেক্ষা কর। আমি চট করে একবার আসছি।"

www.boiRboi.blogspot.com

বিচ্ছু বলল, "কোথায় যাবে বাবলুদা ?"

"আঃ, আসছি।" বলেই উধাও হয়ে গেল বাবলু। সঙ্গে পঞ্চুও গেল।

বাবলু সোজা গিয়ে ছাদে উঠল। তারপর চারদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে সিঁড়ির দরজায় শিকল দিয়েই দিনদুপুরে একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলল। ওয়াটার ট্যাঙ্কের লোহার পাইপটা বেয়ে খুব সন্তর্পণে একটু-একটু করে পেছনদিকে নামতে লাগল সে। তারপর স্ট্রং-রুমের 'ভেন্টিলেটর'-এর কাছে এসে ভেতরটা একবার দেখে নিয়েই ধীরে-ধীরে উঠে এল ওপরে।

পঞ্চু বাবলুর মুখের দিকে তাকালে বাবলু শুধু ওর পিঠটা চাপড়ে সামান্য একটু আদর করল পঞ্চুকে। তারপর সিঁড়ির দরজা খুলে দ্রুত পায়ে নেমে এল নীচে। অপেক্ষমাণ সকলকে চলে আসার নির্দেশ দিয়েই কনফারেন্স রুমে গিয়ে দীপাদিকে ডাকল।

দীপাদি বললেন, "আমার তো যেতে একটু দেরি হবে ভাই।"

বাবলু বলল, "বেশ। আমরা তা হলে আসছি। আমরা ভাবছি একবার ডলফিন নোজটা দেখতে যাব।"

ভার্গবম বললেন, "এখন দুপুর দুটো। আর একটু পরে যেয়ো, তা হলে লাইট হাউসে ঢুকতে পারবে। চারটের পর ওপরে উঠতে দেয় ওরা।"

বাবলু বলল, "আমরা এখনই যাব। কেননা আমাদের যেতেও সময় লাগবে। তা ছাড়া চারদিকে একটু ঘুরব আমরা।"

দীপাদি বললেন, "তোমরা তা হলে কখন ফিরবে ?"

"সন্ধের আগে তো নয়। রাত্রিও হতে পারে।"

"তোমরা তা হলে লজে না ফিরে জগদম্বায় আমার বাড়িতেই চলে যেয়ো। আমি নিজে হাতে রাতের খাবার তৈরি করে রাখব তোমাদের, কেমন ?"

বাবলুরা 'আচ্ছা' বলে চলে গেল। ভার্গবমের ভার্গবপুরী থেকে বেরিয়ে একটা অটো নিয়ে সোজা ডলফিন নোজ।

॥ ৭ ॥

ডলফিন নোজ আসলে একটি দ্বীপ। লঞ্চে করে সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে ওপাশের পাহাড়ে যেতে হয়। বাবলুরা অটো থেকে নেমে প্রথমেই বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে গিয়ে ঢুকল। তারপর দরগা, চার্চ দেখে লঞ্চে খাড়ি পার হয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছল। লঞ্চের ভাড়া এক টাকা। কিছুই না। ওপারে গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে একটু উঁচু জায়গায় উঠেই দেখল কয়েকটি সিঁড়ি ধাপে-ধাপে ক্রমশ ওপরদিকে উঠে গেছে। সেই পথেই লাইট হাউস। আর বাঁদিকের যে পথ, সেই পথে দুর্গা টেম্পল। ওরা বাঁদিকের পথই ধরল।

এতক্ষণ কেউ কারও সঙ্গে কোনও কথা বলেনি। পঞ্চুও সাড়াশব্দ করেনি একটুও। এখন বাবলুই প্রথম কথা বলল। নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ সন্ধেবেলা তুমি কিন্তু বাড়িতে একটা ফোন করবে। না হলে তোমার বাবা-মা তোমার জন্য চিন্তা করবেন খুব।"

নয়ন বলল, "আচ্ছা।" তারপর বলল, "তোমাকে একটা কথা বলব বাবলু?"

"বলো।"

"আমার দাদার ব্যাপারে তুমি কি কিছু চিন্তাভাবনা করলে?"

"করেছি। আমরা হয়তো কালই তোমার দাদার সন্ধানে যাব।"

বিলু বলল, "কালই? তা হলে এদিকের কী হবে?"

বাবলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "বোরাগুহায় থাকবার কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা একটু জানতে পারলে ভাল হত।"

নয়ন বলল, "না, নেই। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল সেখানে। গুহা যাঁরা দেখতে যান তাঁরা ওইখান থেকে আরাকুভ্যালিতে গিয়ে রাত কাটান।"

ওরা কথা বলতে-বলতে যাওয়ার সময় বিশাখাপত্তনম বন্দরের যে দৃশ্য দেখতে পেল, তাতেই মন ভরে গেল ওদের। ডলফিন নোজ কি ভাইজাগের মনুমেন্ট? সত্যি, এখানে না এলে বিশাখা যে সুন্দরী বিশাখা তা ওরা কল্পনাও করতে পারত না। এই পথে অনেকদূর যাওয়ার পর এক জায়গায় দেখল টুরিস্টদের সুবিধের জন্য বসবার একটু ব্যবস্থা করা

www.boiRboi.blogspot.com

আছে। সেটা এমনই একটা পয়েন্ট যেখানে বসে বিশাখার লোভনীয় দৃশ্যগুলি দু' চোখ ভরে দেখা যায়। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সেইখানে বসে সৌন্দর্য দেখার লোভ সামলাতে পারল না। সকলে বসলে পঞ্চু এদিক-সেদিক ঘুরে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল বন্দরের দিকে।

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, ভার্গবমের ওখানে গিয়ে তুই অত সিরিয়াস হয়ে গেলি কেন? লোকটাকে কি তোর ভাল লাগল না?"

বাবলু অল্প একটু হেসে বলল, "আমরা বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছিলাম রে বিলু!"

"তার মানে?"

"বুঝতে পারলি না, এত অল্প সময়ের মধ্যে যিনি মাইক আর ভিক্টরের মতো ক্রিমিন্যালের হাত থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিতে পারেন তিনি কত বড় ধুরন্ধর লোক? তা ছাড়া ঘরের মধ্যে স্ক্রিন, প্রোজেক্টর এসবের অর্থ কী? নিশ্চয়ই বাজে ছবি দেখিয়ে মোটা টাকা রোজগার করেন। যার জন্য সন্ধের পর খুবই ব্যস্ত থাকেন তিনি। তা ছাড়া আমরা কে বা কারা, দীপাদির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না উনি। অথচ পঞ্চু যে বড়-বড় চোর-ডাকাতকে ঘায়েল করেছে, তাও উনি জানেন। কী করে জানলেন?"

ভোম্বল বলল, "সত্যি তো রে! কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু-টিন্তু নয়। সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার যেটা সেটা হল গিরিজাবাবুর খুনের ব্যাপারে যেসব বিবৃতি উনি দিলেন তাতে তো বিস্মিত না হয়ে পারলাম না! মাইক আর ভিক্টর দু'জনে এক হয়ে যে গিরিজাবাবুকে হত্যা করেছে তা উনি জানলেন কী করে? এর পর তাঁর ডেডবডি ড্রাগ-বোঝাই ট্রাকের মুখে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও তো ওঁর জানবার কথা নয়। যে ট্রাক ধরা পড়ল না তাতে ড্রাগ ছিল কি কী ছিল তা উনি কী করে জানলেন?"

বিচ্ছু বলল, "এতসব কিন্তু ভেবে দেখিনি কেউ। ভদ্রলোক দেখছি রীতিমত রহস্যময়।"

"আরও রহস্য আছে। সে আরও জটিল।"

বাচ্চু বলল, "কীরকম!"

"গিরিজাবাবুর মেয়ে হয়ে দীপাদি জানলেন না, অথচ বেদখল সমস্ত সম্পত্তি উনি পেয়ে গেলেন ? শুধু তাই নয়, পেতে না পেতেই এত বড়লোক !"

বিলু বলল, "এখন তা হলে বোঝাই যাচ্ছে এই রহস্যের জালে জড়িয়ে আছেন উনিও।"

বাবলু বলল, "আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তা হলে বলব উনিই এইসবের গডফাদার।"

ওরা আর বসে থেকে সময় নষ্ট না করে দুর্গামন্দির দেখে আবার লঞ্চঘাটের দিকে ফিরে এল। সবকিছু ঘুরে দেখতে এত সময় লাগল যে, বিকেলও গড়িয়ে এল একসময়। ডানদিকের পাহাড়ে বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরটিকে বেশ ভাল লাগছে এখান থেকে। ওরা বাঁদিকের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ পাহাড়ের উচ্চস্থানে উঠতে লাগল। খুব খাড়াই। তাই হাঁফ ধরে গেল উঠতে। নয়নের অবস্থা দেখে মনে হল, সে কখনও বোধ হয় পাহাড়ে ওঠেনি। একসময় পাহাড়ের মাথায় সমতলে এল ওরা। চারদিকে ঝোপঝাড়, ছোট-ছোট গাছপালা। তারই বুক চিরে পাহাড়িয়া বুনো পথ। কী নির্জন জায়গাটা ! এখনও লাইট হাউসের দেখা নেই। এখানে এমন কেউও নেই যে, তাকে জিজ্ঞেস করে লাইট হাউসটা কতদূরে।

যেতে-যেতে সন্ধে হয়ে এল।

নয়ন বলল, "আর কতদূর ?"

"মনে হয় এসে গেছি। ওই, ওই দেখা যায়।"

ওরা আরও খানিকটা যেতেই লাইট হাউস পেয়ে গেল। চার টাকা করে টিকিট এখানে। সেই টিকিট কেটে ওরা লাইট হাউসের ওপরে উঠলেও পঞ্চু কিন্তু ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেল না। সে এদিক-সেদিক ঘুরে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল।

লাইট হাউসের সব আলো জ্বলে ওঠার পরে চারদিক যখন আলোর মালায় সেজে উঠল, ঠিক তখনই এক-এক করে নেমে এল ওরা। পঞ্চু তখন হানটান করছে ওদের জন্য। ওরা নামতেই সে বাবলুর প্যান্ট কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। বাবলু বুঝল, কিছু একটা ব্যাপার

www.boiRboi.blogspot.com

আছে। তাই সকলকে ইশারায় ওর সঙ্গে আসতে বলে নিজেও অনুসরণ করল পঞ্চুকে।

পঞ্চু বেশ খানিকটা এসে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে শিরদাঁড়া টান করে লেজ নাড়তেই বাবলুরা দেখল কালো ওভারকোটে ঢাকা একজন লোক নির্জনে একটি পাথরের ওপর বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বন্দরের দিকে। বাবলু সবাইকে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে বলে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে একটু-একটু করে এগোল লোকটির দিকে। লোকটিকে ভালভাবে লক্ষ করেই বুঝল এ আর কেউ নয়, ফিশারি হারবারের সেই 'টেররিস্ট'। র‍্যাম্বো। কিন্তু র‍্যাম্বো এখানে কী করছে ? বাবলুর চোখের সামনে সকালবেলার সেই দৃশ্যটা ফুটে উঠল। যেভাবে লোকটা পঞ্চুকে ফেলে দিয়েছিল সমুদ্রের জলে, ওর মনে হল ঠিক সেইভাবেই এখনই একটা লাথি মেরে ফেলে দেয় ওকে। কিন্তু তা সে করল না।

এমন সময় হঠাৎ দেখল জনাচারেক লোক হনহন করে লাইট হাউসের দিকে আসছে। ওরা যে কারা তা বুঝতে বাকি রইল না। বাবলু আর পঞ্চু আগাছার জঙ্গলে গা-ঢাকা দিল। যারা এল তাদের একজনকে খুবই চেনা মনে হল বাবলুর। ওরা লাইট হাউসের কেয়ারটেকারের সঙ্গে কীসব কথাবার্তা বলল। মনে হয় ওদের কথাই জিজ্ঞেস করল যে, ওরা এসেছিল কি না। কেয়ারটেকার হয়তো বলল, হ্যাঁ ওরা এসেছিল, চলেও গেছে। ওরা তাই যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল, শুধু দু'জন ছাড়া। দু'জন নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে-বলতে এগিয়ে এল র‍্যাম্বোর দিকে। একজন একটা লাইটার জ্বেলে চুরুট ধরিয়ে র‍্যাম্বোকে দিতেই সেই লাইটারের আলোয় কুৎসিত র‍্যাম্বোকে আবার দেখতে পেল বাবলু। এর পর কী যেন বলল ওরা র‍্যাম্বোকে। র‍্যাম্বোর গলা দিয়ে একটা বিকৃত স্বর বেরিয়ে এল এবার। একজন লোক এক বাণ্ডিল নোট এগিয়ে দিলে র‍্যাম্বো টাকাগুলো ওভারকোটের মধ্যে পুরে নিয়েই উঠে দাঁড়াল। তারপর একটু-একটু করে নামতে লাগল নীচের দিকে।

ততক্ষণে লোক দু'জনের একজনকে চিনে ফেলেছে বাবলু। এ তো সেই লোক, যে কিনা বাবলুকে চুরি করে আনছিল। যার খপ্পর থেকে

বাঁচবার জন্য বাবলু লাফিয়ে পড়েছিল ট্রেন থেকে। এখন একে কব্জা করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মিঃ ভার্গবমের পোষা কুকুরের মতো এরাও যে এক-একটি পোষ্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বাবলু ঝোপের ভেতর থেকে একটা শিস দিতেই থমকে দাঁড়াল দু'জনে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, নয়নও সতর্ক হল।

লোক দুটি টর্চের আলো ফেলে ঝোপের দিকে যেই না এগিয়ে আসতে যাবে, বাবলু অমনই ইশারায় পঞ্চুকে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে।

পঞ্চু কোনওরকম হাঁকডাক না করেই ঝোপের ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের পায়ের ওপর। এমনভাবে দু'জনের পায়ের তলা দিয়ে গলে গেল যে, ধপাধপ করে মুখ থুবড়ে পড়ল দু'জনে। একজনের হাত গেল। আর-একজনের খুঁজে পাওয়া গেল না সামনের দুটো দাঁত।

ততক্ষণে সকলেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

বাবলু ওর অপহরণকারীর পেটে একটা লাথি মেরে ওর পিস্তলটা যথাস্থান থেকে বের করে কপালে ঠেকাল। তারপর জামার কলার ধরে তুলে দাঁড় করাল ওকে।

বিলুরাও অন্যজনকে তাই করল।

তারপর দু'জনকে টানতে-টানতে লাইট হাউসের এলাকার বাইরে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে মারের পর মার।

বাবলু তার অপহরণকারীকে বলল, "কী বন্ধু, চিনতে পারো ?"

লোকটি বলল, "তু-তু-তুমি এখানে কী করে এলে ?"

"ওই একই প্রশ্ন তো আমারও। এখন বলো, এই নির্জনে কিসের মতলবে আসা হয়েছিল ?"

"এখানে একটু কাজ ছিল আমাদের।"

"তোমাদের সঙ্গে আর যে দু'জন ছিল তারা কোথায় গেল ? এই খুনে লোকটার হাতে কিসের টাকা দিলে তোমরা ?"

"এত কথায় তোমাদের দরকার কী ? বেড়াতে এসেছ, লাইট হাউস দেখা হয়েছে, এখন ফিরে যাও।"

www.boiRboi.blogspot.com

"আমরা লাইট হাউস দেখেছি তোমরা কী করে জানলে ? তার মানে এখানে এসেই খোঁজ নিয়েছ আমাদের। যেই শুনেছ আমরা চলে গেছি, অমনই দু' দলে ভাগ হয়ে গেছ দু'জন করে। ওরা নিশ্চয়ই লঞ্চঘাটে খবর নিতে গেছে আমরা ওপারে গিয়ে পৌঁছেছি কিনা !"

লোকটি কী বলবে কিছু ভেবে পেল না।

বাবলু বলল, "আমরাও ঘটে কিছু বুদ্ধি রাখি ভায়া। তা কে পাঠিয়েছিল তোমাদের ? ভার্গবম ?"

লোকটি কিছু বলার আগেই হঠাৎ একটা পৈশাচিক হাসির শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। ওরা দেখতে পেল সেই কালো ওভারকোট পরা দানবটা কখন যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে। পঞ্চু ওর চোখে চোখ রেখে ভীষণ ক্রোধে ফুঁসছিল বলেই এই হাসি। লোকটির হাতে একটা লোহার রড। লোকটি এক হাতে সেই রড উঁচিয়ে বিলুকে মারবার চেষ্টা করতেই বাবলু চিৎকার করে উঠল, "পঞ্চু ! অ্যা-টা-ক—।"

পঞ্চু এবারে আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। সে আর হাতে নয়, ঝাঁপিয়ে পড়ল পায়ের ওপর। পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে গলে গেল যে, মুহূর্তে ধরাশায়ী হল লোকটি। পাশেই একটি বড় পাথরের ওপর পড়ে যাওয়ার ফলে মাথাটা এমনভাবে ফেটে গেল যে, মাথা আর তুলতেই পারল না সে।

বাবলু কাছে গিয়ে লোকটার হাত থেকে লোহার রডটা কেড়ে নিতেই নকল একটা হাত খসে পড়ল মাটিতে। বাবলু বুঝল এই নকল হাতের জন্যই সবসময় কালো ওভারকোটে নিজেকে ঢেকে রাখে সে। এখন যা অবস্থা তাতে এই মুহূর্তে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারলে বাঁচা অসম্ভব ওর। বাবলু রডটা হাতে নিয়ে বলল, "এইবার চিনেছি ভাইজাগের রাতের আতঙ্ককে। এদের কাছ থেকে টাকা নিয়েই তুমি ইচ্ছেমতো মানুষ খুন করো।"

কিন্তু বাবলুর কথা কিছুই বুঝল না লোকটি। অসহ্য যন্ত্রণায় তার চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে আসতে লাগল।

এদিকে ওদের সেই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ধরা সেই লোক দুটি তখন প্রাণপণে ছোটা শুরু করেছে। কিন্তু পঞ্চুর নজর এড়িয়ে পালাবে

কোথায় বাছাধনরা ? পঞ্চু ভীষণ হাঁকডাক করে এমনভাবে তাড়া করল তাদের যে, একজন তো হোঁচট খেয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে একেবারে গভীর সমুদ্রে। অন্যজন পঞ্চুর কব্জায়। পঞ্চু তার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমনভাবে তার ঘাড় কামড়ে ধরেছে যে, টুঁ শব্দটিও করতে পারছে না সে।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই লোকটিকে ঘা কতক দিয়ে বলল, "পালাচ্ছিলে কেন ? আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের কি শেষ হয়েছে ?"

লোকটি কেঁদে ফেলল এবার। বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও ভাইটি। সত্যি বলছি আমি এদের ছেড়ে আজই চলে যাব।"

বাবলু বলল, "কী আহ্লাদের কথা রে! অন্যায় করবে। অপরাধ করবে। ধরা পড়লে ক্ষমা চেয়ে কেটে পড়বে। ওটি হচ্ছে না।"

বিলু বলল, "আমরা যা-যা জিজ্ঞেস করব তার সঠিক উত্তর দেবে। তারপরে অন্য ধান্দা।"

"বলো, কী জানতে চাও ?"

বাবলু বলল, "আমরা জানতে চাই মাইক কোথায় ? আর ভার্গবমের আসল পরিচয়টা কী ?"

আহত, ক্লান্ত, অবসন্ন লোকটি বলল, "মাইকই বলো আর ভিক্টরই বলো, সকলেরই গডফাদার হলেন ওই ভার্গবম। ওরা ছিল নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডা। কিন্তু যা কিছু করত সবই ভার্গবমের মদতে। ভার্গবম গিরিজাবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন কিন্তু চালাকি করে ওই দুই গুণ্ডার সাহায্যে ওঁর সবকিছু আত্মসাৎও করেছিলেন। তিনি এতবড় শয়তান যে, সর্বস্ব লুটেপুটেও যখন বুঝলেন যে, একদিন-না-একদিন তাঁর মুখোশ খুলে যেতে পারে, তখনই একদিন ভিক্টরের সাহায্যে বোরাগুহায় গিরিজাবাবুর মেয়েকে কিডন্যাপ করেন। কিন্তু ভাগ্যজোরে মেয়েটি রক্ষা পায়। তখন থেকেই গিরিজাবাবু এই শত্রুপুরীতে আর রাখতে চাইলেন না মেয়েকে। ভাইজাগের মায়া ত্যাগ করে কলকাতায় চলে গেলেন। ভার্গবম তাঁর ড্রাইভার দয়ালবাবুকে দিয়েও পলিটিক্স করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দয়ালবাবু সব জেনেও বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তবে তাঁর নিজের ছেলে এই কুচক্রে আছে বলে খুন হওয়ার ভয়ে ফাঁসও

www.boiRboi.blogspot.com

করেননি কোনও কথা। যাই হোক, খলের ধর্মই খলতা। পান্থালু আর ভিক্টরকে দিয়ে সমানভাবে কাজ করালেও ওদের মধ্যে এমনই বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছেন যে, আজও ওরা একে অন্যের নামে জ্বলে যায়। এই যে র‍্যাম্বো, এও ওঁরই নির্দেশমতো কাজ করে। বন্য প্রকৃতির খুনে গুণ্ডা একটি। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে রেলের চাকায় একটা হাত, কাঁটাতারের খোঁচায় একটা চোখ খুইয়ে এখন একটা শয়তানের ধাড়ি হয়ে বসে আছে। ভার্গবম ওকে দিয়ে মাঝেমধ্যে অহেতুক খুন করিয়ে চারদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। আবার প্রয়োজনে বেওয়ারিশ লাশ পাচার করেও টাকা রোজগার করেন প্রচুর। আজ দুটি চোখের প্রয়োজনে 'পোর্ট এরিয়া'য় একজন নাবিককে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল র‍্যাম্বোকে। লোকটা বেঁচে গেল কিন্তু র‍্যাম্বো পেয়ে গেল তার উপযুক্ত শাস্তি।"

বাবলু বলল, "শোনো ভাই, তুমি যা-যা বললে, সবই সত্যি বলে মেনে নিলাম। তার কারণ আমরাও কিন্তু মনে-মনে এইরকমই আশঙ্কা করেছিলাম। এখন অবস্থা এমনই যে, আমরা না ছাড়লে তোমার মুক্তি নেই। আমাদের পরিচয় তুমি আগেই পেয়েছ, এখন কী চাও তুমি ? এদের দলে থাকতে, না, পালিয়ে যেতে ?"

"আমি পালাতে চাই। আবার নতুন করে নতুন জীবন শুরু করতে চাই। কেননা পাপের ভারা বেশি পূর্ণ হলে তার পরিণাম যে কী, তা আমি জানি। এই তো চোখের সামনেই দেখলাম র‍্যাম্বোর দুর্দশা, আমার বন্ধুর পরিণতি। তা ছাড়া ভার্গবমের যা প্রকৃতি তাতে কোনদিন না আমার অবস্থাও মাইকের মতো হয়।"

"কেন, কী হয়েছে মাইকের ? কোথায় সে ?"

"ভার্গবমের হিংস্র কুকুরগুলোর পেটে।"

শিউরে উঠল বাবলু, "কী বলছ কী তুমি ? সজ্ঞানে আছ তো ?"

"আমার চোখের সামনেই এই দৃশ্য ঘটেছে ভাই। আজ নিয়ে তিনদিন হল।"

বাবলু উত্তেজিত হয়ে বলল, "তা হলে আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। এখনই ভাইজাগে ফিরে যেতে হবে আমাদের। নাহলে গিরিজাবাবু এবং

সেইসঙ্গে দীপাদিরও ওই একই অবস্থা হবে আজ।"

লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কী যা-তা বলছ? গিরিজাবাবু তো কবেই মারা গেছেন!"

বাবলু হাসল, "গিরিজাবাবু মারা যাননি। উনি এখনও বেঁচে আছেন।"

চমকের পর চমক। তার চেয়েও বেশি চমক লোকটি হঠাৎ ভয়ার্তস্বরে বলে উঠল, "ভাইসব শিগ্‌গির পালিয়ে এসো এখান থেকে, না হলে আমরা কেউ বাঁচব না। তোমাদের এই কুকুরটার সাধ্যও নেই যে আমাদের রক্ষা করে।"

সকলেই সবিস্ময়ে বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

"আঃ, যা বলছি তাই শোনো। ওই, ওই দ্যাখো ভার্গবমের সেই হিংস্র কুকুরগুলো দলবদ্ধ হয়ে কীভাবে মাটি শুঁকে-শুঁকে এইদিকে আসছে। ওরা একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়লে কারও শরীরের একটুকরো মাংসও আর অবশিষ্ট থাকবে না।"

বাবলুরা আর একটুও দেরি না করে আহত এবং মৃত্যুপথযাত্রী র‍্যাম্বোর পাশ কাটিয়ে লোকটির নির্দেশিত পথেই পালাতে শুরু করল। পাহাড়ের ওপর আর যাই হোক, ছোটা যায় না। তার ওপরে পেছনে ১০-১২টা হিংস্র কুকুর। তাই খুব সাবধানে ওরা পেছনদিকের পথ ধরে অনেকটা নীচে নেমে এক জায়গায় লোহার মোটা তার ধরে ঝুলে-ঝুলে একেবারে বিপদসীমার বাইরে চলে এল। এ-পথে আসতে পঞ্চুর খুব কষ্ট হল। তবু কায়দা করে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নেমে তো এল সে। এবার বেশ খানিকটা সমতল পেয়ে ছোটা শুরু করল সকলে। তারপর আবার পেছনদিক দিয়ে নেমে একেবারে সমুদ্রের খাড়ির মুখে। দু-তিনটে ছোট-বড় নৌকো বাঁধা ছিল সেখানে। তারই একটা খুলে নিয়ে লোকটি কোনওরকমে হাল ধরে ওপারে পৌঁছে দিল ওদের।

মুক্তির আনন্দে বাবলু জড়িয়ে ধরল লোকটিকে। বলল, "দু'দিন আগে তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছিলে। দু'দিন পরে সেই তুমিই আমাদের প্রাণ বাঁচালে। তোমার এই পরিবর্তন তোমার মধ্যে চিরকাল থাকুক ভাই। আজ থেকে তুমি আমাদের সকলের বন্ধু। কিন্তু তোমার

www.boiRboi.blogspot.com

নামটা তো জানা হল না?"

লোকটি হেসে বলল, "কেন? বন্ধু।"

বাবলু আবার তাকে জড়িয়ে ধরল।

লোকটি এবার একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, "তোমাদের কাছে টাকা-পয়সা কিছু কি হবে? আমি একেবারেই নিঃসম্বল।"

বাবলুর পকেটে শ্রীকাকুলামের সেই ব্যাগ হাতড়ে পাওয়া তিনশোটা টাকা ছিল। সেটা তো দিলই। উপরন্তু বিলুও দিল শ' পাঁচেক টাকা।

লোকটি বলল, "আমি এখনই পালাব এ-দেশ ছেড়ে। বিদায় বন্ধু, বিদায়।"

লোকটি চলে যেতেই বাবলুরা একটা অটো নিয়ে সোজা জগদম্বায়। দীপাদিদের বাড়িতে গিয়ে শুনল দীপাদি সেই যে দুপুরের দিকে গেছেন, তারপর থেকে সারাদিনে আর ফেরেননি। সর্বনাশ! তবু একবার সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য লজে এল। সেখানে এসেও শুনল দীপাদি ওদের সঙ্গে সেই যে গেছেন তারপর থেকে ফেরেননি একবারও।

বাবলু তখন ভয়ঙ্কর ক্রোধে আর উত্তেজনায় ফুঁসছে।

বিলু বলল, "তোর কী হল বাবলু?"

"কিচ্ছু হয়নি। তবে সময় খুব কম। শিগ্‌গির আয়।"

"কোথায় যাব?"

"গিরিজাবাবুকে উদ্ধার করতে।"

"কী পাগলের মতো বলছিস বল তো যা-তা?"

"ঠিকই বলছি। কিন্তু দীপাদি...। দীপাদিও হয়তো বন্দি হয়ে আছেন ভার্গবমের স্ট্রং রুমে।"

"সে কী! কিন্তু এতসব তুই জানলি কী করে?"

"আজ দুপুরে ভার্গবমের বাড়িতে গিয়ে ওই স্ট্রং রুমটাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়। তাই তোদের অপেক্ষা করতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে ছাদে গিয়ে আমি জলের পাইপ বেয়ে পেছনদিকে নেমে ভেন্টিলেটরের লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকিয়েই দেখি শুধুমাত্র গিরিজাবাবু ঘরের মেজেয় বসে আছেন। তখনই বুঝেছি গিরিজাবাবুকে এখানে গুম করে তাঁকে দিয়ে ওইগুলোতে জোর করে সই করিয়েছেন তিনি। উইল

যদিও রেজিস্ট্রি হয়নি। তবুও সইটা ছিল ওঁরই।"

"তা হলে ওই ডেডবডি! সেটা তা হলে কার?"

"অন্য কারও। গিরিজাবাবুর পোশাক পরিয়ে একটা লাশকে বিকৃত করে ফেলে রাখা হয়েছিল বিচ রোডের ওই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটিতে।"

ওরা আর অটোয় নয়, লজ থেকে নেমে প্রায় ছুটে-ছুটেই পৌঁছে গেল ভার্গবপুরীতে। গেটে যে দরোয়ান ছিল সে আগেই ওদের দেখেছিল বলে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিল না। কিন্তু স্ট্রং রুম পাহারায় ছিল যে লোকটি, সে এবার হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল।

বাবলু ওর রিভলভারটা বের করে লোকটাকে দেখাতেই রীতিমত ঘাবড়ে গেল সে।

বাবলু ইশারায় ওকে নির্দেশ দিল স্ট্রং রুমের তালা খুলতে।

লোকটি তালা খোলা দূরের কথা, ছুটে পালাতে গেল যেই, পঞ্চু অমনই গাঁক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। আর কোনও জারিজুরিই খাটল না তার। বাবলু ওর হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়ে কুকুরের ঘর পার হয়ে স্ট্রং রুমের তালা খুলতেই দেখল পিতা-পুত্রী দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছে।

বাবলু বলল, "কান্নাকাটি পরে করবেন। শিগ্‌গির চলে আসুন এখান থেকে।"

গিরিজাবাবু বললেন, "এ কী, বাবলু!"

দীপাদি বললেন, "বাবলু তুমি!"

"ওসব পরে হবে। আগে বেরিয়ে আসুন। না হলে কুকুরগুলো ফিরে এলে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।"

গিরিজাবাবু, দীপাদি সকলেই বেরিয়ে এলে প্রহরীকেই স্ট্রং রুমে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে পালিয়ে এল ওরা। বাইরে যে দরোয়ান ছিল সে কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

দীপাদি ওই অবস্থাতেই গিরিজাবাবুকে নিয়ে থানায় গেলেন। আর বাবলুরা তখনই লজ খালি করে চলে এল দীপাদিদের বাড়িতে। অন্ধ্র পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও সেই কুকুরগুলো এবং ভার্গবমের পাত্তা পেল না। কী হল ভার্গবমের?

www.boiRboi.blogspot.com

ভার্গবমের যাই হোক, পরদিন সকালেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিশাখাপত্তনম স্টেশনে এসে কিরণডুল প্যাসেঞ্জারে চেপে বসল। বোরাগুহালু পর্যন্ত ট্রেনের ভাড়া নিল এক-একজনের ১৪ টাকা করে। ওরা গাড়িতে এসে জানলার ধারে সিট নিয়ে বসলে বিলু আর ভোম্বল প্রত্যেকের জন্য কেক আর কলা কিনে নিয়ে এল প্ল্যাটফর্মের স্টল থেকে। সেই খেতে-খেতেই যাত্রা।

একমাত্র নয়ন ছাড়া প্রকৃতির সৃষ্ট এই গুহা দেখার আনন্দে সকলেই বিভোর। নয়নেরই নয়নে জল। কেননা তার দাদা এখনও ভিক্টরের কবলে। তার একটাই চিন্তা, সে কি সত্যিই পারবে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সাহায্যে তার দাদাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যেতে? পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে অসাধ্য সাধন করতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার দাদার বেলাতেও কি এইরকমটা হবে? কে জানে?

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল। প্রথমেই এল সীমাচলম। তারপরে পেন্দুরতি। তারপর কোট্টাভালসা। বাবলু বলল, "এই দ্যাখ, এখান থেকেই পথটা দু' ভাগ হয়ে গেছে। একটা লাইন চলে গেছে হাওড়ার দিকে। আর-একটা কিরণডুল। এশিয়ার বৃহত্তম লৌহখনি ওই কিরণডুলেই। সেই লৌহ আকরিক আনার জন্যই এক আশ্চর্য কৌশলে এই উচ্চতম রেলপথ নির্মাণ করে ভারতীয় এঞ্জিনিয়াররা বিশ্ববাসীর চোখে এক অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছেন।"

কোট্টাভালসা থেকে ট্রেন ছাড়বার পর চোখ যেন জুড়িয়ে যেতে লাগল ওদের। যত যায়, প্রকৃতি ততই তার পট পরিবর্তন করে। কী সুন্দর সব গ্রাম আর সবুজের দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ট্রেন এসে থামল মাল্লিভিদুতে। তারপর শুঙ্গভারাপুকোটা। এর পরই শুরু হল পাহাড় আর বনভূমি। ঝরনা আর জলপ্রপাত। সেইসঙ্গে টানেলের পর টানেল। কখনও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া, কখনও-বা চমক কাটার আগেই হঠাৎ আলো। এইভাবেই এক-এক করে স্টেশন পার হতে লাগল। বোদ্দাভারা, শিবলিঙ্গপুরম, তায়াডা, চিমিডিপল্লি হয়ে বোরাগুহালু। এর উচ্চতা ২৩৭১ ফুট। টানেলের পর টানেল পার হয়ে বোরাগুহালুতে ট্রেন থামলে ওরা সকলে ট্রেন থেকে

নেমে দিশেহারা হয়ে গেল। এখানে শুধুই পাহাড় আর জঙ্গল। জনপ্রাণী নেই। তা হলে ওরা যাবেটা কোথায় ?

বিলু বলল, "এ কোথায় এলাম রে ভাই !"

ভোম্বল বলল, "বরাতে আজ হরিমটর। খাওয়াদাওয়া কিছুই দেখছি জুটবে না এখানে !"

বাবলু ওদের কথায় কান না দিয়ে একজন রেলকর্মচারীর কাছ থেকে জেনে নিল বোরাগুহায় যাওয়ার পথটা কোনদিকে। তারপর সেই অনুসারে রেলপথ ধরেই পেছনদিকে খানিকটা হেঁটে বাঁদিকে একটা শুঁড়িপথ ধরে খানিক যেতেই বোরাগুহার মুখের কাছে নেমে এল।

গুহার বাইরে নিয়মকানুন সব লেখাই আছে। এর ভেতরে যাওয়ার জন্য প্রবেশমূল্য বড়দের ১০ টাকা এবং পাঁচ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের ৫ টাকা। লাইটিং, গাইড সব এরই মধ্যে। সকাল ১০টা থেকে দেড়টা আর দুপুর দুটো থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত গুহা দেখার সময়। বৃহস্পতিবার বন্ধ।

ওরা যখন গুহামুখে গিয়ে পৌঁছল, বেলা তখন দেড়টা। তাই আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল গেট খোলার জন্য।

এরই ফাঁকে বাবলু দু'-তিনবার নয়নের দিকে তাকিয়ে বুঝল তার মনে কোনও আনন্দ নেই। তাই বলল, "এত কী ভাবছ নয়ন ? আমরা তোমার দাদার ব্যাপারে কোনও আলোচনা করছি না বলে তুমি উৎসাহ পাচ্ছ না ? তা হলে শোনো, আমরা তো ভগবান নই। তবে নিরাশও হোয়ো না। কেননা এই পাহাড় জঙ্গলের দেশে এসে যখন পড়েছি তখন আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা। আগে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিই, তবে তো...। ওই দ্যাখো কী সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্য। চারদিকে পাহাড় ও বনভূমি, একদিকে গুহা। আরও দ্যাখো নীচ দিয়ে কেমন একটা বেগবতী নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে। অতএব মনটাকে তাজা রাখো।"

যথাসময়ে গেট খুলল। ওরা টিকিট কেটে গেট পার হয়ে ডানদিকে বেঁকে একটু নীচে নামতেই নজরে পড়ল গুহাটা। সে কী বিশাল ! এত বড় গুহা ওরা কখনও দ্যাখেনি।

www.boiRboi.blogspot.com

ওরা গুহার ভেতরে ঢুকতেই একজন অল্পবয়সী সরকারি গাইড এগিয়ে এল ওদের দিকে। বলল, "তোমরা এই ক'জন, না আর কেউ আছে ?"

"এই ক'জন।"

"তা হলে শোনো, এই যে গুহাটা দেখছ এটা হচ্ছে প্রকৃতির সৃষ্টি করা এক প্রাগৈতিহাসিক 'স্ট্যালাকটাইট' গুহা। ১০ লক্ষ বছরের পুরনো।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "বলেন কী !"

"ভূতাত্ত্বিকগণ তাই তো মনে করেন।"

গাইড এর পর গুহার ভেতরে যেখানে যা ছিল সব দেখাতে লাগল। কী চমৎকার রঙিন আলোর ব্যবস্থা এর ভেতরে। তাই সব কিছু ঘুরে দেখতে কোনও অসুবিধেই হল না। গাইড কত কী বলল। কিছু মনে রইল, কিছু রইল না। যুগ-যুগ ধরে চুনাপাথরের জল পড়ে নানারকমের আকার ধারণ করেছে এর ভেতরটা। এখনও গুহার মাথার ওপর থেকে টুপটাপ করে জলের ফোঁটা ঝরছে। গুহাটা লম্বায় এক কিলোমিটার। এরই মধ্যে কোথাও শিবলিঙ্গের আকার, কোথাও বাসুকির ফণা, কোথাও হাতির আকার, কোথাও মানুষের চোখ। অথচ এ-সবই প্রকৃতির খেয়ালে হওয়া। মানুষের কৃতকর্ম নয়। এরই মধ্যে কখনও সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা, কখনও নীচে নামা। এক জায়গায় এসে দেখা গেল গুহাটা প্রকৃতির খেয়ালে জোড়া। দুটো পাহাড় কবে কোন যুগে জুড়ে এক হয়ে গেছে। এরই মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে রেলপথ। এ কী ভাবা যায় ! এক জায়গায় কোনও আলো নেই। সেখানে গাইডের টর্চের আলোয় অন্ধকার সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হল। পঞ্চুকে অবশ্য সেসব কিছুই করতে হল না। সে দিব্যি মজা পেয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। যাই হোক, গুহা দেখে আবার গুহামুখে যখন ফিরে এল ওরা, তখন গাইড ছেলেটির সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে ওদের। পঞ্চুকে সে যে কত আদর করল তার ঠিক নেই।

ছেলেটি হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু, বাংলা সব ভাষায় কথা বলতে পারে। বাবলু তাই খুশি হয়ে বিলুর কাছ থেকে চেয়ে ৫০টা টাকা তার হাতে দিতেই অভিভূত হয়ে গেল সে। বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "এত টাকা বকশিস হিসেবে কেউ আমাদের কখনও দেয়নি ভাই। তবে

পাঁচ-দশ টাকা সবার কাছ থেকেই পেয়েছি। যদিও এগুলো আমার পাওনা না। তবে ভালবেসে কেউ কিছু দিলে সেই দান আমি মাথা পেতে নিই। কিন্তু তোমরা এই বয়সে সুদূর বাংলা থেকে এতদূরে কী করে এলে ? কী করেই বা জানলে এখানে একটা এইরকম গুহা আছে ?"

বাবলু বলল, "বইতে পড়েছি। তা ছাড়া শুধু যে বেড়াতে এসেছি তা নয়। আমরা এখানে খুব বিপদে পড়েই এসেছি। এই যে দেখছ মেয়েটি, এর নাম নয়ন।"

"ভারী মিষ্টি মেয়ে।"

"এর দাদাকে ভিক্টর মরগ্যান নামে একজন এই অঞ্চলেই কোনও একটি গুহার মধ্যে আটকে রেখেছে। কিন্তু সেই গুহা যে কোথায়, তা তো জানি না। যদি এ-ব্যাপারে তুমি আমাদের একটু সাহায্য করো, তা হলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে।"

গাইডের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল এবার। বলল, "ওই কুখ্যাত শয়তানটার জন্য পুরো এলাকার বদনাম হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, তোমরা এক কাজ করো, এই সামনের রাস্তাটা ধরে খানিক এগিয়ে গেলেই বাসস্ট্যাণ্ড দেখতে পাবে। ওখানে ঝুপড়ির ঘরে ঘরোয়া হোটেলে খাওয়া মিলবে। আমি একটু পরেই কারও হাতে দায়িত্ব দিয়ে তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। আমি জানি সে কোথায় আছে। একদিন আমি দেখেছি তাকে। জায়গাটা কিন্তু সবদিক থেকেই বিপজ্জনক।"

বাবলু বলল, "তা হোক। তবু তাকে উদ্ধার করতেই হবে।"

"তোমরা যাও। আমি আসছি।"

বোরাগুহা থেকে বেরিয়ে যে ঢালু পিচ রাস্তাটা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে সেই পথ ধরেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে চলল। দারুণ নির্জন জায়গাটা। তবে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের জন্য ভারী মনোরম। কিছুদূর যেতেই ওরা বাসস্ট্যাণ্ড পেয়ে গেল। এখানে কোনও বাস নেই। বাস আসবে বিকেল চারটেয়। আরাকুভ্যালির বাস। বোরাগুহা দেখার পর সকলেই আরাকুতেই চলে যায়।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে ঝুপড়ির হোটেলে ভাত খেয়ে উঠতেই গাইড এসে হাজির হল।

www.boiRboi.blogspot.com

গাইড বলল, "শোনো, মেয়েরা এখানে থাকুক। আমরা ছেলেরা যাই। মিসেস নাইডুর হোটেলে কারও সাধ্য নেই ওদের কিছু করে। তবে তোমাদের এই কুকুরটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাক।"

নয়ন বলল, "কেউ না গেলেও আমি যাব। আমি না গেলে কে চিনিয়ে দেবে আমার দাদাকে ?"

বাবলু বলল, "নয়ন, তোমার দাদার নাম পল্লব। নয়নের পল্লবকে কি চিনিয়ে দিতে হয় ? গাইড ঠিক কথাই বলেছে। তোমরা এখানেই থাকো। আমরা আসছি। আমাদের কোনও বিপদ-আপদ হলে তোমরা বরং কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে পারবে।"

এই বলে ওরা ঝুপড়ির পেছনদিক দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে খাঁজে-খাঁজে পা রেখে নীচে নামতে লাগল। তারপর শালগুঁড়ির সাঁকোয় সেই দুরন্ত নদীটা পার হয়ে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।

গাইড বলল, "এইভাবে আসাটা বোধ হয় ঠিক হল না! কেননা সন্ধে হয়ে আসছে। যে-কোনও সময় ভালুক-চিতারা বেরিয়ে আসতে পারে। এইসব জঙ্গলে কাঠুরিয়ারাও কাঠ কাটতে আসে না ভয়ে।"

বাবলু বলল, "আর কতদূর ?"

"এই তো এসে গেছি! পথ কী দুর্গম, দেখছ তো ? কাজেই পুলিশ আসে না এখানে।"

কথা বলতে-বলতেই এক জায়গায় এসে থামল ওরা। দেখল অনেকটা নীচে একটু সমতলে চারজন লোক বসে-বসে তাস খেলছে। দুটো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে সবুজ তৃণভূমিতে। চারজনের চারটে বন্দুক রাখা আছে একপাশে। খুব একটা ভয়ঙ্কর চেহারা ওদের নয়।

গাইড বলল, "ওই যে গুহাটা দেখতে পাচ্ছ একটু দূরে, ওই গুহাতেই ভিক্টরের গোপন আস্তানা। তবে ও আমাদের ঘাঁটায় না বলে আমরাও ওকে ঘাঁটাই না।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমরা ওই গুহামুখে পৌঁছব কী করে ? রাস্তা কই ?"

"তা তো জানি না। কেননা ওখানে আমি যাইনি কখনও।"

বিলু বলল, "আমার ঝোলা ব্যাগে নাইলনের ফিতে আছে। এটার

সাহায্যেই নামা যাবে। এখন লোকগুলোর নজর এড়িয়ে কী করে যাব ?"

সে উপায়ও হয়ে গেল। পঞ্চু একটু বেশি কেরামতি দেখিয়ে নামবার চেষ্টা করতেই আলগা মাটি, পাথর ধসে টিপ করে পড়ল ওদের ঘাড়ে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল লোকগুলো। আকাশ থেকে চামচিকে, বাদুড় এইসব পড়তে পারে, কিন্তু কুকুর পড়ে কী করে ? তা ছাড়া মাটি, পাথর ধসে পড়ায় লেগেওছে খুব। একজনের তো কপাল কেটে রক্তারক্তি।

পঞ্চুও ঘাবড়ে গেছে তখন। সে ভাবতেও পারেনি এরকম হবে বলে। তাই ওদের ঘাড়ে পড়ে থতিয়ে গেল একটু। তারপর শিশুর মতো একটু দেয়ালা করে 'আঁউ আঁউ' শব্দ করল। এমন করল, যেন ছ' মাসের শিশু কাঁদছে। পরক্ষণেই "ভৌ-উ-উ-উ- ভাগ, ভাগ, ভাগ" করে এমন চেঁচাতে লাগল যে, কুকুরের কামড়ের ভয়ে বন্দুক ফেলে পালাতে পথ পেল না বাছাধনরা। পঞ্চু তাদের কামড়ালও না, কিন্তু চারদিকে ছোটাতে লাগল। সে কী চিৎকার-চেঁচামেচি তখন !

এদিকে গোলমাল শুনে গুহার ভেতর থেকে কয়েকটি ছেলেমেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

বাবলুদের পেছন থেকে কে যেন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তখন, "দাদা।"

ছেলেটিও প্রত্যুত্তর দিল, "নয়ন। তুই এখানে কী করে এলি ?"

বিস্মিত বাবলু ঘুরে তাকিয়েই নয়নকে দেখতে পেল। বলল, "এ কী, নয়ন ! তুমি এখানে ! ওরা কই ?"

"ওরা আসেনি। আমি ওদের লুকিয়েই পালিয়ে এসেছি তোমাদের পিছু নিয়ে।"

"খুব অন্যায় কাজ করেছ।"

নয়ন বাবলুর দুটি হাত ধরে বলল, "আমাকে ক্ষমা করো বাবলু।"

ওরা আর কথা না বলে নামা শুরু করল।

ভোম্বল সকলের আগে নেমে সেই বন্দুকগুলোকে কবজা করেছে। গাইড সেগুলোকে লুকিয়ে রাখল একটা ঝোপের মধ্যে।

পঞ্চু লোকগুলোকে তাড়া করে নামিয়ে দিয়েছে একেবারে নদীর

www.boiRboi.blogspot.com

জলে। ওরা সেখান থেকে পাথর ছোড়বার চেষ্টা করতেই পঞ্চু গাঁক-গাঁক করে এমন তেড়ে গেল যে, ওরা আরও একটু দূরে সরে গেল।

নয়ন তখন ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল পল্লবকে, "দাদা ! দাদা রে ! তোর জন্য আমরা সবাই কেঁদে-কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছি রে !"

পল্লব বলল, "কিন্তু তুই কী করে জানলি আমি এখানে আছি ? এরা কারা ?"

বাবলু বলল, "ওইসব খোঁজখবর পরে নেবে। এখন ওই ফিতে ধরে চটপট ওপরে উঠে পড়ো। আর কেউ থাকে তো সঙ্গে নিয়ে নাও।"

প্রায় চার-পাঁচজন ছিল। সকলকে নিয়েই ওপরে উঠে গেল ওরা।

বাবলু বলল, "এখন একবার গুহার ভেতরে ঢুকে দেখব কী আছে ওর ভেতরে।" বলে যেই না এগিয়েছে অমনই একটা বজ্রগম্ভীর স্বর কানে এল ওদের, "আগে মাত বাঢ়ো।"

গাইড বলল, "ভিক্টর মরগ্যান।"

বাবলুরা দেখল গুহার মাথায় বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অ্যাংলো যুবক। কী ঝকঝকে সুন্দর চেহারা ! জিন্‌স পরা। কোমরে বেল্ট। চাপদাড়ি। মাথায় টুপি। হিংস্র চিতার মতো সন্তর্পণে কোন ফাঁকে সে ওখানে উঠে পড়েছে তা কে জানে !

বাবলু হেঁকে বলল, "যদি বাঁচতে চাও, তা হলে তোমার বন্দুক ফেলে দিয়ে নীচে নেমে এসো ভিক্টর।"

"এখনই বেরিয়ে যাও।"

"আমরা যাওয়ার জন্য আসিনি ভিক্টর। তোমাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি।"

"আরে বাঙালি ! ভাগ্ হিঁয়াসে। তোরা আমার কী করবি ? আমি তো তোদের খতম করব।" বলেই বন্দুক তাগ করল ভিক্টর।

বাবলু প্রত্যেককে ইশারায় গাছের আড়ালে সরে যেতে বলল। কিন্তু নিজে নড়ল না।

ভিক্টর বলল, "মেরা পহেলা টার্গেট তুম। গো টু দ্য হেল।"

সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে একটা শব্দ হল, "ঢিস্যুম।"

ভিক্টর মরগ্যান ভাবতেও পারেনি একটি অল্পবয়সী ছেলের হাতে তার এমন বিপর্যয় ঘটবে বলে। গুলিটা কাঁধে এসে লাগতেই হাত থেকে খসে পড়ল বন্দুকটা। কিন্তু তবুও সে অসাধারণ। চিতার মতোই গুহার মাথা থেকে একটা ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে পড়ে চোখের পলকে গভীর জঙ্গলে হারিয়ে গেল।

চারদিকে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

এমন সময় সেই উঁচু জায়গা থেকে দীপাদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবলু, বিলু, তোমরা কোথায় ?"

এরা অন্ধকারেই হাত নেড়ে বলল, "এই যে, এখানে।"

পরক্ষণেই মশাল আর টর্চের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল জায়গাটা। ওরা দেখল ঝাঁকে-ঝাঁকে পুলিশের লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

বাবলুদের ফিতে ধরে উঠতে হল না। পুলিশের লোকজন যে পথে এসে পৌঁছল, সেই পথ ধরেই উঠে এল ওরা। ওপরে উঠেই দেখল—শুধু দীপাদি নয়, বাচ্চু, বিচ্ছুও রয়েছে সেখানে।

বাবলু বলল, "দীপাদি, আপনি এখানে ?"

"ভাইবোনেদের ছেড়ে দিদি কি থাকতে পারে ? আমি ভাইজাগ থেকেই পুলিশ নিয়ে আসছি। আরাকুতে সরকারি লজ ময়ূরীতে থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে আমাদের। কাল সকাল হলেই গোটা আরাকুভ্যালি চষে ফেলব আমরা। এখন চলো, আর এখানে না থেকে আরাকুতেই চলে যাই।"

"আপনার বাবার খবর কী ?"

"উনি তোমাদের 'রিসেপশন' দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আর এই কুচক্রের যিনি নায়ক তাঁর খবর হল, ডলফিন নোজ থেকে কুকুর নিয়ে যে লঞ্চে তিনি ফিরছিলেন সেই লঞ্চে রাখা শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণেই তিনি চিরতরে মুছে গেছেন।"

বাবলু বলল, "আপদ গেছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কিছুই নেই।"

ওরা হেঁটে-হেঁটে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দীপাদির গাড়িতে উঠল। বুদ্ধি

www.boiRboi.blogspot.com

করে বেশ বড়সড় ভ্যানই একটা নিয়ে এসেছেন দীপাদি। শুধু পাণ্ডব গোয়েন্দারা নয়, নয়ন, পল্লব, এমনকী সেই চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সকলেই উঠল গাড়িতে। পঞ্চু বসল দীপাদির পাশে সামনের সিটে।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই নয়ন উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সকলে বলল, "হিপ-হিপ-হুররে।"

পঞ্চুও সকলের সুরে সুর মিলিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ, ভৌ-ভৌ।"

A.S.B

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com